পূর্ব্ব খণ্ড

'বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা কায়স্থা জগতীতলে।

যজুর্ব্বেদ-আপস্তম্ব-শাখা।

"অনেকব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।

তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥"

ভবিষ্যপুরাণ।

"অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যাদিস্থাপনায় চ।

উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল॥"

বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

কলিকাতা

৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ প্রেস"

এ, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

☞ এই গ্রন্থের মুখবন্ধে ॥৶ পৃষ্ঠার ২৩ পংক্তির "বৈদ্য-শ্রেণীতে পরিলক্ষিত হয়" এই কথার পর * চিহ্ন হইবে; তৎপর ফুটনোটে নিম্নলিখিত শ্লোক হইবে।

"সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রৌ ধরকুণ্ডৌ চ রক্ষিতঃ।"

ইতি সেনাদয়স্ত্রয়োদশ বৈদ্যাঃ। রত্নপ্রভা ২ পৃঃ।

৭৩ নং ফুটনোটের নীচে নিম্নলিখিত বিষয় পড়িতে হইবে।

"সগোত্র ও সমানপ্রবর ইত্যাদিতে বিবাহ যে নিষিদ্ধ, তাহা রত্নপ্রভানাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকার ১।২ পৃষ্ঠায় বিশদরূপে লিখিত আছে। ইহা তাঁহাদেরও স্বীকার্য্য।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।/০	১৪	প্রভৃতিও	প্রভৃতি
ঐ	ঐ	বণবিপ্রেরা	বর্ণবিপ্রেরা
॥৶০	১২	প্রভৃতিপ্রমুখ	প্রমুখ
৸/০	৭	অথবা	অযথা
৺	১০	তথায়	এথায়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৪	গুণ	শুন
১৪	১৮	সর্ব্বানেবাসুরান্বরান্	সর্ব্বানেবাসুরা
১৬	৬	লেখ্যবৃত্ত	লেখ্যবৃত্তি
২৫	২০	তাম্রপাত্র	তাম্রপত্রে
২৮	৫	মণ্ডন	খণ্ডন
৩৩	১৩	রহিতে	রহিতা
৩৪	২২	কুর্ব্বন্তু	কুর্চ্ছ ন্তু
৩৭	৯	অবতংশ	অবতংস
৪১	১৪	আর দুই গোত্র সেনে কাশ্যপ আলম্যান।	আর তিন গোত্র মৌদ্গল্য কাশ্যপ আলম্যান।
৪৮	৭	মাহাত্ম্য	মহাত্মা
৪৮	১২	ভূমণ্ডলে	ভূমণ্ডল
৬৩	১১	রচিত	চরিত
৬৪	৬	কৌলীণ্য	কৌলীন্য
৬৬	১০	এই হেতু	ঐ হেতু
৬৮	২	বৈশ্য-গর্ভে	বৈশ্যাগর্ভে
৬৯	১০	ঘটা’চ্ছে	ঘটা’ছে
৬৯	১১	বৈদ্যগণ	--বৈদ্যগণ

মুখবন্ধ।

বর্ত্তমানে এতদ্দেশে কিছুকাল ধরিয়া জাতিতত্ত্ব বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। শাস্ত্রীয় বচন ও ব্যবহারাদি প্রমাণে প্রকৃত জাতিনির্ণয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জাতীয় উন্নতি ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া অযথা অশাস্ত্রীয় ও মনঃকল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করা উচিত নহে। আবার এরূপও দেখা যায়, কোন কোন জাতি অন্য প্রধান জাতির নিন্দাবাদ করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত করিতেছেন। কায়স্থজাতির প্রতিকূলে এরূপ অযথা নিন্দাবাদপূর্ণ অনেক পুস্তক পুস্তিকা রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ সহস্র শাস্ত্রীয় বচন পদদলিত করিয়া ব্যক্তিবিশেষের ভ্রম বা মতকে অভ্রান্ত অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। "নানা মুনির নানা মত" ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। যাহা এক গ্রন্থে একরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্য গ্রন্থে ভিন্নভাবে লিখিত হইবার দৃষ্টান্ত হিন্দুশাস্ত্রে বিরল নহে। সুতরাং এই মতদ্বৈধ নিরাকরণ করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করা সুধীগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেস্থলে যে বিষয়ের অধিক সংখ্যক শাস্ত্রের কোন বিষয়ে একবাক্যতা দৃষ্ট হয়, তৎস্থলে দুই একখানি গ্রন্থে তৎবিরোধীয় প্রমাণ থাকিলেও তাহা উপেক্ষণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। আবার শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইলে, শ্রুতির বাক্যই প্রামাণ্য বলিয়া আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থজাতি সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদ আপস্তম্ব শাখার প্রমাণ কোন মতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু-

সংহিতা ও প্রায় সকল পুরাণে উক্ত বেদ প্রমাণের অনুরূপ বচন সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। বিপক্ষবাদীরা দুই একখানি সংহিতা ও পুরাণের নাম দিয়া কায়স্থজাতির প্রতিকূলে যে কয়েকটী বচন দেখাইতেছেন, ঐ বচনগুলিও নানা ভাবে নানা পুস্তকে উদ্ধৃত দেখিতেছি। তাহাদের এতই পাঠান্তর দৃষ্ট হয় যে, তাহাদিগকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার না করিলেও কেবল তদুপরি নির্ভর করিয়া বেদ ও অন্যান্য স্মৃতি-বচনসমূহ কোন মতেই নিরাকৃত করিতে পারা যায় না। শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে,—কার্য্যগুণে ব্রাহ্মণও শূদ্র হন, আবার শূদ্রও ব্রাহ্মণ হন। ক্ষত্রিয় হইতেও ব্রাহ্মণের প্রমাণ দুর্ঘট নহে। এতদ্ভিন্ন ঘটককারিকায় নাপিত হইতেও ব্রাহ্মণ হওয়া এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধেও অনেক মতামত দৃষ্ট হয়। এ সব বচনের উপর আস্থা রাখিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে নিরস্ত করিতে যাইবেন, তাহাতে মহামান্য ব্রাহ্মণসমাজের লোমস্পর্শও হইবে না। তাঁহাদের গৌরব অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আবার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ-গণের আচারের তুল্যতা দৃষ্ট হয় না।

মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অদ্যাপি অসবর্ণ-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা বলিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের উপর স্থল-বিশেষের নজীর খাটাইতে পারা যায় না। সেইরূপ কায়স্থজাতির বিপক্ষে যে যে প্রমাণ বিরুদ্ধবাদীরা দেখাইতেছেন, তাহা কোন্ স্থানের কায়স্থ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে, ভাবিয়া দেখা উচিত। বেহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের কায়স্থগণ ও অন্যান্য কায়স্থগণ এক নহেন। শাস্ত্রে কোন্ স্থলের কায়স্থকে লক্ষ্য করিয়া ওরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত লিখিত হইয়াছে, তাহা আচার ব্যবহার দৃষ্টে নির্ণয় করিতে হইবে। এইক্ষণ বিরুদ্ধ-বাদীরা ঔশনস ও ব্যাসসংহিতার যে দুটী বচন লইয়া আস্ফালন

করিতেছেন, তাহাদের সারবত্তা কতদূর দেখা যাউক। উশনঃ-সংহিতাতে "শূদ্রায়াং বিপ্রতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের একেবারে উল্লেখ নাই। আমরা কএকখানি উশনঃ-সংহিতা দেখিয়াছি, কিন্তু কোনখানিতে ঐ বচনটী পাইলাম না। ইহা বিরুদ্ধবাদীদের স্বকপোলকল্পিত জল্পনামাত্র। তর্কানুরোধে ঐরূপ শ্লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ঐ বচনটীর অসারত্ব ও অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিব। ইহা বিপক্ষপক্ষেরও স্বীকার্য্য কথা যে, "ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কায়স্থনামে অভিহিত যে সকল সম্প্রদায় আছেন, ঐ সকল সম্প্রদায় এক নহেন।" এ অঞ্চলের কায়স্থেরা বিহারের কায়স্থ নহেন। তাঁহাদের রীতিনীতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে। আমাদের কায়স্থসমাজ ব্রাহ্মণের সহকারী লিপিব্যবসায়ী ধনে মানে জ্ঞানে সব বিষয়েই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।" (১) উশনা ও শুক্রাচার্য্য একই ব্যক্তি। এইক্ষণ দেখা যাউক, কায়স্থজাতি সম্বন্ধে ইহার Self contradiction আত্মমতের বিরোধীয় কথা আছে কি না। তর্কের স্থলে নাপিত, কুম্ভকার ও কায়স্থ এই তিন জাতির একই স্থলে উৎপত্তি হইয়াছে মানিয়া লইলেও এই শ্রেণীর কায়স্থকে সঙ্করকায়স্থ বলা যাইতে পারে। এই সংহিতাকার সঙ্করজাতিত্রয়ের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবার কালে এই সঙ্কর কায়স্থগণের কোন প্রকার ব্যবসায়ের উল্লেখ করেন নাই। ইহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু সেই শুক্রাচার্য্যই স্বপ্রণীত নীতিশাস্ত্রে কায়স্থকে রাজদরবারের লেখকবৃত্তির অধিকারী করিয়া আত্মমত-বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। কাজেই নীতি

---

(১) ১৯০২ ইংরাজীর ৭ই ফেব্রুয়ারির "হিতবাদী" পত্রিকা দেখুন।

শাস্ত্রে যে কায়স্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সংহিতোক্ত কায়স্থ হইতে পৃথক্। নীতিশাস্ত্রের উল্লিখিত কায়স্থ যে শূদ্র কিম্বা পরিচর্য্যাকারী নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইক্ষণ ব্যাসসংহিতার মত কি দেখা যাউক। প্রকৃতপাঠ-"বিরাটকায়স্থ" অস্বীকার করিয়া তর্কানুরোধে বিপক্ষবাদিগণের উদ্ধৃত "কিরাত কায়স্থ" পাঠ গ্রহণ করিলেও দেখা যায়, ইহা শুক্রনীতির উল্লিখিত কায়স্থ হইতে পারে না। যাহারা গোখাদক, মুচি জাতির সমশ্রেণী অন্ত্যজ বলিয়া সম্ভাষণ ও দর্শনের অযোগ্য, তাহারা রাজদরবারে স্থান পাইবে বা তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত যজ্ঞকার্য্যের সহায়তায় কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের যজন যাজন করিবেন, এরূপ কল্পনাও কেহই করিতে পারেন না। আবার কিরাতকায়স্থ-শব্দের কিরাতদেশীয় কায়স্থ এরূপ অর্থ হয়।* কিরাতদেশীয় কায়স্থগণ কোন ব্যবসা না করিয়া "বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ" বিচরণ (লুণ্ঠনাদি) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত—এইরূপ অর্থ করিলে উশনঃসংহিতার অর্থের সহিত মিলও হয়। তবে জিজ্ঞাস্য, কিরাত-কায়স্থ জাতি বলিয়া বর্ত্তমানে কোন জাতির অস্তিত্ব আছে কিনা—না থাকিতেও পারে। কিন্তু বর্দ্ধকী,আশাপ, কুটুম্বী, প্রভৃতি কোন্ জাতি সাধারণ্যে বলিতে সক্ষম হইবে কি? কালে কোন কোন জাতি এতই রূপান্তরিত হইয়াছে যে, তাহাদের চিনিয়া লওয়া দুষ্কর; কিরাতকায়স্থ-উপাধি-চিহ্নিত কোন জাতিকে আমরা দেখিতে পাই-তেছি না বলিয়া সকল কায়স্থের স্কন্ধে এই শ্লোকটী চাপাইতে হইবে

* যথা পত্তন কায়স্থ, মাথুর ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ কায়স্থ, সারস্বত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।

না কি ? সুতরাং যে দুটী বচন লইয়া বিরুদ্ধবাদিগণ দণ্ডায়মান, তাহা এতদ্দেশীয় কায়স্থগণের বিরুদ্ধে কোনমতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। আগরতলায় ত্রিপুরা-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও ত অনেকের স্মৃতিপথ হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু কায়স্থজাতির গুরুত্ব ও পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিলেন কিরূপে ? যাহা রাজার ক্ষমতায় কুলাইল না, কায়স্থগণ অন্ত্যজ বা নীচশ্রেণী হইলে তাহা তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইল কিরূপে ?

বর্ত্তমানে কোন কোন বৈদ্যগণের মুখে কায়স্থজাতির প্রতি এক অভিনব নিন্দাবাদ বা শ্লেষবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, “আমাদের বাসার চাকর, দ্বারবান্, ভাণ্ডারী, প্রভৃতিরাও আপনাদিগকে কায়স্থ বলে, ইহারাও ঘোষ, বসু ইত্যাদি কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয় ! !” ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, অগ্রদানী, গণকবামণ, ছাতিয়াল (ছত্রওয়ালা) প্রভৃতিও শূদ্র গোলাম প্রভৃতিরও জলাস্পৃশ্য বণবিপ্রেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে তদ্দ্বারা সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের হীনত্ব বা লঘুতা সূচিত হইতে পারে কি ? বৈদ্যজাতির অনেক গোত্র উপাধিধারী অনেকেই কায়স্থ-ব্রাহ্মণের অদ্যাপি গোলাম আছে এবং তাহারা অর্থশালী হইলে প্রকৃত বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা না করে এমনও নহে, তাই বলিয়া বৈদ্যসমাজের যে সম্মান প্রতিপত্তি আছে, তাহা নষ্ট হইবে কি ? দেশ কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে বা অর্থাদি প্রদানে তৎগোত্রীয় কোন বৈদ্যকে বশীভূত করিতে পারিলে, ইহাদের এক-বারে বৈদ্য কুলীন হইয়া যাইবার দৃষ্টান্তও ত এদেশে বিরল নহে। এরূপ কত বৈদ্য হইয়াছে ও হইতেছে। এ সম্বন্ধে কেহ জানিতে চাহিলে আমরা চক্ষুর উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারিব।

কিন্তু এস্থলে তাহা উল্লেখ করিয়া কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে। এ সম্বন্ধে "ভারতী" পত্রিকায় ১৩০৯ বাঙ্গালার শ্রাবণ মাসের "বেজ ও বৈদ্য" নামক প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে।

মহামহোপাধ্যায়গণ ও অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত শাস্ত্রাদি দৃষ্টে মীমাংসা করতঃ এতদ্দেশীয় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।* বঙ্গদেশের প্রায় সকল জিলাতেই এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন—ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষপাতিত্ব নহে অথবা আপনারা শূদ্রযাজিত্বের অপবাদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় ও ক্ষত্রিয়যাজকের গৌরবাকাঙ্ক্ষী হইয়া করেন নাই। ব্রাহ্মণের গৌরব কোন হিন্দুজাতি কখনও পাইতে পারিবেন না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণের পক্ষপাতিতায় কোন লাভ আছে কি? বৈদ্য ও কায়স্থের জাতীয় উন্নতিতে ব্রাহ্মণসমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু বৈদ্যজাতিগণ কায়স্থের উপর অনেকদিন ধরিয়া খড়্গাহস্ত হইয়া রহিয়াছেন। বৈদ্যগণ যে সকল চাতুরী প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কায়স্থগণ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিয়াও এতদিন নীরবে সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সত্যের জয় হইবেই হইবে। কটূক্তির প্রতিবাদ করিবার দরকার কি? কিন্তু সময়ের গতি যেরূপ তাহাতে প্রতিবাদ না করিলে সাধারণের মনে "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" বলিয়া কায়স্থগণের বিপক্ষে

* চট্টগ্রামবাসী প্রায় সমস্ত পণ্ডিতগণ বঙ্গবাসী কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়শাখার অন্তর্গত বলিয়া যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের শেষাংশে সন্নিবেশিত হইল।

যে সকল কথা যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার আশঙ্কায় আমি নিম্নে কয়েক খানি পুস্তকের সঙ্ক্ষেপ-আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, ইঁহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ঐ সকল গ্রন্থপ্রচার করিয়াছেন কি না।

"কেনচিৎ কবিরঞ্জনেন কৃত জাতিমিত্র" প্রথমতঃ উল্লেখ করিলাম। এই অপ্রকাশিতনামা কবিরঞ্জন ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য, কি কায়স্থ বুঝিতে পারিলাম না। তবে ইনি কায়স্থের প্রতিপত্তি পর্য্যদস্ত করিবার জন্যই যেন লেখনী ধারণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ "বৈদ্যকুলতত্ত্ব"। ইহা বাবু বিনোদলাল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার বৈদ্যকুলতত্ত্ব লিখিতে যাইয়া অনাহূত কায়স্থজাতির উপর অযথা নিন্দাবাদ করিয়া পুস্তিকাখানি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়াছেন। তাঁহার ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? সেন গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন (৪৩ পৃঃ) "কেহই আর সংসারে ছোট থাকিতে চাহেন না। স্বীয় বলে 'বর্ম্মন্' আখ্যা ধারণ করিতেছেন ও আপনাদের পুরোহিতগণকে চিরপ্রচলিত মন্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নূতন মন্ত্র, দাসপরিবর্ত্তে 'বর্ম্মন্' বলিয়া মন্ত্র পাঠ করাইতে আদেশ করাইতেছেন, যুগীরা পৈতা পরিতেছে" ইত্যাদি। লেখার ভাবে বোধ হয়, কাহারও বুঝিবার বাকী রহিল না যে "ঠাকুর ঘরে কে?—আমি কলা খাই না।" ইহা গ্রন্থকারের অন্তরাত্মার কথা পরের ঘাড়ে চাপাইয়া বলা হইয়াছে। আমরা এ দেশের কায়স্থের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না, বরং বৈদ্যেরাই কখন বৈশ্য-রীতি, কখন ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। "দাস দাস" শব্দের পরিবর্ত্তে "দাসগুপ্ত" "সেন দাস" স্থলে "সেনগুপ্ত" ও "দাসী" স্থলে "দেবী" ইত্যাদি পাঠ করিবার জন্য পুরোহিতকে আদেশ করিতে-

ছেন। নিজের সাত পুরুষ উপবীত ধারণ না করিয়া পুত্রদিগকে উপবীত দিতেছেন। সেন গুপ্তমহাশয়কে পৈতার ভারে ভারাক্রান্ত হইতে দেখিয়া বিপরীত সিদ্ধান্ত মনে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য কখনও করে নাই, তাহাকে নূতন কাজ দিলে যেন তাহার ভারের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ বৈদ্যগণ যজ্ঞসূত্রের ভারে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদ্যকুলতত্ত্বে বৈদ্য, ব্রাহ্মণগণের সমশ্রেণিকতা দেখাইবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ আর যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে চাহেন না, অনেকদিন হইতে গুরুভার বহন করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। স্কন্ধের ভার নামাইতে অনেকের ইচ্ছা।" এই সমশ্রেণিকতা "শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ" পাণিনির একই সূত্রে গ্রথিতবৎ প্রতীয়মান হয় কি না, সুধীগণের বিবেচ্য। বৈদ্যগণের পৈতা-ধারণের কাল কতদিন? যে আদিশূর ও বল্লাল-সেনকে লইয়া এত টানাটানি, তাঁহাদের বয়ঃক্রমই বা কত? এখনও সকল বৈদ্যগণের উপবীত নাই। একমাস অশৌচ অনেকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু উপবীতরহিত ও পনরদিন বা একমাসাশৌচবিশিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে কি না, কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়া কোন ব্রাহ্মণকে পৈতার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কাতর হইতে শুনি নাই; তবে অনভ্যস্ত বিষয়ে অন্য জাতির উদ্বেগ হইবার কথা অবিশ্বাস্য নহে। এরূপ বাহাদুরীর নাম বোকামী ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? গ্রন্থকার পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় আপনার লেখার অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াও প্রকারান্তরে আত্মমত সমর্থন করিতেছেন, "মহারাজ আদিশূর, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন বৈদ্যজাতির গৌরব-রত্ন অযথারূপে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিলে আন্তরিক কষ্ট হয়। তজ্জন্য ইহাদের বিষয়ে কয়েকটী প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইতে হইলেও

বোধ হয় কেহ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না।" তাঁহার এই দোহাই শুনিবে কে? তিনি যে ইহা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক কায়স্থ-জাতিকে নিন্দা করিবার জন্য লিখিয়াছেন, তাহা কাহারও বুঝিবার বাকী নাই। কায়স্থের সম্পর্কে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ত দেখিলাম না, প্রয়োগের মধ্যে কেবল গালাগালিমাত্রই দেখা গেল। গ্রন্থকার সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহার বিদ্যা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋজুপাঠ ও উপক্রমণিকার অনেক উপরে। সুতরাং ভাষা ও ব্যাকরণে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। পাঠকগণ আমরা তাঁহার বিদ্যার একটু পরিচয় দিতেছি—(৪৫ পৃঃ) "আদিশূরের যোগার্থ দেখিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদ্যদিগের মধ্যে ইনি আদি রাজা বলিয়া আদিশূর নাম হইয়াছে। ফলতঃ সত্য বিষয়ের যুক্তি প্রমাণের অভাব হয় না।" আমরাও বলি সত্যবিষয়ের যুক্তিপ্রমাণের অভাব হয় না। কিন্তু এমন অদ্ভুত যুক্তি আমরা আর কখনও শুনি নাই। বৈয়াকরণিকমাত্রই আদিশূর শব্দের যোগার্থ ধরিয়া এরূপ অর্থ করিবেন যে, শূরের মধ্যে যিনি আদি তিনিই আদিশূর, বৈদ্যের আদি রাজা কোথায় পাইলেন? বাহাবা ব্যাকরণ-জ্ঞান! দিন কতক পরে আদি কবি শব্দের যোগার্থ ধরিয়া কোন কোন অগাধ সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ উক্ত নজির খাটাইয়া অনায়াসে বাল্মীকিকে বৈদ্যগণের মধ্যে ইনি আদি বলিয়া "আদিকবি" নাম হইয়াছে, এরূপ প্রতিপন্ন করিবেন, বিচিত্র কি? সুতরাং কবির মধ্যে আদি বলিয়া আদি কবি শব্দের যোগার্থ বুঝাইতে আদিশূর শব্দের ন্যায় অত গণ্ডগোলে যাইতে হইবে না। আবার গ্রন্থখানি সুকুমার-মতি বৈদ্য-বালকগণের শিক্ষার্থ অবতারিত করিয়া তিনি নিজে যেরূপ ভ্রমে ও বিদ্বেষানলে পতিত হইয়া দলাদলির সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন,

ভারতের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকবৃন্দের মধ্যেও সেই বিষবৃক্ষের অঙ্কুর রোপণ করিয়া যাইতেছেন। "কায়স্থ-প্রদীপ" গ্রন্থখানির নামের দ্বারায় ইহা কায়স্থের গৌরবপ্রকাশক গ্রন্থ হইবে বোধ হয়; গ্রন্থকারের নাম নির্ব্বাচনের চাতুরী ও লিখার ভাব ভঙ্গিতে উহাতে প্রদীপার্থ প্রকাশিত না হইয়া প্রতীপার্থ (বিপরীতার্থ) প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত "ডাকের," ইহাতেও বৈদ্য সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া যে দুই এক কথা কায়স্থকে বলা হয় নাই এমন নহে। এরূপ কায়স্থগণের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহাদের সমালোচনা করিবার এস্থলে অবকাশ নাই। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির বাদানুবাদ সম্পর্কে কোন কথা না বলিলেও প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "ভারতী" ১৩০৯ বাং আষাঢ় মাসের বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্তশীর্ষক প্রবন্ধখানি উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণলেখক শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বৈদ্যপুঙ্গব সম্মানিত মিশ্র ও গয়ালী ব্রাহ্মণগণকে আপনাদের মিশ্র জাতিতে টানিয়া লইয়া অবনমিত করিয়াছেন এমন নহে; প্রত্যুত বাদানুবাদে অসংশ্লিষ্ট কায়স্থ জাতির উপরও বিষম আক্রমণ করিয়া কতকগুলি হিংসাপূর্ণ ও মিথ্যা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। নব্য-স্মৃতি-প্রবর্ত্তক রঘুনন্দনের মতে কেবল দুই জাতি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ ও এতদ্ভিন্ন সকলেই শূদ্র। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যগণকে তিনি এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অদ্যাপি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আছে, তিনি উড়াইয়া দিলেও উড়িয়া যাইবে কি? চাতুর্ব্বর্ণ্য লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত। তিনি কায়স্থকে কখনও শূদ্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই। শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপহেতু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ (বেদ) অদর্শনহেতু বৃষলত্ব

অর্থাৎ শূদ্রত্ব পাইয়াছেন, এরূপ বলেন। সেই হিসাবে বর্ত্তমানে কোন জাতিকে আপন আপন শাস্ত্রানুমোদিত পথে চলিতে দেখা যায় না। কালমাহাত্ম্যে সকলকেই আচারভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তাহা বলিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, রঘুনন্দন বঙ্গের তাৎকালিক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্র। তিনি মুনিঋষি নহেন। ঋষিবাক্য ও বেদবাক্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মতকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা হইতে পারে না। বর্ত্তমানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্ক-বাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি (৺কাশীধামনিবাসী) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, রাজ-কুমার তর্করত্ন প্রভৃতিপ্রমুখ মহামহোপাধ্যায়গণ এতদ্দেশে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁরা এক একজন রঘুনন্দনের সমকক্ষ। ইহাঁদের মতও রঘুনন্দনের ন্যায় গৃহীত না হইবে কেন?

আর একটী কথা এই—অনেকেরই বিশ্বাস, বঙ্গের বৈদ্য-নাম-ধারিগণ ও কায়স্থগণ একজাতি, একই মূলবৃক্ষের দুটী শাখা। তাঁহাদের মতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রগণ বল্লালের কৌলিন্য পাইয়াছেন। যাঁহারা উক্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত-নিকৃষ্টগণ) সুবিধামতে কতক বৈদ্য-শ্রেণী ও কতক কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ব্যতীত অন্যান্য উপাধি কায়স্থ ও বৈদ্য-শ্রেণীতে পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহারা ইহা বলেন যে, বৈদ্যগণের সহিত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ এককালে না হইয়া

এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গেও আদান-প্রদান অধিক না হইয়া কায়স্থগণের সহিত আদান-প্রদানের বাহুল্য ইহার অন্যতম কারণ। ইহা সম্পূর্ণরূপে আমি অনুমোদন না করিলেও ইহাতে যে কিছুমাত্র সত্য নাই, এমনও বলা যায় না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতীয় কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি গত আদম সুমারীতে আপনাদিগের প্রাধান্যস্থাপনের চেষ্টায় স্বজাতীয় অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে মাধ্যমিক শ্রেণী (Intermediate Class) পরিকল্পিত করিয়া 'ঠগ্ বাছিতে গ্রাম উজাড়' করিতে চেষ্টা করিতেছেন; এবং সেই সঙ্গে কায়স্থজাতির উপরও কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই; ইহাতে যেমন আত্মবিদ্রোহের বীজ বপন করা হইয়াছে, তদ্রূপ কায়স্থ-বৈদ্যের মধ্যেও দলাদলির (যাহা এত কাল এতদ্দেশে ছিল না) সূত্রপাত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় জনৈক বৈদ্য চট্টগ্রামের নামতঃ ইতিবৃত্ত লিখিতে যাইয়া কার্য্যতঃ কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে তাঁহার হৃদয়ের বিদ্বেষভাব, 'পরে চাপা দিতে চেষ্টা করিলেও,' গ্রন্থমধ্যে অঙ্কিত করিয়া পুস্তকের কলেবর চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। "জাতি মিত্র" হইতে "ইতিবৃত্ত" পর্য্যন্ত গ্রন্থে জাতিবিশেষের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য অন্য জাতিকে যেরূপ নিন্দা বা অপদস্থ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা কখনও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ ঘটাইবার জন্য যাঁহারা প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা দেশের ভয়ানক শত্রু। নানা রকম নিন্দাবাদ করিতে সকলেই সক্ষম, তবে গায়ে পড়িয়া নিন্দা করা ও কাহাকে নিন্দা করিলে তাহাকে উচিত জবাব দেওয়ায় কিছু পার্থক্য আছে।

বিশেষতঃ কায়স্থজাতি শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে বলীয়ান্; তাই ইহারা কোন জাতিকে নিন্দা করিয়া বা তুলনা দিয়া বড় হইতে কোনকালে চেষ্টা করেন নাই, করিবেনও না। কায়স্থেরা চিরকালই ব্রাহ্মণের শিষ্য বা সেবক, ব্রাহ্মণেরাই ইহাঁদের গুরু পুরোহিত রহিয়াছেন; এক্ষণ বৈদ্যজাতিই তাঁহাদের কথিত মতে বৈশ্যই হউন বা ব্রাহ্মণ হউন অথবা ব্রাহ্মণ হইতে উচ্চে উঠুন, তাহাতে কায়স্থদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে এই পুস্তকে অথবা নিন্দাবাদকারিগণের উত্তরোত্তর আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের শিক্ষার স্বরূপ অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও বাধ্য হইয়া দেশীয় রীতি নীতি ও ব্যবহার-দৃষ্টে ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অন্যান্য বহুবিধ গ্রন্থের মতানুসরণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তরের আভাস দিয়াছি মাত্র। কোন জাতি-বিশেষের মনে কষ্ট দেওয়া বা হেয়ত্ব প্রতিপাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে।

উপসংহারে জানাইতেছি যে বেদ, মহাভারত, মন্বাদি বিংশতি সংহিতা, স্কন্দ, পদ্ম, ভবিষ্য, গরুড় প্রভৃতি পুরাণ, বিজ্ঞানাদি তন্ত্র, রাজতরঙ্গিণী, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি সংস্কৃত ইতিহাস, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটক, নৈষধচরিত প্রভৃতি মহাকাব্য, আইন আকবরি, টেলার সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত, মিশ্রকারিকা প্রভৃতি কুলগ্রন্থ, অমরকোষ, বিশ্বকোষ (শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত), বাচস্পত্য, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি অভিধান, ভরতমল্লিকপ্রণীত চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা বহুবিধ কুলগ্রন্থ ও কায়স্থবৈদ্যজাতি সম্বন্ধে পুস্তক, সাময়িক পত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত বৈদ্যরহস্য ইত্যাদি গ্রন্থ অতীব যত্নসহকারে ও বহু পরিশ্রমে পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণ যৎকিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিলেও শ্রম সফল মনে করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

চক্রশালা, চট্টগ্রাম
২রা শ্রাবণ—১৯০৯ বাং

গ্রন্থকার।

কায়স্থতত্ত্ব-তরঙ্গিণী ।

গণেশ-বন্দনা ।

নমঃ খর্ব্ব-স্থূলতনু   বরণ তরুণভানু
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর ।
প্রস্যন্দন-মদ-গন্ধ   লোলুপ-মধুপবৃন্দ
গণ্ডস্থলে ঘুরে নিরন্তর ॥
দন্তাঘাত-বিদারিত   অরি-রুধির-রঞ্জিত
সিন্দুর জিনিয়া শোভাকর ।
বন্দে শৈল-সুতা-সুত   গণপতি গুণযুত
সিদ্ধিদাতা ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
হেরম্ব-চরণ-দ্বন্দ্বে   রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে
পূর্ণচন্দ্র করে আকিঞ্চন ।
নানাবিধ শাস্ত্র দেখি   তত্ত্ব-তরঙ্গিণী লিখি
ভাষাতে করিয়া বিরচন ॥

বাণী-বন্দনা ।

নমি আমি পদাম্বুজে দেবি সরস্বতি ।
না জানি লিখিতে মাগো নাহি জানি স্তুতি ॥
তরঙ্গিণী মাঝে পড়ি আছি দুরাশায় ।
তুমি বিনা বীণাপাণি না দেখি সহায় ॥

দেব-বিপ্র-পদে নমি করি যোড়পাণি।
ইচ্ছা মম লিখিবারে তত্ত্ব-তরঙ্গিণী ॥

প্রথম লহরী।

——(০)—*—(০)——

হিন্দু ভিন্ন হিন্দুতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।
লিখা আছে বেদ-তন্ত্রে আগম-পুরাণে ॥
ভিন্ন জাতি কি করিবে জাতির বিচার।
হিন্দুধর্ম্মে বিজাতির নাহি অধিকার ॥
শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণেরা যে কথা বলিবে।
সেই সে প্রকৃত কথা সকলে মানিবে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি।
মূল জাতি হয় দেখ শাস্ত্রাদি বিচারি ॥
ব্রাহ্মণের মধ্যে যথা নানা সম্প্রদায়।
ক্ষত্র-বৈশ্য মাঝে সেই মত দেখা যায় ॥
অসিজীবী মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের ভেদ।
কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি লিখিয়াছে বেদ ॥
বাহু হ'তে ক্ষত্রিয়ের হ'য়েছে জনম।
ক'রেছে কায়স্থরূপে লেখনীচালন ॥

চিত্রগুপ্ত স্বর্গে আছে বিচিত্র ভূমিতে।
চৈত্ররথ জনমিল বিচিত্র হইতে॥
কুলের দীপক জ্ঞানী মহাতেজোময়।
গৌতমের শিষ্য হ'য়ে চিত্রকূটে রয়॥
তাহাতে কায়স্থবংশ বাড়িল ক্রমেতে।
বিস্তৃত হইল পরে বিশাল ভারতে॥ (১)
এইরূপে আদি গ্রন্থ বেদেতে নির্ণয়।
কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি নাহিক সংশয়॥
পুরাণে কায়স্থ-কথা কিবা দেখা যায়।
সংক্ষেপ করিয়া আমি লিখিব তথায়॥
গঙ্গার তনয় ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
মহাজ্ঞানী মহাবীর জানে সর্ব্বজন॥ (২)

(১) বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে।
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ।
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞশ্চিত্রকূটাচলাধিপঃ।
যজুর্ব্বেদ—আপস্তম্বশাখা।

(২) ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবং।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাম্বরঃ।
ইত্যাদি বাচস্পত্য-শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভবিষ্যপুরাণবচনং দ্রষ্টব্যং।

কায়স্থের বিবরণ শুনিবার তরে।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করে পুলস্ত্য মুনিরে ॥
শুনিতে বাসনা প্রভু হ'য়েছে আমার।
কিরূপে কায়স্থজাতি জগতে প্রচার ॥
শুনিয়া ভীষ্মের বাণী পুলস্ত্য তখন।
কহিতে লাগিলা তাঁরে সব বিবরণ ॥
প্রথমে করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
অনাদির তপস্যায় পুন দিলা মন ॥
এগার হাজার বর্ষ রহে তপস্যায়।
জন্মিল পুরুষ এক হ'তে তাঁর কায় ॥ (৩

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোহভূৎ কমলাসনে।
তচ্ছরীরান্মাহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনাচ্ছেদনী হস্তে৷ মসীভাজনসংযুতঃ ॥

পুরুষ উবাচ।

উৎপন্নো বিধিনা নাথ তচ্ছরীরান্নসংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত বক্তুমর্হস্যতঃ পরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎ কার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয় ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।

শ্যামল বরণ পদ্মপলাশলোচন ।
কম্বু জিনি মনোহর গ্রীবা সুগঠন ॥
গূঢ়শিরা মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র জিনি ।
মসীপাত্র হাতে আর লেখনী ছেদনী ॥
ধ্যানভঙ্গে প্রজাপতি চক্ষু মেলি চায় ।
কায়জ পুরুষ তাঁরে বিনয়ে সুধায় ॥
তব কায়া হ'তে মম হ'য়েছে জনম ।
কিবা নাম হবে বল কিবা কার্য্য মম ॥
শুনি সুমধুর বাণী তাঁর মুখ হ'তে ।
মিষ্টভাষে ব্রহ্মা তাঁরে লাগিলা কহিতে
হ'য়েছে উৎপত্তি তব মম কায় হ'তে ।
এ হেতু কায়স্থ নাম ঘোষিবে জগতে ॥
চিত্রগুপ্ত নাম আমি দিলাম তোমারে ।
ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের তরে ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা ।
স্থিতিভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্ ।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি ।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমাহিতঃ ।
তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়তঃ ।
ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণে দ্রষ্টব্যং ।

ধর্ম্মের সভায় নিরূপিত হ'ল স্থান।
তথায় করহ তুমি বিচার বিধান ॥
প্রজা সব সৃষ্টি কর তুমি পৃথিবীতে।
ক্ষত্রধর্ম্ম ক্ষত্রকর্ম্ম তোমার বংশেতে ॥
ক্ষত্রিয়ের মত হবে তব ব্যবহার।
ক্ষত্র বলি তব বংশ ঘোষিবে সংসার ॥
এ বলিয়া পদ্মযোনি অন্তর্ধান হ'ন।
পৃথিবীতে কায়স্থের হইল সৃজন ॥
চিত্রগুপ্তসুত অষ্ট নানা গুণধাম।
একে একে করি আমি সবাকার নাম ॥
ভট্টনাগর অহিষ্ঠান সেনক অম্বষ্ঠ।
বাস্তব্য মাথুর গৌড় শকসেন অষ্ট ॥
সকল সন্তানে তিনি উপদেশ দিয়া।
ধর্ম্মরাজ-সভামাঝে গেলেন চলিয়া ॥
এরূপে কায়স্থজাতি হইল ধরায়।
ক্ষত্র বলি পরিচয় দিলেন ব্রহ্মায় ॥
ছিলেন সৌদাস রাজা ধরণীমণ্ডলে।
বড় দুরাচারী বলি সর্ব্বলোকে বলে ॥
কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে।
চিত্রগুপ্ত পূজা করে সকল লোকেতে ॥
পূজিয়া সৌদাস রাজা সেই দিনে তাঁয়।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হ'য়ে দিব্যধামে যায় ॥

এই সব শুনি ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকেতে চিত্রগুপ্ত করেন পূজন॥ (৪)
ভবিষ্যপুরাণে আছে এইরূপ মত।
অন্যরূপ গুণ পদ্মপুরাণসম্মত॥
চিত্রগুপ্ত মসীপাত্র লেখনী সংহতি।
ধর্ম্মরাজ সভামাঝে করেন বসতি॥ (৫)
প্রাণীদের সদসৎ করিতে লিখন।
যজ্ঞভাগ ব্রহ্মা তারে করান অর্পণ॥
সেই হেতু বেদাচাররত যত দ্বিজে।
মর্ত্ত্যলোকে ভক্তি করি চিত্রগুপ্তে পূজে॥
অনেক গোত্রেতে ভাগ তাঁর বংশ হয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচারে রত সদা রয়॥

---

(৪) মসীভাজনসংযুক্তঃ সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোস্তু তে।
বাচস্পত্যশব্দকল্পদ্রুমোক্তভবিষ্যপুরাণং দ্রষ্টব্যং

(৫) দিব্যরূপঃ পুমান বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীং।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়ো জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ।
পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ড।

পাতালখণ্ডেতে আর গরুড়পুরাণে।
এইরূপ লিখা আছে জানে সুধীগণে॥
চিত্রগুপ্ত লিখে জীবললাটে লিখন।
মনুষ্যের পাপ-পুণ্য করেন দর্শন॥ (৬)
চিত্রগুপ্ত-পুরীখানি যোজন বিংশতি।
অনেক কায়স্থ তথা করেন বসতি॥ (৭)
যেরূপে কায়স্থ জাতি জগতে বিস্তৃত।
পদ্মপুরাণেতে তাহা আছে এই মত॥
আদি বিষ্ণু হ'তে ব্রহ্মা লভিয়া জনম।
এ বিশাল ধরারাজ্য করিলা সৃজন॥
চিত্র ও বিচিত্র দুই হ'ল তাঁহা হ'তে।
ধর্ম্মরাজ মন্ত্রী হ'য়ে রহিল স্বর্গেতে॥ (৮)

(৬) চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপির্দৃঢ়া।
তয়া লিপ্যাতু নিয়তং নরকং কথমন্যথা॥
পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড।

(৭) চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাস্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ।
গরুড় পুরাণ—উত্তরখণ্ড।

(৮) চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা।
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।

শান্তিসংস্থাপক দোঁহে সত্যপরায়ণ।
কায়বর্ত্তী ষড়্ রিপু করিয়া দমন॥
কায়স্থ উদ্ভব করে একুশ প্রকার।
পরেতে লিখিব আমি নাম তা সবার॥
একদা কহিলা দোঁহে ব্রহ্মার সদনে।
কহ দেব মোদেরে সৃজিলা কি কারণে॥
কিবা কার্য্য আমাদের হব কোন জাতি।
কি বলিয়া পৃথিবীতে হইবেক খ্যাতি॥
শুনিয়া তখন ব্রহ্মা করেন বিধান।
অসিজীবী মসিজীবী উভয়ে সমান॥
তোমরা দ্বিজাতি মধ্যে হবে পরিণত।
ক্ষত্রিয় বলিয়া দোঁহে হবে অভিহিত॥

যথার্থবাদিনো স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ।
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ। ইত্যাদি
পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডে দ্রষ্টব্যং।

কায়স্থমধিকৃত্য পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডে
ব্রহ্মোবাচ।

অনেকব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়া সন্তি তত্র বৈ।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ। ইত্যাদি।

ক্ষত্রিয়ের যেই মতে আছয়ে আচার।
তোমাদের সেই মত হবে ব্যবহার॥
সূর্য্যদেব আরাধনা করে দুইজন।
সন্তুষ্ট হইয়া তিনি দেন দরশন॥
তাঁর বরে চিত্র এক লভিল কুমার।
সূর্য্যধ্বজ চিহ্ন হ'ল শরীরে তাহার॥
সূর্য্যধ্বজ নাম তার হ'ল সে কারণে।
তাঁহার নামেতে বংশ বিখ্যাত ভুবনে॥ (৯)
কুলের দেবতা সূর্য্য পূজ্য অতিশয়।
ধর্ম্মকর্ম্মে এই বংশে সদা মতি রয়॥
চন্দ্রহাস কায়স্থের শুন ইতিহাস।
পুরা কালে ছিল রাজা নামে চন্দ্রহাস॥ (১০)
কুলের দেবতা চন্দ্রে পূজিলা বিস্তর।
সন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্র তাকে দিলা বর॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বতের অধীশ্বর হবে।
তোমার নামেতে বংশ জগতে ঘোষিবে॥

(৯) প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্।
চিত্রদেবস্য সংকল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত। ইত্যাদিকং
পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ডে দ্রষ্টব্যং।

(১০) দ্বিতীয়স্তু সবিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ।
ইত্যাদি তত্রৈব দ্রষ্টব্যং।

এ বলিয়া চন্দ্রদেব অন্তর্ধান হ'ন।
চন্দ্রহাস কায়স্থের এরূপে সৃজন॥
সুরি চন্দ্রার্দ্ধ, চন্দ্রদেহ, রবিদাস আর।
রবি-রত্ন, রবিধীর হইল প্রচার॥
রবিপূজক, গম্ভীর, প্রভু যে দশম।
বল্লব উদার হাস হইল জনম॥
মধুমান ভট্ট সুভট্ট আনন্দ শ্রীগৌর।
রাজধানা, সম্ভ্রম জন্ময় অতঃপর॥
বিশ্বাস পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ এই কয় জন।
প্রত্যেকেই বিংশ বংশ করিল সৃজন॥
কায়স্থে ক্ষত্রিয়ে ভেদ নহে কদাচন।
বিস্তারিত শুন সবে তার বিবরণ॥
কমলাকর-ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্ট নাম।
লিখে গিয়েছেন তিনি দেখিয়া পুরাণ॥
ব্রহ্মকায় হ'তে জন্ম করাতে গ্রহণ।
কায়স্থ বলিয়া তাই ঘোষে ত্রিভুবন॥ (১১)
বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর আদি স্মৃতি।
পুরাণাদি বাখানিছে কায়স্থের জাতি॥ (১২)

---

(১১) ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥"
গাগাভট্টকৃত-কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপে।

(১২) "অথ লেখ্যংত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।

স্কন্ধপুরাণের মধ্যে প্রভাসখণ্ডেতে।
কায়স্থ-উৎপত্তিকথা লিখিছে বিস্তৃতে॥

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ-
করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।"
বিষ্ণুসংহিতা ৭ম অঃ ২ শ্লোক।

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্ স সম্পূর্ণান্ সমশ্রেণীগতান্ সমান্:
অন্তরান্ বৈ লিখেদ্‌যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ।
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।" মৎস্যপুরাণ।
"পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।"
যাজ্ঞবল্ক্য।

"কায়স্থৈ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।"
শূলপাণিকৃত দীপকলিকা টীকা।

অর্থাৎ কায়স্থ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী।
"কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ।
বিশেষতো রক্ষেৎ তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়া-
বিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাচ্চ।" মিতাক্ষরায়াং।
"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ।"
বৃহৎ পরাশর।

রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণীভবন্তি।"
মনু ৮ অঃ ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি।

পুরাকালে মিত্র নামে ছিল এক জন।
চিত্র নামে জনমিল তাহার নন্দন ॥
জন্মিলা দুহিতা এক চিত্রা নাম তার।
দুই শিশু রাখি মিত্র ত্যজিলা সংসার ॥ (১৩)
তার নারী প্রবেশিল জ্বলন্ত চিতায়।
প্রবেশিলা দুই শিশু বনে অসহায় ॥
মুনিগণ তাহাদের পালন করিল।
প্রভাসে যাইয়া চিত্র তপ আরম্ভিল ॥
মহাদেব সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া।
পূজন করেন সদা গন্ধপুষ্প দিয়া ॥
সদয় হইয়া ভানু উপনীত হ'ন।
ইচ্ছামত বর চিত্র মাগিলা তখন ॥

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥"

গরুড়পুরাণে

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতিঃ,
তৎসাহচর্য্যাৎ লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।"

বীর-মিত্রোদয় ব্যবহারাধ্যায়

(১৩) মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ ধরাতলে।
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যপ্রিয়হিতে রতঃ।

ইত্যাদি স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে

মহাজ্ঞানী সুলেখক হইবার তরে।
এই বর চাহিলেন তপন গোচরে॥
তথাস্তু বলিয়া সূর্য্য হ'ন অন্তর্দ্ধান।
ধর্ম্মরাজ এই সব জানিবারে পান॥
অসীম ক্ষমতাপন্ন বুঝিয়া উহারে।
লবণসমুদ্র হ'তে নিল নিজ পুরে॥
চিত্রগুপ্ত নাম দিয়া রাখে সেই স্থান।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের করিতে বিধান॥
স্কন্দপুরাণের মধ্যে আছে অন্য স্থানে।
রেণুকামাহাত্ম্যে দেখ কায়স্থ বাখানে॥ (১৪)
ছিলেন পরশুরাম জমদগ্নিসুত।
মহা পরাক্রান্ত বীর অতি ক্রোধযুত॥
রাগ-বশে করিলেন এই দৃঢ় পণ।
পৃথিবীর ক্ষত্র জাতি করিবে নিধন॥
পিতৃধার শোধ তিনি করিবার তরে।
করেন দারুণ পণ পৃথিবী মাঝারে॥

---

(১৪) "এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
অন্বধাবৎ স তান্ হন্তুং সর্ব্বানেবাসুরাম্বরান্।
কেচিৎ গগনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশৎ।
কেচিদ্বৈতালিকাঃ শূরাঃ রাজানস্তত্ত্বমার্দ্দিতাঃ।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যাশ্রমং গতা।"
ইত্যাদি স্কান্দে রেণুকামাহাত্ম্যে ৪৭ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

করিতে ক্ষত্রিয়গণে সবংশে সংহার।
করিলা তাদের সনে যুদ্ধ বহুবার॥
তাঁর ভয়ে ক্ষত্রগণ রহে ছদ্মবেশে।
কেহ বনে গেল কেহ পাতালপ্রবেশে॥
দোষী কি নির্দ্দোষী তার নাহিক বিচার।
ক্ষত্রিয় দেখিবা মাত্র করয়ে সংহার॥
ব্রাহ্মণের বেশে কেহ রহে ছদ্মবেশে।
কেহ বা আশ্রয় লয় মুনিগণ পাশে॥
চন্দ্রসেন নৃপতির ভার্য্যা গর্ভবতী।
দালভ্য-আশ্রমে ডরে লইলা বসতি॥
বিখ্যাত দালভ্য মুনি জানে সর্ব্বজন।
কতদিনে রাম তথা উপনীত হ'ন॥
কহিলেন দালভ্যেরে নিজ অভিপ্রায়।
কায়স্থশিশুরে তিনি মারিবারে চায়॥
মহামুনি দালভ্য যে করুণানিধান।
স্নেহবশে বালকের চাহে প্রাণদান॥
রাম বলিলেন আমি করিয়াছি পণ।
পৃথিবীর ক্ষত্রবংশ করিব নিধন॥ (১৫)

(১৫) "ততো দাল্‌ভ্যং ব্রবীদ্রামো যদর্থমিহমাগতঃ
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তৎ ত্বংযাচিতবানসি॥

প্রার্থনা করিলে তুমি কায়স্থ সন্তানে।
সে হেতু বধিতে তারে নাহি চাহি প্রাণে॥
কায়স্থ বলিয়া সেই হবে পরিণত।
না কর অন্যথা মম বাক্য কদাচিত॥
পরেতে দালভ্য মুনি বুঝিয়া কারণ।
লেখ্যবৃত্ত কায়স্থেরে করিলা অর্পণ॥
চিত্রগুপ্ত বংশমধ্যে এক কন্যা ছিল।
তাহার সহিত তাঁর বিবাহ হইল॥
ছদ্মবেশে ছিল পূর্ব্বে যত ক্ষত্রগণ।
কায়স্থের বৃত্তি সবে করিলা গ্রহণ॥
এইরূপে ক্ষত্রগণ মহাবলশালী।
বাহুবলে হীন হ'য়ে বুদ্ধিবলে বলী॥
মেদিনী শাসনকার্য্যে তবু ঠাঁই ঠাঁই।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় বহু দেখিবারে পাই॥
কেহ মসী করে করি লিপিকার্য্যে রত।
কেহ অসি করে ধরি শাসিছে জগত॥
কায়স্থ উৎপত্তি কথা অতি মনোহর।
ভক্তিযুক্ত হইয়া শুনয়ে যেই নর॥

প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভম্॥"
স্কান্দে রেণুকামাহাত্ম্যে ৪৭ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যং।

দীর্ঘায়ু লভিয়া সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত।
অন্তে বিষ্ণুলোকে বাস তপস্বী সহিত। (১৬)
প্রথম লহরী শেষ মৃদুলতরঙ্গে।
দেখহ কেমন ঢেউ উঠিতেছে রঙ্গে॥

---

(১৬) "চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাম্।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ।
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ।"

ভবিষ্যপুরাণ।

দ্বিতীয় লহরী।

স্কন্দপুরাণের মাঝে সহ্যাদ্রিখণ্ডেতে।
সূর্য্যবংশ-প্রভু কায়স্থপত্তন নামেতে ॥ (১৭)
যেরূপ উৎপত্তি তার আছে বিবরণ।
সংক্ষেপ করিয়া কহি করহ শ্রবণ ॥
কশ্যপ নামেতে ঋষি ব্রহ্মার তনয়।
তাহা হ'তে সূর্য্যদেব জনম লভয় ॥
সূর্য্যসুত বৈবস্বত মনু নাম ধরে।
দিলীপ তাহার পুত্র খ্যাত চরাচরে ॥
দিলীপের পুত্র রঘু জানে সর্ব্বজন।
অজ নামে হইলেক তাহার নন্দন ॥
জন্মিল অজের পুত্র দশরথ নাম।
দশরথ-জ্যেষ্ঠসুত রাম গুণধাম ॥

---

(১৭) অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং শ্রুতিসম্মতম্।
পাঠারীয়প্রভূনাং বৈ হ্যুৎপত্তিং কথয়ামি তে ॥
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ কাশ্যপাদিমুনীশ্বরাঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ সূর্য্যো ভাস্বান্ জগৎপ্রভুঃ।
ইত্যাদি স্কান্দে সহ্যাদ্রিখণ্ডে ২৭ অধ্যায়

রামের তনয় এক কুশ নামে খ্যাতি।
কুশের পুত্রের নাম রাখিল অতিথি॥
অতিথির পুত্র হয় নৈষধ নামেতে।
নভঃ নামে তার পুত্র খ্যাত অবনীতে॥
তার পুত্র পুণ্ডরীক গুণে অনুপম।
তাহা হ'তে ক্ষেমধন্বা লভিল জনম॥
দেবানীক নামে হয় তাহার তনয়।
বাসী নামে তার পুত্র খ্যাত অতিশয়॥
বাসীর হইল সুত দল অভিধান।
শীলনামে জনমিল তাহার সন্তান॥
লভিলা তনয় তিনি নামেতে উমাভ।
উমাভ পুত্রের নাম রাখে বজ্রনাভ॥
বজ্রনাভ পুত্র বটে নামেতে খণ্ডন।
যুষিত নামেতে হয় তাহার নন্দন॥
বিশ্বসম নামে খ্যাত তাহার কুমার।
ব্রাহ্মণ্য নামেতে হয় তনয় তাহার॥
হিরণ্যাভ নামে ছিল তাহার নন্দন।
কৌশল্য তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
তার পুত্র হইলেক সোম নাম তার।
বশিষ্ঠ নামেতে হয় তনয় তাহার॥
পুষ্য নামে এক পুত্র হ'ল তাহা হ'তে।
তার পুত্র সুদর্শন বিখ্যাত জগতে॥

সুদর্শনসুত অনিবর্ণ নামে হয়।
অশ্বপতি নামে হয় তাহার তনয় ॥
রামচন্দ্র হ'তে বিংশ পুরুষ অন্তর।
অশ্বপতি খ্যাত রাজা ভুবন ভিতর ॥
পুত্র হেতু করে নৃপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ভৃগুর প্রসাদে লভে দ্বাদশ সন্তান ॥
কায়স্থ হইল তারা মুনির প্রতাপে।
অশ্বপতি ভূপতিকে ভৃগুমুনি শাপে ॥
পত্নীসহ অশ্বপতি হরষিত মন।
তীর্থপর্য্যটনে যায় নগর পৈঠন ॥
তথায় যাইয়া রাজা পরম যতনে।
করিলা বিবিধ দান শাস্ত্রের বিধানে ॥
তাহা শুনি ভৃগুমুনি হ'য়ে কুতূহলী।
অশ্বপতি রাজার সমীপে গেলা চলি ॥
ভৃগুকে দেখিয়া রাজা না করে সম্মান।
তা দেখি কহেন মুনি ক্রোধে কম্পমান
মম উপকার তুমি গিয়েছ ভুলিয়ে।
উপহাস কর এবে মদোন্মত্ত হ'য়ে ॥
রাজ্যহীন বংশহীন হইবে নিশ্চয়।
মম শাপ কভু ইহা খণ্ডিবার নয় ॥
শুনিয়া তখন রাজা ব্যাকুলিত মনে।
লোটা'য়ে পড়িল ভৃগুমুনির চরণে ॥

রাজার বিনয়ে মুনি হইয়া সদয়।
কহিতে লাগিলা তারে প্রদানি অভয়॥
অভিশাপ দিনু আমি পৈঠনপত্তনে।
কায়স্থপত্তন প্রভু ঘোষিবে ভুবনে॥
তব বংশ রাজগণ শৌর্য্যহীন হবে।
অসি ছাড়ি মসী কাজ সতত করিবে॥
সংক্ষেপে লিখিনু ইহা আছয়ে বিস্তর। (১৮)
চন্দ্রবংশ কথা কিছু শুন অতঃপর॥
চন্দ্র হ'তে বুধজন্ম পুরাণে লিখন।
পুরূরবা নামে হয় বুধের নন্দন॥
বুধের বংশেতে জন্ম লভে কামপতি।
চন্দ্রবংশ কায়স্থেরা ইহার সন্ততি॥
পুরাণে কায়স্থ চারি মত দেখা যায়।
চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ চান্দ্রসেনী তায়॥
পত্তন-প্রভু খ্যাত হয় চন্দ্র-সূর্য্যবংশে।
এ চারি কায়স্থ কথা পুরাণে প্রশংসে॥

(১৮) শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রবংশপ্রবিস্তরম্।
যংশ্রুত্বা বংশবর্য্যং হি বিস্ময়ো জায়তে নৃণাম্।
চন্দ্রবংশে মহাবীরা হরিনন্থাদয়ো নৃপাঃ॥
কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়ধৃত সহ্যাদ্রিখণ্ডে ৩০ অধ্যায়

পুরাণের মতে মত কহে শুক্রনীতি। (১৯)
কায়স্থ ক্ষত্রিয় বটে নহে শূদ্রজাতি॥
বৃহৎ পরাশরে আর মনুর টীকায়।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি স্পষ্ট দেখা যায়॥ (২০)
বেদ হ'তে পুরাণ সংহিতা শুক্রনীতি।
দেখা গেল, তন্ত্রমতে লিখিব সম্প্রতি॥
চিত্রগুপ্ত সম্বোধিয়া বলিলা ব্রহ্মায়।
উৎপত্তি হয়েছে তব হ'তে মম কায়॥
কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ জানে সর্ব্বজন।
শূদ্রবর্ণ সেই জাতি নহে কদাচন॥ (২১)

---

(১৯) গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

শুক্রনীতি ২।৪২০।

(২০) "শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ॥

বৃহৎপরাশরে।

"রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণীভবন্তি।"
মনু ৮ম অধ্যায় ৩য় শ্লোকব্যাখ্যায়াং মেধাতিথিভাষ্যে।

(২১) নাম্নাত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূদ্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥

বিজ্ঞানতন্ত্র।

বিজ্ঞানাদি তন্ত্রশাস্ত্রে এই সব কথা।
কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি না ভাব অন্যথা॥
কায়স্থের মধ্যে দেখা যায় দুই রীতি।
কারো উপবীত নাই কেহ উপবীতী॥ (২২)
কেহ দ্বাদশাহ কেহ মাসাশৌচ ধরে।
ক্ষত্রিয়ের হেন নীতি আছে পূর্ব্বাপরে॥ (২৩)
কলনাদে ধীরভাবে বিবিধ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় লহরী ছুটে তরঙ্গে তরঙ্গে॥

(২২) "উপবীতী ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধ্যতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধ্যতে তথা।"

বৃহন্নারদীয়ে।

(২৩) কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্বর্ত্তয়ামাসুর্ম্মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥"

শান্তিপর্ব্ব—মহাভারত।

তৃতীয় লহরী ।

নাটকের মাঝে মৃচ্ছকটিক প্রধান ।
তাহাতে কায়স্থকথা আছয়ে বাখান ॥ (২৪)
উত্তর-নৈষধে সবে কর দরশন ।
কায়স্থের বিবরণ বর্ণিত কেমন ॥ (২৫)
কাশ্মীরে বিখ্যাত কবি নাম ব্যাসদাস ।
তিনিও কায়স্থকথা করেন প্রকাশ ॥ (২৬)
কাশ্মীরের খ্যাতনামা সোম দেব কবি ।
চিত্রিয়াছে কি উজ্জ্বল কায়স্থের ছবি ॥ (২৭)

(২৪) "ততঃ প্রবশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।"
মৃচ্ছকটিক—নবমাঙ্কে ।

(২৫) "দৃগ্‌গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈ´র্গুণ এতদীয়ঃ।
উর্দ্ধ´স্ত্ত পত্রস্থ মসীদ একো মসের্দ্দধচ্চোপরি পত্রমন্যঃ।"
উত্তর-নৈষধচরিত—১৪শ সর্গ ।

(২৬) "দানেন নশ্যতি বণিঙ্‌নশ্যতি সত্যেন সর্ব্বথা বেশ্যা ।
নশ্যতি বিনয়েন গুরুর্নশ্যতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ।"

(২৭) "কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ ।
লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্বিশ্বং করস্থিতম্ ।
সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহৃতেনার্থসঞ্চয়ৈঃ ।
উপাংশুকাব্যালঙ্কারা ব্যস্হজল্লেখহারকম্ ॥"কথাসরিৎসাগর

হরিদাস-বিরচিত লেখকমুক্তামণি।
তাতেও দেখিতে পাবে কায়স্থ-কাহিনী॥
হিন্দুস্থান আদি আর্য্যবাসীদের স্থান।
আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য কাশ্মীর প্রধান॥
সিংহল বৃহৎ দ্বীপ ভারত সাগরে।
র'য়েছে কায়স্থকথা খোদিত পাথরে॥
সিংহলে পুলস্তপুর সুবিখ্যাত স্থান।
তাতে পরাক্রম বাহু নৃপতি-প্রধান॥
দরবারে গৃহস্তম্ভ কর নিরীক্ষণ।
কায়স্থের কীর্ত্তিগাথা আছয়ে কীর্ত্তন॥
শিলালিপি আছে তথা সিংহলি ভাষায়।
মন্ত্রি-পদ পাইতেন কায়স্থ তথায়॥
চেদিরাজ জাজল্লদেব, রত্নপুরে ছিল।
আটশ ছয়ট্টী সনে শিলা লিখেছিল॥
তাহাতে কায়স্থ-কথা আছে উল্লিখিত।
প্রমাণ দেখিলে সবে হইবে বিদিত॥
মলহার অজগড় কাশ্মীরাদি দেশ।
গোয়ালিয়র আদি রাজ্য গণন অশেষ॥
কায়স্থ নৃপতি মন্ত্রী, কত লেখা আছে।
তাম্রপাত্র শিলাপৃষ্ঠে প্রমাণ র'য়েছে॥
নবদ্বীপ বঙ্গদেশে সম্মানে প্রধান।
তথায় কায়স্থগণ পায় ক্ষত্রস্থান॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যজ্ঞ করিবারে।
ক্ষত্রিয়ের স্থান তিনি দিলা কায়স্থেরে॥ (২৮)
কহ্লন-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী।
তাহাতে বিস্তৃত আছে কায়স্থ-কাহিনী॥
রাজত্ব মন্ত্রিত্ব আর সৈনাপত্য কাজ।
কাশ্মীরে প্রবল অতি কায়স্থসমাজ॥
প্রশস্ত রুদ্র আর কনক-অভিধান।
গাগাভট্ট তিলকসিংহ গৌরক-প্রধান॥
অনেক কায়স্থ-কথা তথা লেখা আছে।
সেনাপতি যুদ্ধ আর মন্ত্রিত্ব করিছে॥
রাজতরঙ্গিণী পাঠে এই জানা যায়।
অশ্বঘোষ রাজবংশ আছিল তথায়॥
রাজত্ব করিছে তারা সবে কাশ্মীরেতে।
ষোলজন রাজা হয় এ ঘোষবংশেতে॥
প্রথম দুর্লভবর্দ্ধন শেষ বালাদিত্য।
বহুদিন ব্যাপি তারা করিছে রাজত্ব॥
দুর্লভের প্রজ্ঞা ছিলা বিষয়বুদ্ধিতে।
প্রজ্ঞাদিত্য নাম তার হয় কাশ্মীরেতে॥

(২৮) 'অগ্নিহোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থে ক্ষত্রিয়াসনে।
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ॥'

পাঁচশ সাতাশ শকে বসে সিংহাসনে।
চন্দ্রগ্রাম দিলা তিনি ব্রাহ্মণেরে দানে॥
দুর্ল্লভ প্রতাপাদিত্য চন্দ্রপীড় আর।
ললিতাদিত্য রাজা হয় ক্ষমতা অপার॥
দুর্ল্লভ হইতে দুলভক নাম হয়।
চন্দ্রপীড় রাজা জান তাহার তনয়॥
নৃপতি ললিতাদিত্য তারাপীড় আর।
দুলভক হ'তে হয় এ তিন কুমার॥
ললিতাদিত্যের জান দুইটী নন্দন।
কুবলয়াপীড় বজ্রাদিত্য দুইজন॥
বজ্রাদিত্যের দুই পুত্র হয় কাশ্মীরেতে।
পৃথিবী সংগ্রাম জয় ত্রিভুব নামেতে॥
জয়াপীড় দুই পুত্র দেখ সর্ব্বজন।
ললিত-সংগ্রাম-পীড় সমরে ভীষণ॥
ললিত পুত্রের নাম বৃহস্পতি ছিল।
সংগ্রামপীড়ের পুত্র আনন্দ রাখিল॥
অজিত উৎপল নামে ত্রিভুব-তনয়।
দীর্ঘকাল ব্যাপী তারা রাজত্ব করয়॥
ইতিহাস শাস্ত্র আদি যেই দিকে চাই।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় রাজা দেখিবারে পাই॥
কোঙ্কণ মহারাষ্ট্রাদি দাক্ষিণাত্য দেশে।
চন্দ্র-সূর্য্য-পত্তন রাজা তথায় প্রকাশে॥

সুবিখ্যাত শিল্পি-কবি নাম বিষ্ণুদাস।
"কৌস্তুভ-চিন্তামণি" গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-পত্তন প্রভু আদি কায়স্থগণ।
দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব ক'রেছে বহুজন॥
কায়স্থের অন্য নাম "ঠাকুর-মণ্ডন"।
পুরাণেতে লেখা আছে জানে সর্ব্বজন॥
মধ্য-ভারতেতে আর রাজপুতানায়।
বিহার, মান্দ্রাজ, পুরী, দেখ বাঙ্গালায়॥
উত্তর-পশ্চিম-দেশ সিংহল প্রভৃতি।
কায়স্থ ছিলেন রাজা রহিয়াছে খ্যাতি॥
আইন-আকবরি পাঠে জানা যায় তত্ত্ব।
আদিশূর গৌড় দেশে করিত রাজত্ব॥
ভূপতি বল্লালসেন জন্ম এই কুলে।
বৈদ্য বলি কেহ কেহ বলে তাঁকে ভুলে॥
অম্বষ্ঠ-কায়স্থকুলে জন্মে আদিশূর।
ধ্রুবানন্দ মিশ্র গ্রন্থে প্রমাণ প্রচুর॥ (২৯)

(২৯) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
অগমদ্ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলান্"।
(এ সম্বন্ধে আরো অনেক প্রমাণ
"বিশ্বকোষে" কায়স্থ শব্দে দ্রষ্টব্য)

জয়ন্ত নামেতে রাজা ছিল সেইজন।
জনম কায়স্থকুলে প্রতাপে তপন॥
কাম্বোজ দারদ আদি বিজয় করিয়া।
বাহুবলে গৌড়রাজে পরাজিল গিয়া॥
বীরত্বে শূরত্বে তাঁর না ছিল অবধি।
বীরসেন-আদিশূর লইলা উপাধি॥
ভরতের কুল-পঞ্জী কর প্রণিধান।
বল্লাল কায়স্থ ছিল পাইবে প্রমাণ॥
ভরতের গ্রন্থ দেখ করিয়া বিচার।
পুরুষ সতর ষোল বৈদ্যের বিস্তার॥
বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ দোহাকার।
সপ্তবিংশ অষ্টবিংশ পুরুষবিস্তার॥
গোপালভট্টের কৃত "বল্লাল-চরিত"।
মনোযোগে প'ড়ে দেখ হইবে প্রতীত॥
বল্লাল নামেতে বৈদ্য বিক্রমপুরেতে।
কায়স্থ বল্লাল হ'তে অনেক পরেতে॥
হবে ন্যূনাধিক দুইশত বর্ষ কাল।
সেই বল্লাল হইতে প্রভেদ এ বল্লাল॥
সে বল্লাল-কৃত "দানসাগর" সহিত।
মিলাইয়া দেখ এই "বল্লাল-চরিত"॥
শশী নব দশমীতে হয় যেই শক।
রচিল বল্লাল "দানসাগর" পুস্তক॥

গোপালভট্ট রচিলেন "বল্লাল-চরিত"।
তেরশত শকে তাহা র'য়েছে বিদিত॥
বল্লাল বল্লাল দিয়ে করে টানাটানি।
এমন অদ্ভুত কথা কখন না শুনি॥
রাজতরঙ্গিণী আইন-আকবরী সহিত।
ভরতের 'কুল-পঞ্জী' 'বল্লাল-চরিত" ॥
এই সব মিলাইলে দেখিবে আমূল।
বল্লাল কায়স্থ ছিল তাহে নাহি ভুল॥
বৈদ্যগ্রন্থে এই কথা র'য়েছে প্রকাশ।
দাসবংশে আদি বীজী চায়ু পান্থদাস॥
সেনবংশ আদি বীজী সেন বিনায়ক।
কায়ু গুপ্ত বটে, গুপ্তবংশপ্রকাশক॥
এই সব আদি অন্ত করিলে বিচার।
বল্লাল কায়স্থ সেই ভুল নাহি তার॥
বল্লাল সেন দেব আর কেশব সেন আদি।
তাম্রপিঠে লিখেছেন 'দেব' এ উপাধি॥
প্রথম বিজয়সেন বল্লালসেন পরে।
লক্ষ্মণ বল্লালসুত খ্যাত চরাচরে॥
ধর্ম্মভয়ে রাজ্য ছাড়ি করে পলায়ন।
সে সুযোগে গৌড়দেশ লইল যবন॥
বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাহেব টেলার।
বল্লাল কায়স্থ বলি করেছে স্বীকার॥

প্রতাপ-আদিত্য রাজা ছিল যশোহরে।
যুঝিল যবন সহ সম্মুখসমরে॥
ভারতবর্ণনে তাহা বিখ্যাত ভারতে।
কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ ইহাতে॥ (৩০)
বঙ্গদেশে চন্দ্রদ্বীপ সুবিখ্যাত নাম।
শাসিল কায়স্থ ভূপে র'য়েছে প্রমাণ॥
বিখ্যাত কায়স্থ রাজা ছিল সীতারাম।
এখন জাগ্রত সদা আছে সেই নাম॥
দামোদর দেব ছিল চট্টলে ভূপতি।
তাম্রশাসনেতে তার লিখা আছে খ্যাতি॥
তৃতীয় লহরী পূর্ণ কল্লোল-হিল্লোলে।
তরঙ্গে তরঙ্গ মিশে দেখহ সকলে॥
এই লহরীর কথা হ'ল সমাপন।
পূর্ণচন্দ্র পূর্ণানন্দে করে বিরচন॥

---

(৩০) মহাকবি ভারতচন্দ্র-প্রণীত "অন্নদামঙ্গল" গ্রন্থের "মানসিংহ" দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ লহরী।

বল্লাল, কায়স্থ-ভাগ করে সমাহিত।
রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, আর বারেন্দ্র কথিত॥
আচার বিনয় বিদ্যা তীর্থ দরশন।
নিষ্ঠাবৃত্তি তপো দান কুলীনলক্ষণ॥
জানিবে বিনয় গুণ সবাকার মূল।
অবিনয়ী হইলে নাহিক থাকে কুল॥
যজ্ঞকার্য্যে আদিশূর করিতে বরণ।
কান্যকুব্জ হ'তে আনে ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণ॥
পঞ্চবিপ্র সহিত কায়স্থ পঞ্চজন।
দশ দ্বিজ রাজস্থানে উপনীত হ'ন॥ (৩১)
বিপ্র-ভিন্ন ক্ষত্রগণ বৃদ্ধি নাহি হয়।
ক্ষত্র-ভিন্ন ব্রাহ্মণের কোন কাজ নয়॥
তাতে বৃদ্ধি পায় ইহ পরত্রের কাজ।
বিপ্র-অনুগত চির ক্ষত্রিয়সমাজ॥

(৩১) "গৌড়েশ্বরো মহারাজা রাজস্যুয়মনুষ্ঠিতম্।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ।"
শালিবাহনধৃত বচনং।

দেখহ ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণরক্ষণ।
যাগ যজ্ঞ নিরাপদে নহে কদাচন॥ (৩২)
বঙ্গের কায়স্থ বিপ্র দেখি সেই মত।
চিরদিন কায়স্থগণ বিপ্র-অনুগত॥
কায়স্থের ক্রিয়া কার্য্য দেখহ কেমন।
শাস্ত্রমতে বিপ্রগণ করে সম্পাদন॥
গো-যানেতে বিপ্রগণ করে আগমন।
হস্তি-অশ্ব-নর-যানে আসে কায়স্থগণ॥ (৩৩)
ব্রাহ্মণের কাছে আর ভূপতির স্থান।
শূদ্র হ'লে হ'ত কোথা এরূপ সম্মান॥

(৩২) না ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্র ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রেণ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে।" মনু।
টীকা—ব্রাহ্মণরহিতে ক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধিং ন যাতি,
শান্তিকপৌষ্টিকব্যবহারেক্ষণাদিধর্ম্মবিরহাৎ
এবং ক্ষত্রিয়রহিতোঽপি ব্রাহ্মণঃ ন বিন্ততে, রক্ষাং
বিনা যজ্ঞাদিকর্ম্মানিষ্পত্তেঃ। কুল্লূকভট্টঃ।
(৩৩ "গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পণ্ডিবেশসমন্বিতাঃ।
খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুক্তা পুত্রদারাদিভিঃ সহ। ধ্রুবানন্দমিশ্র
"গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ।"
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

শূদ্রজাতি শাস্ত্রমতে নিতান্ত ঘৃণিত।
তাদের সংসর্গে বিপ্র হয় নিপতিত॥ (৩৪)

(৩৪) "ন শূদ্রায় মতিং দত্থাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।
যোহস্য ধর্ম্মংসমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি।" মনু° ৪।৮০-৮১।
"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনং।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ।
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজং।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতং। মনু°৮।২১-২২।
"তস্মাত্তানি ন শূদ্রায় স্পৃষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বং তচ্ছূদ্রসংস্পৃষ্টং ন পবিত্রং ন সংশয়ঃ।
লোকে ত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চামেধ্যানি ভারত।
শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব।"

বৃদ্ধগৌতম। ২১ অঃ ১৯।২০

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ভবেৎ।"

অত্রিসংহিতা ৩৬১ শ্লোক।

"শূদ্রান্নং সূতকস্যান্নমভোজ্যস্যান্নমেব চ।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ।
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্ম কুর্ব্বন্তু পাবনং।"

পরাশর—১১ অঃ ৪।৪

তাই কায়স্থের জাতি শূদ্র কভু নয়।
কায়স্থ-যাজনে রত বিপ্র সমুদয়॥
ব্রাহ্মণ সবার পূজ্য মান্য অতিশয়।
এই হেতু বিপ্রদাস চারিজনে কয়॥
দত্ত বলে আমি কার ভৃত্য নাহি হই।
তীর্থ হেতু আসিয়াছি তত্ত্বকথা কই॥
বল্লাল করিয়া পরে এ সব বিচার।
কায়স্থেরে কুল দেয় যোগ্য যেবা যার॥
পূর্ব্ব উক্ত দশ দ্বিজ বংশধরগণ।
লভিল বল্লাল হ'তে কৌলীন্য-বন্ধন॥
চারি কায়স্থের কুল প্রতিষ্ঠা করয়।
অর্দ্ধ কুল দেয় দত্তে দেখি অবিনয়॥
দত্তের উক্তিতে দেখ ক্ষত্রিয়-প্রভাব।
বলিলা প্রকৃত কথা বিনয় অভাব॥
এ সব প্রমাণে ইহা হয় নিরূপিত।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ জানিবে নিশ্চিত॥
বিপ্র সনে আসিছিল যেই পঞ্চজন।
একে একে নাম আমি করিব বর্ণন॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র যাহা দিলা পরিচয়।
সেই মতে আমি দেখ করিব নির্ণয়॥
কৌলীন্য পাইল মিত্র গুহ বসু ঘোষে।
অর্দ্ধকুল হ'ল দত্ত প্রকাশি সাহসে॥

সৌকালীন গোত্র ঘোষ মকরন্দ নাম।
ভট্টনারায়ণ শিষ্য শৈবেতে প্রধান॥
সূর্য্যধ্বজবংশ জান বীর চূড়ামণি।
কুলের দেবতা কালী নৃমুণ্ডমালিনী॥
বসুবংশে দশরথ মহা অনুভব।
গৌতমগোত্রীয় চেদিরাজকুলোদ্ভব॥
দক্ষ প্রিয়শিষ্য তিনি অতিশয় জ্ঞানী।
তন্ত্রমতে উপাসক বীরচূড়ামণি॥
কাশ্যপগোত্রীয় বিরাটগুহ সুমতি।
শ্রীহর্ষের শিষ্য হ'য়ে গৌড়েতে বসতি।
গৌড়দেশে আসিলেন কালিদাস মিত্র।
ছান্দড়ের শিষ্য বটে গোত্র বিশ্বামিত্র॥
অগ্নিকুলজাত দত্ত পুরুষ উত্তম।
মৌদ্গল্য গোত্রজ ধীর মহা পরাক্রম॥
বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে এই তিন রীতি।
কুলীন মধ্যল্য মহাপাত্র নামে খ্যাতি॥
মকরন্দঘোষবংশে চতুর্ভুজ হন।
দশরথ বসু বংশে লক্ষ্মণ পূষণ॥
বিরাট গুহের বংশে কালি, দশরথ।
মিত্রবংশ তারাপতি হইলেন খ্যাত॥
এ চারি বংশের উক্ত উত্তর পুরুষে।
কুলীন হইল বলি বাঙ্গালাতে ঘোষে॥

এই সব কুলীনেতে প্রথম গণন।
দত্ত নাথ নাগেতে মধ্যল্য নিরূপণ।
নারায়ণ দত্ত আর নাগ দশরথ।
মধ্যল্য হইল আর মহানন্দ নাথ॥
দাসবংশে মহাপাত্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
সেনবংশে গঙ্গাধর করে দামোদর॥
দাসবংশে সুবিখ্যাত হন ঊষাপতি।
পালিত বংশেতে হন মহাপাত্র খ্যাতি।
চন্দ্রবংশ-অবতংশ ছিল নারায়ণ।
পালবংশে আবু পাল বুদ্ধি বিচক্ষণ।
রাহাবংশে কৃষ্ণচন্দ্র বড়ই সুনাম।
ভদ্রবংশে দিগম্বর নানা গুণধাম॥
ধরবংশে ব্যাস ছিল গুণের সাগর।
দেব-দ্বিজ-অনুরাগী ছিল নিরন্তর॥
নন্দীবংশে প্রভাকর নন্দী মহাশয়।
দেববংশে শ্রীকেশব খ্যাত অতিশয়॥
কুণ্ডবংশে মহাপাত্র নামে অধিপতি।
সোমবংশে বংশীধর বড়ই সুকৃতী॥
সিংহেতে রত্নেশ্বর রক্ষিতে নারায়ণ।
বিষ্ণুবংশে দৈত্যারি আঢ্যেতে ত্রিলোচন॥
নন্দনবংশেতে ঊষাপতি মহাশয়।
এইরূপে তিনভাগে আছে পরিচয়॥

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ বিস্তৃত বঙ্গেতে।
এই শ্রেণীকথা আমি লিখিব বিস্তৃতে ॥
দক্ষিণরাঢ়ীয়ে হেন আছয়ে প্রমাণ।
ঘোষ বসু মিত্র তিন কুলীনপ্রধান ॥
দেব, দাস, দত্তগণ, গুহ, সিংহ, কর।
সেন, পালিত, সিদ্ধমৌলিক আট ঘর ॥
আর সব সাধ্যমৌলিক করহ শ্রবণ।
ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভঞ্জ, রুদ্র, ভদ্র, নাগ, গণ ॥
মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, আদিত্য, রক্ষিত।
পাল, নাথ, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, বিদিৎ ॥
তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব।
আশা, দানা, খিল, পীল, শীল আদি সব ॥
শানা, শূর, রাজ, রাণা, রাহুত ও কীর্ত্তি।
বল, নন্দী, বর্দ্ধন, বিন্দু, অঙ্কুর প্রভৃতি ॥
বর্ম্মা, শর্ম্মা, নাদ, গণ্ড, দাম. হুই, গুই।
লোধ. গৃত, গুপ্ত, বেদ, যশ, কুল, ভূঁই ॥
বই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, হোড়, ধরণী।
মান, হেশ, দণ্ডী, গুহ, ওম, কোম, বাণী ॥
ক্ষেম, খাম, খঞ্জ, বন্ধু. বাহাত্তর ঘর।
সাধ্যমৌলিক এই কথা খ্যাত চরাচর ॥
বঙ্গের কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ-সেবক।
বেদ ছাড়ি তন্ত্রমতে হয় উপাসক ॥

বেদ-মাতা ত্যাগ করি ছাড়ি যজ্ঞসূত্র।
সংস্কার রহিত হ'য়ে আছয়ে সর্ব্বত্র॥
বঙ্গেতে তন্ত্রের মত নিতান্ত প্রবল।
বিশেষ ব্রাহ্মণভক্ত কায়স্থ সকল॥
তাই কায়স্থেরা রাখে বিপ্রের সম্মান।
কলিকালে তন্ত্রমতে আচার বিধান॥ (৩৫)
চতুর্থ লহরী সাঙ্গ লহরে লহরে।
মহাবেগে ভীমনাদে সুগভীর স্বরে॥
কুলদেবী পদে নমি করি যোড়পাণি।
পূর্ণচন্দ্র বিরচিল কায়স্থের শ্রেণী॥

(৩৫) গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ।
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্‌গতাঃ।
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্।
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথা ভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রানামপি পারগাঃ।
মিশ্রকারিকা।

পঞ্চম লহরী।

—※-※-※—

অতঃপর বলি শুন কায়স্থের গোত্র।
নানা গোত্র প্রচলিত বঙ্গেতে সর্ব্বত্র॥
বসুবংশ গৌতমগোত্র সর্ব্বলোকে জান।
ঘোষবংশ কুলীন বটে সুধু সৌকালীন॥
কোন কোন স্থানে আছে বাৎস্য শাণ্ডিল্য।
তাহাদের ধারা বটে সর্ব্বত্র মধ্যল্য॥
কাশ্যপগোত্র গুহবংশ কুলীন-মাঝারে।
কঙ্কিস কল্লিস গোত্র বটে বাহান্তরে॥
মিত্রবংশে বিশ্বামিত্র এক গোত্র হয়।
অতঃপর শুনহ দত্তের পরিচয়॥
কৃষ্ণাত্রেয় মৌদ্গল্য ও ঘৃতকৌশিক।
অগ্নিবৈশ্য পরাশর আর ঘৃতকুশিক॥
ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, আলম্যান।
এ সব গোত্র আর বশিষ্ঠ সৌপায়ন॥
আলম্যান, ভরদ্বাজ, দেবেতে প্রধান।
কাশ্যপ, পরাশর, গোত্র এ বংশে জান॥

বাৎস্য, বশিষ্ঠ আর গৌতম মৌদ্গল্য।
নয় গোত্র দেববংশে সহিত শাণ্ডিল্য॥
করবংশে জামদগ্নি কাশ্যপ প্রধান।
মৌদ্গল্য, গৌতম আর বটে আলম্যান॥
বশিষ্ঠ ঘৃতকৌশিক কাশ্যপ আত্রেয়।
গৌতম মৌদ্গল্য আলম্যান দাসে হয়॥
শালঙ্কায়ণ গোত্র দাস সর্ব্বত্র প্রধান।
এ সব ও গার্গ গোত্র দাসে বিদ্যমান॥
পালিতে শাণ্ডিল্য আর ভরদ্বাজ হয়।
দামবংশে শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ কয়॥
ভরদ্বাজ শাণ্ডিল্য, ঘৃতকৌশিক আর।
গৌতম বাৎস্য সাবর্ণ সিংহ ব্যবহার॥
বাসুকি ধন্বন্তরি গোত্র সেনেতে প্রধান।
আর দুই গোত্র সেনে কাশ্যপ আলম্যান॥
চন্দ্রবংশে ভরদ্বাজ মৌদ্গল্য গৌতম।
কাশ্যপ ও এই বংশে শুনহ নিয়ম॥
কাশ্যপ মৌদ্গল্য আর ভরদ্বাজ পালে।
এই বংশে তিন গোত্র শুনহ সকলে॥
নন্দীবংশ-গোত্র বটে কাশ্যপ আলম্যান।
এই দুই গোত্র তাদের শুনহ বিধান॥
গৌতম-কাশ্যপগোত্র কুণ্ডবংশে হয়।
কাশ্যপ লোহিত গোত্র সোমেরা বলয়॥

রাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র শুনহ সকলে।
আলম্যান ভরদ্বাজগোত্র ভদ্রে বলে॥
ধর বংশ কাশ্যপ গোত্র প্রচার বঙ্গেতে।
ভরদ্বাজ বাৎস্য মৌদ্গল্য রক্ষিতেতে॥
ভরদ্বাজ শাণ্ডিল্য গৌতম ব্যাঘ্র বিষ্ণুতে।
কাশ্যপ ভরদ্বাজ গোত্র জান অঙ্কুরেতে॥
শাণ্ডিল্য মৌদ্গল্য কাশ্যপ আঢ্যে হয়।
কাশ্যপ গৌতম গোত্র নন্দনেতে কয়॥
রাণাতে কাশ্যপ গোত্র দালভ্য হংসল।
হোড় মৌদ্গল্য কাশ্যপ শুনহ সকল॥
বলবংশ গৌতম গোত্র চাকী আলম্যান।
আলম্যান আদিত্য গুপ্ত ভঞ্জে বিদ্যমান।
নাগবংশে সৌকালীন একটী গোত্র হয়।
নাথ বংশে কাশ্যপ গোত্র জানিবে নিশ্চয়॥
রাউতেও আলম্যান কাশ্যপ রুদ্রেতে।
গোত্র বিবরণ এই দেখ শাস্ত্রমতে॥
উত্তররাঢ়ীয় কথা করিব বাখান।
ঘোষ সিংহ দুই বংশ কুলীনপ্রধান॥
দাস মিত্র দত্তগণ সন্মৌলিক মান্য।
দাস ঘোষ কর সিংহ সামান্যেতে গণ্য॥
নয় ঘরে পরিমিত সাড়ে সাত ঘর।
অর্দ্ধ ঘর হইলেক মিলি দাস কর॥

নন্দী, দাস, চাকী, বটে বারেন্দ্রপূজিত।
দেব দত্ত নাগ সিংহ মৌলিক নিশ্চিত॥
এই সাত ঘর হয় বারেন্দ্র-উৎকৃষ্ট।
দাম ধর গুণ কর ইহারা নিকৃষ্ট॥
চন্দ্রদ্বীপীকায়স্থের শুনহ বিধান।
ঘোষ বসু গুহ মিত্র কুলীন প্রধান॥
দত্ত নাগ নাথ দাস মধ্যল্য যে হয়।
দেব রাহা সেন সিংহ মহাপাত্র কয়॥
দাস পালিত চন্দ্র পাল ভদ্র সোম কর।
নন্দী কুণ্ড রক্ষিত কুরু বিষ্ণু আঢ্য ধর॥
এই সব বংশ নিয়ে নন্দন সহিত।
নিম্ন মহাপাত্র বলি হ'ল নিরূপিত॥
হোড় শূর আদি করি চতুঃষষ্টি ঘরে।
চন্দ্রদ্বীপী সমাজে অচলা বলি ধরে॥
তত্ত্বতরঙ্গিণীকথা শুনিতে আনন্দ।
কুলদেবী ভাবিয়া রচিল পূর্ণচন্দ্র॥
কায়স্থকাহিনী পাঠ করে যেই নরে।
চিত্রগুপ্তপূজনের ফললাভ করে॥
পঞ্চম লহরী কথা হয় সমাপন।
তরঙ্গের পরে উঠে তরঙ্গ কেমন॥

ষষ্ঠ লহরী।

——§*§——

অতঃপর দেখ সবে এই বাঙ্গালায়।
কায়স্থের কি আচার কিবা ব্যবসায়॥
প্রজার রক্ষণ কার্য্য মেদিনী শাসন।
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ইহা আছে নিরূপণ॥
কলিতে ভারতে নাহি সার্ব্বভৌম রাজা।
তথাপি কায়স্থ জাতি নহে হীনতেজা॥
বাঙ্গালাতে কায়স্থের কর দরশন।
রাজা মহারাজা আদি আছে বহুজন॥
দিনাজপুরের মহারাজা জানে সর্ব্বজনে।
পাইকপাড়ার রাজবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
শোভাবাজার-রাজবংশ "দেব" উপাধি ধরে।
টাকিতে "মুন্সীর বংশ" বিখ্যাত সংসারে॥
ঝামাপুকুরের মিত্র-বংশ বিখ্যাত বঙ্গেতে।
ঘোষবংশ আছে জান পাথরিঘাটাতে॥
ভবানীপুরে ঘোষবংশ দেখহ সকলে।
চাঁচড়ার রাজবংশ খ্যাত মহীতলে॥

নড়ালের জমিদার জান সর্ব্বজন।
কাকিনার রাজবংশ বিখ্যাত ভুবন॥
লক্ষ্মীকোলের রাজবংশ সর্ব্বত্র প্রচার।
জমিদার সন্তোষের রাজা ডিমলার॥
মাণিকদহের রায় বংশ বিখ্যাত ভারত।
ইত্যাদি অনেক আছে সংখ্যা কব কত॥
রায় বাহাদুর খ্যাতি অনেকে দেখিবে।
বিস্তৃত লিখিতে গেলে পুস্তক বাড়িবে॥
যবন-রাজত্বকালে উপাধি ভৌমিক। *
জমিদারী প্রতিপত্তি আছিল অধিক॥
বার ভূঞা বাঙ্গলায় খ্যাত অতিশয়।
সাত জন কায়স্থেতে পাবে পরিচয়॥
ব্রাহ্মণেতে তিনজন দুইটী যবন।
আইন-আকবরি মাঝে দেখ সর্ব্বজন॥
সকল সময় দেখি কায়স্থ প্রবল।
বাহুবল কভু দেখি কভু বুদ্ধিবল॥
কায়স্থেতে আছে বহু সুলেখক কবি।
দেখিবে জাগ্রত কত প্রতিভার ছবি॥
সংক্ষেপে কতেক আমি করিব বর্ণন।
রহিবেক অনুল্লেখ বহু গুণিজন॥

* ভূঞা—বাঙ্গালার বার ভূঞার কথা বিশেষ প্রসিদ্ধ

কাশীরাম দাস কবি রচিলা ভারত।
যাঁহার মহিমা ঘোষে সমগ্র ভারত॥
বাঙ্গালার মহাকবি সে মধুসূদন।
সাহিত্যে নূতন যুগ করিল গঠন॥
যতদিন বাঙ্গালায় রবে পরিচয়।
অক্ষয় দত্তের নাম রহিবে অক্ষয়॥
নির্ভীক সুকবি ধীর দীনবন্ধু মিত্র।
দর্পণে দেখান তিনি নীলকর চিত্র॥
তরু অরু দত্ত আদি মেয়ে কবিগণ।
কায়স্থ-কবির সংখ্যা না যায় গণন॥
বাঙ্গালায় হেষ্টিংসের শাসন সময়।
রামকান্ত মুন্সী তার খ্যাতি অতিশয়॥
কলিকাতা হাইকোর্ট সর্ব্বলোকে জানে।
রমেশ-দ্বারিক মিত্র জজ সেইখানে॥
শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদাচরণ।
হাইকোর্টের জজ সবে দেখহ এখন॥
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ছিল কমিশনার।
খ্যাতনামা মনোমোহন শ্রেষ্ঠ বারিষ্টার॥
লালমোহন আনন্দমোহন দেখ দুইজন।
বারিষ্টার তারক পালিত খ্যাতনামাগণ॥
ডি. এন, মল্লিক আদি অধ্যাপক যত।
কত যে করিব নাম আছে শত শত॥

উকিলের সংখ্যা অতি লেখা নাহি যায়।
সেই জন্য আমি তাহা না লিখি এথায়॥
কালীপ্রসন্ন ঘোষ আর হরিশ্চন্দ্র মিত্র।
বঙ্গেতে তাঁদের নাম বিখ্যাত সর্ব্বত্র॥
কালীপ্রসন্ন মিত্র বসু প্রসন্ন ভূপেন্দ্র।
বিপিন কৃষ্ণ মিত্র আর সে কাত্তিকচন্দ্র॥
রমানাথ ঘোষ নাম খ্যাত বাঙ্গালায়।
ইত্যাদি অনেক আছে লেখা নাহি যায়॥
সুবিজ্ঞ নগেন্দ্র বসু কীর্ত্তি অতিশয়।
বিশ্বকোষ অভিধানে পাবে পরিচয়॥
শ্রীযোগেন্দ্র বসু আর মতিলাল ঘোষ।
পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা দেশ॥
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজা খ্যাত।
প্রত্নতত্ত্বে সবাকারে করে চমৎকৃত॥
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বসু জগদীশ।
উজ্জ্বলিল বাঙ্গালার মুখ দশদিশ॥
শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত সুলেখক।
কেম্‌ব্রিজেতে বাঙ্গালার গুণ-প্রকাশক॥
সব জজ ডেপুটী আদি সংখ্যা কব কত।
লিখিলে অনেক হবে নাম কত শত॥
বিখ্যাত বাঙ্গালীবীর সুরেশ বিশ্বাস।
ব্রাজীলেতে ক্ষত্রবীর্য্য করিছে প্রকাশ॥

ধর্ম্ম-প্রচারক দত্ত নরেন্দ্র সুমতি।
বিশ্বেতে বিবেকানন্দ স্বামিনামে খ্যাতি ॥
বঙ্গের গ্যারিক খ্যাত শ্রীগিরিশ ঘোষ।
নাট্যেতে সবার মন করিল সন্তোষ ॥
বাহুল্য করিয়া আর কি লিখিব আমি।
কায়স্থ বিবিধগুণে সদা অগ্রগামী ॥
কায়স্থ-মাহাত্ম্য বহু আছে স্থানে স্থানে। (৩৬)
পূর্ণচন্দ্র পূর্ণভাবে অক্ষম বর্ণনে ॥
তত্ত্ব তরঙ্গিণীকথা শ্রবণে মধুর।
পাঠ কর সকল সন্তাপ যাবে দূর ॥
উত্তাল তরঙ্গ ষষ্ঠ লহরা উচ্ছ্বাস।
কাঁপাইয়া ভূমণ্ডলে উঠিছে আকাশ ॥

---

৩৬) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সম্মানসূচক "প্রেম-চাঁদ রায়চাঁদ" বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতিগণের তালিকা দৃষ্টে দেখা যায়,—১৮৬৬ খৃঃ এই বৃত্তি সংস্থাপিত হওয়ার পর হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত মোট ৩৪ জনে এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ অর্দ্ধেকের বেশী, প্রায় এক তৃতীয়াংশ কায়স্থ, চারিজন ভিন্নজাতীয়, বৈদ্য এই ভিন্নজাতি হইতেও ন্যূন।

সপ্তম লহরী।

-:*:-

ব্যভিচারে দুই জাতি মিলি পরস্পর,
নিকৃষ্ট অদ্ভুত জাতি জন্মায় সঙ্কর॥
ভগবদ্‌গীতা দেখ তাহার প্রমাণ।
কি বলেন পার্থ আর কিবা ভগবান্॥ (৩৭)
বংশ নষ্ট হ'লে আর কুল নষ্ট হয়,
ধর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে হয় অধর্ম্ম উদয়॥

---

(৩৭) কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত,
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ :
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।"

গীতা ১ম অধ্যায়।

অধর্ম্ম প্রবল হ'লে নারী হয় দুষ্ট।
সেই নারী হ'তে জন্মে সঙ্কর পাপিষ্ঠ ॥
অধম সঙ্করজাতি কুল নাহি পায়।
পিতৃ-মাতৃকুল তারা উভয় হারায়।
কুল-নাশকারীদের নরকে নিবাস :
নর-নারায়ণ পার্থ করিলা প্রকাশ ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিলুপ্ত হইবে।
সনাতন ধর্ম্ম তারা কিছু না পাইবে ॥
যেখানে হইল বর্ণসঙ্কর উদয়।
কুলধর্ম্ম কুলনাশ জানিবে নিশ্চয় ॥
হইয়ে উপায়হীন যাতনা ভুগিবে।
চিরদিন নরকেতে বসতি করিবে ॥
পার্থের এহেন মত, কৃষ্ণ কিবা বলে।
তৃতীয় অধ্যায় গীতা দেখহ সকলে ॥ (৩৮)
—সঙ্কর হইলে মম কলঙ্ক হইবে।
সঙ্কর-উৎপন্নকারী আমায় বলিবে ॥

৩৮) "যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।"
গীতা ৩য় অধ্যায়

সঙ্কর ঘৃণিত বিষ্ণুপুরাণে নির্ণয় ।
রাজার দোষেতে বর্ণসঙ্কর উদয় ॥
মনুতেও সেইরূপ আছয়ে নির্ণয় ।
ব্যভিচারে হয় বর্ণসঙ্কর উদয় ॥ (৩৯)
এই ত সঙ্করজাতি বুঝহ সকলে ।
তাহাদের কি ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্র বলে ॥
সঙ্কর দ্বিজাতি হ'লে লোকে ব'লবে কি ?
খচ্চরের দুগ্ধে কভু হয় গব্য দি ?
আবার দেখহ দুই অপরূপ জাতি ।
"পুষ্পাঞ্জলি" "শাঁখটীয়া" এই দুই খ্যাতি ।
জলস্পর্শ দাসী কিংবা দাসীকন্যা হ'তে ।
জনমিল দুই জাতি এই চট্টলেতে ।
প্রভু হ'তে জন্ম বলি এই দোহাকার ।
প্রভুর প্রবর গোত্র করে ব্যবহার ॥
তিন কি চারি পুরুষ ইহাদের জন্ম ।
প্রভুনাম লয় যবে করে ক্রিয়াকর্ম্ম ॥
প্রভুকে লইয়া তারা টানাটানি করে ।
পূর্ব্ব পুরুষের নাম মিলাতে না পারে ॥

(৩৯) "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ।" মনু

আবার এমন দেখি এদেশ ভিতরে।
সঙ্কর হইয়া কেহ তেলি বিয়া করে ॥
দুই জাতি মিলনেতে সঙ্কর উদয়;
ইহারা কেমন জাতি করহ নির্ণয়।
সঙ্করের সব তত্ত্ব সঙ্কট জড়িত।
চারিবর্ণে কোন বর্ণ না হয় নিশ্চিত
সপ্তম লহরী চলে বড়ই বিষম।
মহা ঘৃণাবাতে যথা হয় জলভ্রম ॥

অষ্টম লহরী

আধুনিক এক জাতি বঙ্গে দেখা যায়। (৪০)
কভু বৈশ্য কভু তারা বিপ্র হ'তে চায়॥

(৪০) পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের চাতুর্ব্বর্ণা বিবাহের নিয়ম ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ দ্বিজাতি বর্ণত্রয়ের কন্যা বিধিমতে বিবাহ করিতে পারিতেন, কেবল রতিকামী হইয়া শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিতেন, এবং ঐরূপ বিবাহের ফলে যে সন্তান হইত, একমাত্র শূদ্রার সন্তান ব্যতীত সকলেই ব্রাহ্মণ হইত (ইহার দৃষ্টান্ত এখনও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে আছে), কারণ ইহা সকলেই জানেন যে, আর্য্য-জাতির বিবাহে গোত্রান্তর হইয়া থাকে, এবং গোত্রান্তরের পর স্ত্রী স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সন্তানগণ মাতৃকুল না পাইয়া পিতৃকুলই পাইয়া থাকে এবং শাস্ত্রানুসারে পিতৃধনের অধিকারীও হইয়া থাকে। এখনও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী নাই বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে, তাহার কারণও এই। এইরূপ বিবাহে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-কন্যা, ক্ষত্রিয়-কন্যা ও বৈশ্য-কন্যাবিবাহে, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা-বিবাহে এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যা বিবাহে জাত যেই ছয়টী পুত্র হইত, সকলেই পিতৃকুল পাইত। ইহার প্রমাণ যথা :—

কখন অম্বষ্ঠ বলে কভু বৈদ্য বলে।
এইরূপ নানা উক্তি করে স্থলে স্থলে॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—

চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ।

৪ শ্লোক ৪৭ অধ্যায় অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত

ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোহপ্যসংশয়ঃ।
স তু মাতৃবিশেষেণ হীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি। ১৩শ্লোক ঐ।
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির। ১৪ শ্লোক ঐ
ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।

১৭ শ্লোক ৪৭ অধ্যায় ঐ

যুধিষ্ঠির উবাচ ঃ—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি। ২৮ শ্লোক ঐ।

এবং মনুসংহিতাতেও এই "ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" বলিয়া উল্লেখ আছে। আর ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষগণ কাম, অর্থ-লাভেচ্ছা ও বর্ণের অনভিজ্ঞতা বশতঃ অবেদ্যাবেদন (স্বগোত্রীয়া বিবাহাদি) অপরিণীতা স্ত্রীর এবং পরস্ত্রীর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে যেই সন্তান হইত; তাহারা মাতার গোত্রান্তররাহিত্য হেতু মাতৃকুলই পাইত। এইরূপেই অপরিণীতা বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জন্য মনুসংহিতায় "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো

ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসে কান্যকুব্জ হ'তে।
কোথা হ'তে আসে এরা না পারে বলিতে॥

নাম জায়তে” ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে প্রাচীন টীকাকার মেধাতিথি বলিয়াছেন—“কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণার্থমিতি ব্যাচক্ষতে বৈশ্যাস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ” অর্থাৎ এই স্থলে যে “বৈশ্যকন্যা” শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ “বৈশ্যস্ত্রী”। তাহা সংহিতান্তরেও “বিশঃ স্ত্রিয়াং” বলিয়া উল্লেখ আছে। এখন অম্বষ্ঠের সঙ্করত্ব ঘুচাইবার জন্য গায়ের জোরে যে যাহা বলুক না কেন, কোন মতেই তাহা প্রামাণ্য হইবার নহে;—হইলে যাঁহারা অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহারাদি না করিয়া শূদ্রবৎ ব্যবহার করেন কেন ও বর্ত্তমানে বৈশ্যবৎ ব্যবহারের চেষ্টা কেন? বিধিমতে বিবাহ হইয়া থাকিলে বৈশ্যকন্যা অবশ্যই ব্রাহ্মণের গোত্রীয়া হইয়াছিলেন, এইরূপ হইলে সন্তান ব্রাহ্মণবৎ “দেবশর্ম্মা” না হইয়া চিরকাল “সেন দাস” এবং কখন কখন “সেন গুপ্ত” আবার কোথায় “দাস দাস” হইলেন কেন? দশাহ অশৌচগ্রহণ না করিয়া চিরকাল মাসাশৌচ ও ক্বচিৎ ক্বচিৎ পক্ষাশৌচ গ্রহণ করেন কেন? এবং পিতৃধনের অধিকারী হইয়া যজমান-শিষ্যের ভাগ পাইলেন না কেন? অপর জাতির গুরুত্ব পৌরোহিত্য না করিলেও অন্ততঃ পক্ষে ব্রাহ্মণবৎ স্বীয় জাতির গুরুত্ব ও পৌরোহিত্যও ত করিতে পারিতেন! বৈদ্যজাতির আদ্য, বৈশ্বানর, ধন্বন্তরি প্রভৃতি গোত্রগুলি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে নাই কেন?

আদি অন্ত ঠিক নাই হাবু ডুবু খেয়ে
কিছুই বলিতে নারে নির্ণয় করিয়ে॥

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে সঙ্করপ্রকরণে—

ইত্যেতে সঙ্করা জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ২৯ শ্লোক।

এই শ্লোকপাঠে বুঝা যায়, কোন গুপ্ত অথবা সপ্রকাশ সঙ্কর জাতিকে তত্তদাচরণীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবহারাদি দর্শনে উহাদিগকে চিনিয়া লইবে। কিন্তু কৈ! বৈদ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একার্থবাচক নহে, তাহার প্রমাণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তর্কানুরোধে স্বীকার করিলেও যে উল্লিখিত মতে অনেক গোলযোগ বাধে, এবং মনু দশম অধ্যায় সঙ্করপ্রকরণে অম্বষ্ঠের উল্লেখ করতঃ এবং বর্ণসঙ্করের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" লিখিয়া অম্বষ্ঠকে সঙ্করবর্ণই বলিয়াছেন, তাহার উপর আবার স্কন্দপুরাণীয় গালব মুনিগঠিত গোলযোগে অম্বষ্ঠের উৎপত্তিকথাতে তদ্রূপ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ দেখিলে আর কোন সংশয় থাকিবে না। নিম্নে তাহার বচন উদ্ধৃত করা গেল :—

"বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সঙ্গময্য তু ক্ষত্রিয়ং।
পুত্রমুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসত্তমঃ।
দ্বিজং ক্ষত্রিয়পত্ন্যাঞ্চ বৈশ্যপত্ন্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ং।
দ্বিজং বৈশ্যস্ত্রিয়ামপি ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যমপ্যত।

সংখ্যায় অধিক নহে নাহিক বিস্তার।
ভারতে নাহিক কোথা বঙ্গ ভিন্ন আর॥

এবমন্যং তথান্যস্যাং সঙ্গময্য তু ভূপতিঃ।
পুত্রান্ বৈ জনয়ামাস বর্ণসঙ্করকারকঃ।
সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সঙ্কীর্ণং সঙ্গময্য ততো নৃপঃ।
চকার সঙ্করানন্যান্ দৌরাত্ম্যেন স ভূপতিঃ।
শূদ্রায়াং বৈ বৈশ্যজাতঃ করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক্।
কাংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণ্যাং সংবভূবতুঃ।
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ”।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১৩শ অধ্যায় উত্তর খণ্ড।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ—

অয়মন্যঃ সঙ্করো হি বেণস্য বশগঃ পুরা।
বৈশ্যান্ সমুপগম্য চক্রেঽন্যমপি সঙ্করম্।
তস্মাদম্বষ্ঠনামাসৌ সঙ্করো ধরণীপতে।
অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সঙ্করো ভূত্বা পুনর্জ্জাত ইবাস্ত চ।

ব্যাস উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজগণাঃ স্মৃত্বা নাসত্যদস্রকৌ।
তয়োরনুগ্রহাদ্বিপ্রা দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্যনাম্নে চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূদম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ।
চারুরূপধরো ভূত্বা বিপ্রাজ্ঞাং শিরসাকরোৎ।

কোন বর্ণে যেতে নারে চারিদিকে চায়
তাহাদের কার্য্য দেখি মনে হাসি পায়॥

প্রণম্য ভক্তিতো বিপ্রান্ সোঽম্বষ্ঠো বিপ্রসত্তম।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ব্রাহ্মণাস্তং তদাঽব্রুবন্।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ—

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম।
তানি ত্বভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাদ্যেঃ কদাচন।
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি।

ব্যাস উবাচ—

আয়ুর্ব্বেদস্ত বো দত্তস্তভামম্বষ্ঠভূসুরৈঃ।
তেন প্রসক্তো নৈবান্যৎ পুরাণাদি বদিষ্যসি।
আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং নান্যদ্ যুষ্মাকং বাক্যমর্হতি।
বৈশ্যবৃত্ত্যা ভেষজানি কৃত্বা দাস্যসি সর্ব্বতঃ।
ত্বজ্জাতেবৃত্তিরেবৈষা কালে কালে ভবিষ্যতি।
শুক্রস্তু পুরুষং সাক্ষাজ্জাতিভেদবিবর্জ্জিতম্।
জায়তে যোনিসম্বন্ধাৎ সঙ্করা মাতৃজাতয়ঃ।

ঐ ১৪শ অধ্যায়, ঐ

আবার অমরসিংহও তৎপ্রণীত অমর অভিধানে—“আচণ্ডালাত্তু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ” লিখিয়াছেন। এই সকল বচন প্রমাণ মনুর উক্ত মতের প্রতিপোষকে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া অম্বষ্ঠের সঙ্করত্বকে আরও প্রকট করিয়াছে। আবার অম্বষ্ঠ জাতি চিকিৎসাব্যবসায়ী, দ্বিজ চিকিৎসক হইতে

তথাপি দুরাশা মনে এই জাতি করে।
বিচারিয়া নাহি দেখে শাস্ত্রের ভিতরে॥

পারে না, এমন কি, চিকিৎসকের অন্নও দ্বিজাতির অগ্রাহ্য—ইহাই পুরাণ-সংহিতাদি আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মত। অম্বষ্ঠ, গন্ধ-বণিক্, কাঁসারি, শাঁখারি, ইহাদের একইরূপে উৎপন্ন হওয়া বিধায় সমশ্রেণীয় জাতি। যে জাতির অন্নও দ্বিজাতিদের অগ্রাহ্য, সেই জাতি কেমন করিয়া আবার দ্বিজ হইবে? সুতরাং "ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" প্রমাণ অম্বষ্ঠ বা কবিরাজা ব্যবসায়ী জাতির প্রতি প্রয়োজ্য নহে। উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই পুস্তকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মনু এবং নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত মতের প্রতিকূলে এক আধটী (আছে কিনা সন্দেহ) শ্লোকের অন্যায় অর্থ করিলেও বহু শাস্ত্রের মত কখনও অগ্রাহ্য হইতে পারে না। কাজে কাজেই বৈদ্যজাতি যে অম্বষ্ঠ বলিয়া বলেন, সেই অম্বষ্ঠও দ্বিজ বা দ্বিজ-ধর্ম্মী নহে—বর্ণসঙ্কর। এমন স্থলে "একগুণ বৈদ্যালার সাতগুণ গল্পের" কথা কে গ্রাহ্য করিবে?

যাহারা বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক বলিতে চাহেন, পঞ্চম বেদ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে বৈদ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা তাঁহারা দেখেন নাই, অথবা দেখিয়াও "গুপ্ত" করিতেছেন। শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"চণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যো চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥"

এখন বুঝিলেন কি? শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যাস্ত্রীতে অপসদ পুত্র

আদিগ্রন্থ কিছু নাই শুধু হৈ চৈ।
রত্নপ্রভা চন্দ্রপ্রভা আধুনিক বই॥ (৪১)
মূল ছাড়া দিশাহারা চলে চিরকাল।
যেই ডাল ধরে তারা ভাঙ্গে সেই ডাল।
বঙ্গেতে যে সব দেশ যবনপ্রধান।
সে সব দেশেতে কিছু তাদের সম্মান।
তাহাদের কার্য্য দেখি আসে উপহাস।
কেহ বা উপাধি ধরে "দাস-দাস দাস"॥

"বৈদ্য" উৎপন্ন হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম মানিলে বেদবাক্যের উপর আর কোন যুক্তি তর্ক খাটে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বৈদ্যনামধারী এমন অনেক ধার্ম্মিক, পরনিন্দাপরাঙ্মুখ ও প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সদাচার বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণে লোকসমাজে ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার ঈদৃশ সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু বৃথাভিমানী, নিন্দুক, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসু, হিংসুক, ঘৃণা-পরায়ণ, অনধিকারচর্চ্চক, অকৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবং যাহারা আত্মবিস্মৃত ও আপনাকে আপনি চিনেন না, তাঁহাদের শিক্ষার্থ এই পুস্তকে শাস্ত্রাদির বচন প্রমাণ দ্বারা তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শনের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি মাত্র।

(৪১) "চন্দ্রপ্রভা"-প্রণেতা ৺ভরত মল্লিক ১৬০৫ শকে বা ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইনিই বৈদ্যদের আদি ও প্রধান গ্রন্থকার।

কেহ "সেনদাস" বলে কেহ "দত্তদাস" ;
"গুপ্তদাস" কেহ "দাস-দাস" পরকাশ ॥
ইত্যাদি দাসের মাত্রা চড়িছে অধিক ;
কোন্ গ্রন্থে রচিয়াছে নাহি পাই ঠিক্ ।
বুঝিয়া সে কথা এবে চলিছি ফিকিরে ;
"দাস" শব্দ লুপ্ত ক'রে "গুপ্ত" নাম ধরে ॥
"দাসী" শব্দ লুকাইয়া হইতেছে "দেবী ।
হায় রে কলির কাণ্ড সব আজগবি ॥
এক দাসে কায়স্থেরে শূদ্র যেবা কয় ।
দাস-দাস তস্য দাসে কোন্ জাতি হয় ?
দেখহ এখন তারা চাহে মিশাইতে ।
কায়স্থ-বল্লালে আর বৈদ্য-বল্লালেতে ।
হনূ ভানু মিতালি লিখিল রামায়ণে ।
বল্লালে বল্লাল দিয়ে সেই মত টানে ॥
অদ্ভুত তাদের কথা এমন না শুনি ।
নামে নামে মিলাইয়া করে টানাটানি ।
বল্লাল-চরিত মধ্যে লিখিছে দেখহ ।
বাবাদম যুঝে বৈদ্য-বল্লালের সহ ॥ (৪২)

(৪২) বিশ্বকোষ—কুলীন শব্দে ৩৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য

এখন সকল লোক করহ শ্রবণ।
কায়স্থ-বল্লালপুত্র জানহ লক্ষ্মণ ॥ (৪২ ক)

(৪২ক) পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ সরস্বতী মহাশয়ের নিকট হইতে যে প্রত্যুত্তর পাইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

মহাশয়!

আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনাকে লিখিতেছি যে, আমি হিমালয় পর্ব্বতের সমীপে ভ্রমণকালে মণ্ডী-নামক রাজ্যে গমন করি, তথাকার রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সেনের সহিত আমার বিশেষ আলাপ হয়। তিনি বলিলেন, আমি বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের বংশধর, জাতিতে ক্ষত্রিয়। আমি ইহাও জানি, উক্ত রাজা বিজয়সেন তাঁহার দুই কন্যা বশের রামপুর রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজা সমসের সিংহের পুত্রকে দান করেন; সেই বিবাহ সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। রাজা বিজয়সেনের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গ হইতে গিয়াছেন বিধায় বঙ্গবাসীকে তিনি বিশেষ সম্মান করেন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি ভারত পর্য্যটন সময়ে অবলোকন করিয়াছি, বঙ্গ ভিন্ন বৈদ্যজাতি কোন স্থানে নাই। বিশেষতঃ বৈদ্য একটা জাতি আছে বলিয়াও কেহ স্বীকার করেন না।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই, চব্বিশ বৎসর কাল আমি ভারত পর্য্যটনে ছিলাম, ইহার অধিক আমি লিখিতে ইচ্ছা করি না। আমার শিষ্যগণের নাম জানিয়া আপনার কি হইবে।”

আশীর্ব্বাদক—শ্রীআনন্দনাথ সরস্বতী।

অশীতি বৎসর যবে বয়স তাঁহার।
যবনেরা করে তাঁর রাজ্য অধিকার॥
সে বল্লালসেন হ'তে কতকাল পরে।
মুসলমান আসে দেখ গৌড়ের ভিতরে॥
ইতিপূর্ব্বে মুসলমান হেথা নাই আসে।
ইহার প্রমাণ বহু পাবে ইতিহাসে।
তেরশত শকে ইহা আছে নিরূপিত;
রচিল গোপাল, বৈদ্য-বল্লাল-চরিত॥ (৪৩)
দেব-বংশ-বল্লালের অনেক পরেতে।
বল্লালসেন বৈদ্যরাজা বিক্রমপুরেতে
ইহার প্রমাণ দেখ বল্লাল-রচিত।
মিলাইয়া দেখ দান-সাগর সহিত॥ (৪৪)

(৪৩) "বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্।
গোপালভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেন চ।
অব্দ্রাজজমানে বসুভির্ব্বাণৈরধিকশাকেষু;
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মাসসম্মিতৈঃ।"
অর্থাৎ ১৩০০ শকাব্দে।

(৪৪) নিখিলচক্রতিলক-শ্রীমদ্‌বল্লালসেনেন পূর্ণে।
শশি-নব-দশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।
অর্থাৎ ১০৯১ শক।

হাজার একান্নই শকে সে দান-সাগর।
দ্বিতায় বল্লাল দেখ দু'শ বর্ষ পর॥
প্রথম বল্লাল বৈদ্যে দেয় নাই কুল।
ইহাই নিশ্চিত কথা তাতে নাই ভুল॥
বৈদ্যের অস্তিত্ব যদি থাকিত তখন।
অবশ্য করিত তিনি কৌলীন্যস্থাপন॥
কুলীন ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থের কুল।
বিচারি দেখিলে তার পাওয়া যাবে মূল॥
ব্রাহ্মণে কায়স্থে কুল লভিলা যখন।
চব্বিশ হ'তে ছাব্বিশ পুরুষ এখন॥
কায়স্থগণের সাক্ষী ব্রাহ্মণেরা হয়।
উভয়ের কুলজিতে সৌসাদৃশ্য রয়॥ (৪৫)
যদি কোন বল্লাল বৈদ্যে দানি থাকে কুল
দ্বিতীয় বল্লাল বটে তাহারই মূল॥
চায়ুদাস কায়ুগুপ্ত ধরি যদি আদি।
চৌদ্দ হ'তে বিশ পর্য্যা হয় অদ্যাবধি॥ (৪৬)
বিপ্র কায়স্থসনে কুল বৈদ্য নাহি পান।
পুরুষের সংখ্যা ধ'রি পাইবে প্রমাণ॥

---

(৪৫) "বিশ্বকোষ" কুলীন ও কায়স্থশব্দ—"গৌড়ে ব্রাহ্মণ"—"সম্বন্ধনির্ণয়" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৪৬) "চন্দ্রপ্রভা" বা "বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা", আনন্দচন্দ্র দাস-কৃত "ঢাকৈর" প্রভৃতি বৈদ্যগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ছয় পুরুষেতে দুইশত বর্ষ ধরে।
দ্বিতীয় বল্লাল তাই দু'শ বর্ষ পরে॥
নানা মত নানারূপ প্রবাদ রটা'ছে।
কিরূপেতে এই জাতি উৎপন্ন হ'য়েছে॥
তাহারা অম্বষ্ঠ বলি স্বীকার করয়। (৪৭)
মিশ্র জাতি বলি পুনঃ দেয় পরিচয়॥ (৪৮)
অম্বষ্ঠের "বৈদ্য" অর্থ ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নাই।
বৈদ্য শব্দে কবিরাজ বুঝহ সবাই॥ (৪৯)
বৈদ্য, অম্বষ্ঠের দেখ বিভিন্ন পর্য্যায়।
অম্বষ্ঠ বলিলে ভূর্জ্জকণ্টক বুঝায়॥ (৫০)
ভূর্জ্জকণ্টক অস্পৃশ্য অধর্ম্মাচারী হয়।
ক্ষৌরকার জাতিকেও অম্বষ্ঠ বলয়॥ (৫১)

(৪৭) "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" "বৈদ্যকুলপঞ্জিকা" বা "চন্দ্রপ্রভা" "বৈদ্যকুলতত্ত্ব ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(৪৮) ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসের "ভারতী" পত্রিকা দেখুন।

(৪৯) "রোগহার্য্যগদঙ্কারোভিষগ্‌বৈদ্যশ্চিকিৎসকঃ।" শব্দকল্পদ্রুম।
"স্রষ্টা বিধি-বিদ্বান্ আয়ুর্ব্বেদী" (রাজনির্ঘণ্ট)
কে ? বৈদ্য শব্দের অম্বষ্ঠ অর্থ ত দৃষ্টিগোচর হয় না।

(৫০) মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ২১ শ্লোকের মেধাতিথি-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৫১) পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রি-(কবিরত্ন) প্রণীত "বৈদ্যরহস্য"-নামক গ্রন্থের ৬।৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আর এক মত শুন কহি বিস্তারিয়া।
কোন্‌টী নিশ্চিত কথা না পাই ভাবিয়া।
কুশময় এক শিশু গালব মুনির।
বৈশ্যানীতে হ'ল বলি করিয়াছে স্থির ॥ (৫২)
এইরূপ মতভেদ দেখি এ জাতিতে।
নিজ দোষ ঘুচাইতে নারে কোন মতে ॥
আর এক ব্যাখ্যা শুন অপরূপ অতি।
অম্বা শব্দে মাতা হয় স্থা শব্দে তিষ্ঠতি ॥ (৫৩)
পিতৃকুল না পাইয়া মাতৃকুল পায়।
এই হেতু অম্বষ্ঠ বলি সবারে জানায় ॥
পুত্রগণ শাস্ত্রমতে পিতৃকুল লভে।
মাতৃকুলে পরিচয় কে দিয়াছে কবে ?
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেতে পাবে দেখিবারে।
অম্বষ্ঠ সঙ্কর জাতি বৈদ্য নাম ধরে ॥
লিখা আছে কিবা বৃত্তি ব্যবসা তাহার।
শূদ্রধর্ম্মী হইয়া করিবে শূদ্রাচার ॥
প্রদানিলা আয়ুর্ব্বেদমাত্র অধিকার।
বেদ-পুরাণাদি নহে পাঠযোগ্য তার ॥

(৫২) আনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত "ডাকৈর" দ্রষ্টব্য।

(৫৩) "তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তস্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ।"
ভরতমল্লিক কৃত কুলপঞ্জিকা

শুক্র সে পুরুষরূপী নাহিক বিকৃতি ।
ক্ষত্রদোষে সঙ্করেরা লভে মাতৃজাতি ॥
দশম অধ্যায়ে মনু পড় সাবহিতে ।
অম্বষ্ঠের সঙ্করত্ব পাইবে দেখিতে ॥ (৫৪)
বৈশ্যপত্নীগর্ভে জন্ম ব্রাহ্মণ-ঔরসে ।
যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর আদিতে প্রকাশে ॥ (৫৫)
এইরূপ দেশ মধ্যে প্রকাশ কাহিনী ।
অম্বষ্ঠ সঙ্কীর্ণ জাতি এই কথা শুনি ॥ (৫৬)

৫৪) "আচাণ্ডালাস্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ" । অমরকোষ ।
"অম্বষ্ঠাদি সঙ্কর সকল, জাতিপদবাচ্য বর্ণ নহে"
ভরত শিরোমণিকৃত মনুর অনুবাদ ।
"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি । অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ।
প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ" বিষ্ণু ১৬ অঃ ।
(৫৫) বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ।
যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ ৯১ শ্লোক ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো মুনিসত্তম ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ । পরাশর ।
(৫৬) পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন প্রণীত বৈদ্যরহস্য দ্রষ্টব্য ।

যাজ্ঞবল্কীয় "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" । ইত্যাদি বচন ও কুল্লূক ভট্টের টীকাবলম্বনে যাঁহারা অম্বষ্ঠের সঙ্কীর্ণত্ব ঘুচাইতে প্রয়াসী

অম্বষ্ঠ গন্ধ-বণিক কাঁসারি শাঁখারি।
বিপ্র হ'তে বৈশ্য-গর্ভে জনম তাদেরি। (৫৭)
তথাপি বৈদ্যের নাম নাহিক উল্লেখ।
হয় যে এ সব হ'তে পার্থক্য অনেক॥
ভারত পঞ্চম বেদ জানে সর্ব্বজন।
বৈদ্যের উৎপত্তি তাহে আছয়ে লিখন॥
বৈশ্য-পত্নী-গর্ভে জন্ম শূদ্রের ঔরসে।
বৈদ্য জাতি জনমিল একথা প্রকাশে॥ (৫৮
অতঃপর দেখ ঔশনসসংহিতায়।
বর্ণসঙ্করের কথা উল্লেখ যথায়॥

তাঁহারা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রিকৃত "বৈদ্যরহস্য" পুস্তকের ২২।২৩ পৃষ্ঠা দেখিলে জানিতে পারিবেন যে; ঐ বচন ও মত শাস্ত্রীয় মীমাংসা, যুক্তি ও কুল্লূক ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার মেধাতিথি প্রভৃতির মত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত ও নিরাকৃত হইয়াছে। এতৎসঙ্গে এই পুস্তকের ৪০ সংখ্যক টিপ্পনীও দ্রষ্টব্য।

(৫৭) "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক্।"
ইত্যাদি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১৪ অঃ।

(৫৮) "চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ।"
মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অঃ ৯ শ্লোক।

চৌর্য্যভাবে বিপ্র করে ক্ষত্রিয়ারমণ।
তাহাতে ভিষক্ জাতি লভিলা জনম॥ (৫৯)
ব্রহ্মবৈবর্ত্তেতে আছে এইরূপ জানি।
তীর্থ হেতু চলে এক ব্রাহ্মণ-রমণী॥
কামেতে মোহিত হ'য়ে অশ্বিনী-কুমার।
বাধা না মানিয়া তারে কৈলা বলাৎকার॥
হইল তাহার গর্ভ বিষম সঙ্কট।
এইরূপ বৈদ্যজাতি হইল প্রকট॥ (৬০)
বৈদ্য নিয়ে নানা জনে করে নানা বাদ।
প্রমাদভঞ্জনী আরও ঘটা'চ্ছে প্রমাদ॥
বৈদ্যগণ কোন্ জাতি কোন্ বর্ণ হয়।
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু নাহিক নিশ্চয়॥

(৫৯) "নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ।"
উশনঃ সংহিতা।

(৬০) "গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং কুরুনন্দন।
দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান্ স্মরঃ।
অতীরসুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ।
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানাশিল্পঞ্চ শস্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

কেহ বৈশ্য, শূদ্র বলি ভাবয় অশুচি।
কেহ বা এমন ভাবে চাঁড়াল বা মুচি। (৬১)

(৬১) প্রমাদভঞ্জনী-টীকাকার বৈদ্যজাতির সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা "বৈদ্যরহস্য' হইতে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম,

"বৈদ্যেরা কোন্ বর্ণ ও জাতি তাহাও লোকে নিশ্চয় জানে না, কেহ বলেন বৈশ্য, কেহ বলেন শূদ্র, কাহারও বা এমন বোধ যে, ইঁহারা চাঁড়াল বা মুচি।'

আবার দেখুন। চট্টগ্রাম-নওয়াপাড়ার রায়বংশের জনৈক প্রসিদ্ধ সেনলেখক (অনেকেই বলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন) "সংস্কারভ্রষ্ট বৈদ্যজাতি"-পুস্তকে এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন— "উপনয়নভ্রষ্ট বৈদ্যগণ বৈদ্য নহেন, তবে তাঁহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবেন? কায়স্থ কি শূদ্র বলিতে পারিবেন না। কায়স্থ শূদ্রদের সঙ্গে গোত্র মিলিবে না। কায়স্থ-শূদ্রেরা তাহাদিগকে কায়স্থ শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিবেন না। তবে ভূমিমালী ও জাল-জীবিদিগের ন্যায় বাহস্তন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন'।

সংস্কারভ্রষ্ট বৈদ্যজাতি ২৭ পৃষ্ঠা।

"তাঁহাদিগকে হয় ত বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া মর্ম্মভেদী উপহাস সহ্য করিতে হইবে, না হয় হিন্দুসমাজের বহির্ভূত অনার্য্য বহিস্তন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। তৃতীয় পথ আর নাই। ঐ ২৮ পৃষ্ঠা

ব্যাকরণ সূক্ষ্মভাবে করিয়া বিচার।
বেদ হ'তে বৈদ্য শব্দ করে আবিষ্কার॥ (৬২)
ব্যাকরণ-পটু যত জুগী মহাশয়।
যোগী শব্দ অপভ্রংশ জুগী শব্দ কয়॥
বৈদিক সংস্কার হেতু বৈদ্য হয় যদি।
ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পেত সে উপাধি॥
তাহারা দ্বিজাতি বলি পৈতা দিতে চায়।
কালের কুটিল গতি বুঝা বড় দায়॥
একবার স্বর্ণ পু'ড়ে বেণেরা পতিত।
সহস্র পোড়ায় বৈদ্য দেয় উপবীত!
কবিরাজী ব্যবসাকে তারা বলে আদি।
দ্বিজাতির চিকিৎসার শাস্ত্রে নাহি বিধি॥ (৬৩)

(৬২) "বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ সাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।"
বৈদ্যকুলপঞ্জিকা বা চন্দ্রপ্রভাধৃত বচন।
বিনোদলাল সেন গুপ্ত প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠা দেখুন।
"আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাৎ বৈদ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতঃ।"
উক্ত প্রকাশককৃত বৈদ্যকুলতত্ত্ব ৭ পৃঃ দেখুন।

(৬৩) "চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ শল্যহস্তস্য পাশিনঃ।
ষণ্ডস্য কুলটায়াশ্চ উদ্যতাপি ন গৃহ্যতে।"
বশিষ্ঠসংহিতা ১৪শ অধ্যায়।
"চিকিৎসকস্য মৃগয়োশ্চ তত্তদ্বৃত্ত্যা জীবতো দ্বিজাতেরিত্যর্থঃ।"
প্রায়শ্চিত্তবিবেকে গোবিন্দানন্দটীকা দ্রষ্টব্য।

নন্দি-পুরাণেতে স্পষ্ট আছয়ে লিখিত।
দ্বিজাতি ঔষধ দিলে হইবে পতিত॥ (৬৪)
চিকিৎসক-অন্ন পূঁয় মলের সমান।
মনু যাজ্ঞবল্ক্যে তার পাইবে প্রমাণ॥ (৬৫)

(৬৪) "অন্যজাতিকৃতঃ পাকো হ্যস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিযোজয়েৎ।
মোহাদ্দ্বিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেৎ শূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ।"
ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত নন্দিপুরাণবচনম্

(৬৫) "পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বাৰ্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্।"
মনু ৪।২২০ শ্লোক।

"চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাং।
ক্রূরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্।"
মনু ৩য় অধ্যায় ১৫১ শ্লোক।

"চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িনস্তথা।
বিপনেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িনস্তথা।"
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ অ। ১৬২-১৬৫।

"ভুঙ্‌ক্তে চিকিৎসকস্যান্নং তদন্নন্ত পুরীষবৎ।" মোক্ষধর্ম্ম
অলমতিবিস্তরেণ।

রোগী বিনা যেবা করে ভিষক-স্পর্শন।
রহিছে বিধান স্নান সহিত বসন॥ (৬৬)
মাঝে মাঝে বৈশ্য বলি ব'লেছে সবাই।
বৈশ্যাচার তাহাদের কিছুমাত্র নাই॥
বৈশ্য হইবারে গেলে কি বাড়িবে মান।
সমাজেতে বৈশ্যদের নহে উচ্চ স্থান॥ (৬৭)
নারী জাতি, বৈশ্য শূদ্র হয় হীন অতি।
ভগবদগীতা দেখ হইবে প্রতীতি॥ (৬৮)
বৈশ্য বলি যেই বৈদ্য 'গুপ্ত' পাঠ ধরে।
তার নারী 'দেবী' কেন 'দাসী' পাঠ ছেড়ে?

(৬৬) "শবঞ্চ ভিষজং স্পৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।"

বৃহন্নারদীয়।

(৬৭) "বৈশ্যেন তু যদা স্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।"

অঙ্গিরাসংহিতা ৫ শ্লোক।

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্ম্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রয়োজনম্।"

বিষ্ণুসংহিতা ৬৭ অ। ৩৭ শ্লোক।

(৬৮) মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।"

গীতা নবম অধ্যায় ৩২।

দেবীপাঠ উচ্চারিবে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া।
দাসীপাঠ উচ্চারিবে বৈশ্য-শূদ্র-জায়া॥ (৬৯)
ভরত মল্লিক আদি কুলগ্রন্থকার।
শূদ্র বলি বৈদ্যগণে করিছে স্বীকার॥ (৭০)
বৈদ্যকুল গ্রন্থে হেন আছয়ে লিখিত।
যুগে যুগে বৈদ্যজাতি হ'য়েছে পতিত॥
বৈদ্যদের শূদ্রধর্ম্ম কলিতে বিহিত।
এখন চলিছে দেখি তার বিপরীত॥
বৈদ্যগ্রন্থে এক শ্লোক দেখি সমাহৃত।
কোথাকার শ্লোক নাম দিয়াছে হারীত॥
মনুমতে ষট্ সুত দ্বিজধর্ম্মী হয়।
পঞ্চ দ্বিজ বলিলে সমতা নাহি রয়॥

(৬৯) স্ত্রীযু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে।
দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাণাং কথ্যতে দ্বিজপুঙ্গব।"
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ১।২৪ :

(৭০) "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রসমা জ্ঞেয়া যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ।"
চন্দ্রপ্রভায়াং বা বৈদ্যকুলপঞ্জিকায়াং ভরতধৃতবচনং :
"বৈদ্য শূদ্রজাতি মধ্যে প্রধান কুলীন।
অকুলীন কার্য্যে হবে সম্মানবিহীন।"
ঘটক—আনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত কৃত ডাকের ১০ পৃঃ।

বৈদ্যের উল্লেখ নাই মনুসংহিতায়।
বহুমত উপেক্ষা কি একের কথায় ? (৭১)
ভারত পঞ্চম বেদ পরাশর আর।
যাজ্ঞবল্ক্যে কি বলেছে দেখ পুনর্ব্বার॥
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য এ নহে স্বীকার্য্য।
তাই হারীতের শ্লোক সর্ব্বথা অগ্রাহ্য॥
বস্তুত হারীতে হেন শ্লোক নাহি দেখি।
স্বার্থবশে কেহ নাকি দিয়াছেন লিখি॥
দেখ এক পূর্ব্ব বঙ্গে আছয়ে বিধান।
এমন কি শূদ্রকেও করে কন্যাদান॥
শূদ্রকন্যা বৈদ্যগণ পরিণয় করে।
পান-ভোজনের তাতে দোষ নাহি ধরে।
শ্রীহট্টের মধ্যে এই র'য়েছে বিধান।
বৈদ্যগণ শুঁড়িদেরে করে কন্যাদান॥ (৭২)
জলাস্পৃশ্য শুঁড়িজাতি সুরা বিক্রি করে।
ধীবরের বংশ শুঁড়ি শাস্ত্রের বিচারে।

---

(৭১) বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাম্।
কাত্যায়নসংহিতা ২৭।২৮ অঃ।

(৭২) "বৈদ্যরহস্য" ৩৯ পৃঃ এবং "ভারতী" বৈশাখ ১৩০৯ পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালী-বিবাহশীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

দ্বিজাতির বাধা আছে শাস্ত্রের ভিতরে।
বিবাহ সমান গোত্রে সমান প্রবরে॥ (৭৩)

(৭৩) "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ মনু ৩।৫।
"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" মনু ১০।২৪
"অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্।
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫২।
"অরোগাং দুষ্টবংশোত্থামশুল্কদানদূষিতাম্।
সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্। ব্যাসসংহিতা২।২
"ন সগোত্রাং সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত।"
বিষ্ণুসংহিতা ২৪।৯।
"মাতুলানীং সগোত্রাঞ্চ প্রাজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ।"
প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে পরাশর ১০।১৪।
"বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্।"
শঙ্খ ৪ অঃ ১ শ্লোক।
"অসমানপ্রবরৈর্ব্বিবাহঃ"। গৌতমসংহিতা ৪ অঃ (১)।
"সগোত্রস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ।"
ইত্যাদি শাত তপীয়-কর্ম্মবিপাকবচনে স্বগোত্রগমনং নিষিদ্ধং।
"গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং
যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেৎ"। বশিষ্ঠ ৮ অঃ ১।

যাদের সগোত্রে চলে পরিণয় কাজ।
কোন মুখে দ্বিজ বলে মুখে নাহি লাজ!
কায়স্থের মধ্যে যারা হীন অতিশয়।
অথবা শূদ্রের মাঝে প্রধান যে হয়।।
"হাম বৈদ্য" বলি তারা বৈদ্য হ'য়ে গেছে।
এমন অনেক বৈদ্য চট্টলেতে আছে ॥
বৈদ্যদের মাঝে দেখি আরও এক রীতি;
লুকাইছে নিজ নিজ কুলের পদ্ধতি।। (৭৪)

---

(৭৪) "বৈশ্বানরভরদ্বাজশালঙ্কায়নগোত্রজাঃ।
বাজরক্ষিতকুণ্ডাস্থা লুপ্তপদ্ধতয়োঽধুনা।
এতে সেনা ইতি খ্যাতাঃ স্যুর্ব্বৈশ্বানরগোত্রজাঃ।"
ইত্যাদি। অম্বষ্ঠসম্বাদিকা ৮৫ পৃঃ।

"আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃপ্রতিম কোন পিতৃব্যজ ভ্রাতা যখন ঢাকা কলেজে পড়িতে যান, তখন তিনি বংশের আর আর সকলের ন্যায় 'রায়' ছিলেন। কে বলিয়াছিল 'রায়' কোন বৈদ্য-সম্প্রদায় নাই। 'রায়' আমাদের নবাব-দত্ত সম্মানসূচক উপাধি, জাতীয় উপাধি নহে। উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি 'রায়' কাটিয়া 'সেন' করিলেন এবং তাহার ভ্রাতাগণকে ও আমাকে তাঁহার অনুবর্ত্তী করিলেন। এরূপ নয়াপাড়ার বিখ্যাত রায়-বংশে আমরা কয়েকজন সেন হইয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বপুরুষের দোহাই ত এখানে খাটে নাই। অতএব বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য যদি রায় ছাড়িয়া সেন হইতে পারিতাম, তবে

মানব শরীর নিত্য রোগের নিলয়।
তাই বৈদ্য সনে বাদ উচিত না হয়॥
যাজ্ঞবল্ক্য আদি দেখ তাহার বচন। (৭৫)
তাহাতে বৈদ্যের দেখি এত আস্ফালন॥
চিকিৎসক-হাতে থাকে লোকের পরাণ।
এ হেতু প্রশ্রয় সবে করয় প্রদান॥
আবার চিকিৎসা বিদ্যা হয় অর্থকরী। (৭৬)
অর্থে কুল অর্থে মান অর্থে জাগজারি॥ (৭৭)

বৈদ্যদের শাস্ত্রসঙ্গত এমন উচ্চ ধর্ম্মগত উপনয়ন সংস্কারটী গ্রহণ করিব না কেন? সংস্কার-ভ্রষ্ট বৈদ্যজাতি ২৪ পৃঃ

আমরা বৈদ্য নামধারিগণের মধ্যে এইরূপ উপাধি-পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হই নাই। ইহাঁরা আপন প্রাধান্য খ্যাপনার্থ পরিবর্ত্তন করিতে না পারেন, এমন বিষয়ই নাই. সুতরাং এ বেশী কথা কি!!

(৭৫) "বালবৃদ্ধাতুরাচার্য্যবৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বান্ লোকান্ জয়েদ্ গৃহী।" যাজ্ঞবল্ক্য।
"আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রম্" শুদ্ধিতত্ত্বধৃতমহাভারতীয়-বনপর্ব্ববচনং।

(৭৬) ক্বচিদর্থং ক্বচিদ্ধর্ম্মং ক্বচিন্মৈত্রং ক্বচিদ্‌যশঃ।
বিদ্যাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।" বৈদ্যকে।

(৭৭) "যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ।
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ।" ইত্যাদি নীতিশাস্ত্রে।
"ধনৈর্নিষ্কুলানাঃ কুলীনাঃ ক্রিয়ন্তে।" ঐ
"তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরু সখে অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।" ঐ

এইরূপে সমাজেতে মাথা করি খাড়া।
আপনা আপনি সবে আপনাকে হারা॥
চট্টলেতে মাঝে মাঝে দেখি এ আভাস।
ব্রাহ্মণেরে তুচ্ছ করি উচ্চাসনে আশ॥
সভাতে যে দিকে পথ হয় নির্দ্ধারণ।
তার বিপরীত দিকে ব্রাহ্মণ-আসন॥
সভার সম্মুখভাগে ব্রাহ্মণেরা বসে।
কায়স্থ বৈদ্য উভয়েই বসে দুই পাশে॥
ব্রাহ্মণীরে অশ্বীস্থত করিলেক বল।
সেই সূত্রে বৈদ্য নাকি এতই প্রবল?
জোর করি বিপ্রাসন নিতে চায় তাই।
মান বাড়াইতে গেলে মানে দেও ছাই॥
তাই এই সবাকারে এই কথা বলি।
তোমাদের সব গুড়ে পড়িয়াছে বালি॥
এবেও সময় আছে সামলাও সবে।
সময় চলিয়া গেলে আর নাহি পাবে॥
বৃথা দ্বন্দ্ব নাহি কর কায়স্থের সনে।
রত হও তাহাদের পদানুসরণে॥
একেইত হিন্দুদের মহা দুঃসময়।
দলাদলি আস্ফালনে কিবা ফলোদয়॥
ঘরের সোণাটী তুমি ঘর দোর ছেড়ে।
জঙ্গলেতে গিয়াছিলে ঋষি সাজিবারে॥

যে পথ ধ'রেছ সবে আবৃত কণ্টকে।
এখন আপন ঘরে ফির মন-সুখে॥
বিপ্রেরে করিলে পিতা উচ্চ নাহি হবে।
গুরু, প্রভু সম্বোধিলে মহত্ত্ব বাড়িবে। (৭৮)
মিশ্র আদি নানা গ্রন্থে লিখা আছে স্পষ্ট।
আদিশূর মহারাজ ছিলেন অম্বষ্ঠ॥
অম্বষ্ঠ কায়স্থ ভেদ ক্ষত্রিয়ের জাতি।
এ অম্বষ্ঠ নহে 'বৈশ্যা-বিপ্রের সন্ততি'॥
আদিশূর হ'তে জন্ম বলি যারা কয়।
কায়স্থ অম্বষ্ঠ তারা না আছে সংশয়॥ (৭৯)

(৭৮) "প্রণাম—আশীর্ব্বাদ" রূপ চিরাগত লৌকিক ব্যবহারেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ প্রণামকারী কায়স্থকে আবহমান কাল যাবৎ "জয়োঽস্তু" অর্থাৎ (রণে) "জয় হউক" ইত্যাকার গৌরবসূচক ও মহিমব্যঞ্জক আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতেছেন। রাজা ও ক্ষত্রিয়গণের প্রতিই এরূপ আশীর্ব্বাদ একমাত্র প্রযোজ্য। ঘৃণিত শূদ্রকে "জয়োঽস্তু" বলিবার রীতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হয় নাই।

(৭৯) ২৯ নং ফুট নোটে দ্রষ্টব্য। মিশ্রকারিকা, আইন-ই-আকবরী, টেলার সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ও বিশ্বকোষ প্রভৃতি দেখুন। পশ্চিমোত্তর দেশেও অম্বষ্ঠ-কায়স্থগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা কায়স্থ নামেই অভিহিত হন। বল্লাল-

তরঙ্গে তরঙ্গময় অষ্টম লহরী।
তরঙ্গ দেখিয়া উঠে শরীর শিহরি॥

পুত্র লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ হিমালয়ের নিকট মণ্ডী রাজ্যের রাজা বটে, তাহারা এখনও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথায়ামি বৈ.
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টনাগর সেনকাঃ।
অহিষ্ঠানা শ্রীবাস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তথৈবচ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ।

বাচস্পত্য ও শব্দ কল্পদ্রুম
ধৃত ভবিষ্যপুরাণ বচনম্।

নবম লহরী ।

—⁂-⁎-⁂—
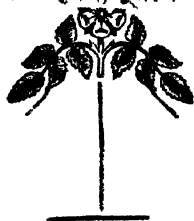
বিশাল অম্বুধি নীল দক্ষিণে পশ্চিমে বয় ।
উত্তরেতে ফেনী নদী ফেনিল তরঙ্গময় ॥
নভস্পর্শী শৈলমালা গরবে তুলিয়া শির ।
পূরবে প্রাচীর সম দাঁড়ায়ে র'য়েছে স্থির ॥
শঙ্খ-কর্ণফুলী আদি ঢালিয়া রজত ধার ।
তরঙ্গে ধাইছে রঙ্গে যথা বঙ্গ পারাবার ॥
প্রচণ্ড বাড়বানল জ্বলিতেছে দিবানিশি ।
আদিনাথ-চন্দ্রনাথ-শম্ভুনাথ-তীর্থরাশি ॥
শ্যামল শীতল কুঞ্জে গায় সদা পিকদল ।
এই সে চট্টল ভূমি প্রকৃতির লীলাস্থল ॥
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যবনের অত্যাচার ।
গৌড় আর রাঢ় দেশ ক'রেছিল ছারখার ॥
ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আদি জাতিমাত্র হ'য়ে ভাত ।
স্বধর্ম্ম-রক্ষার তরে ধেয়ে গেল চারিভিত ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বহু দূর হ'তে দূরান্তরে ।
আসিয়া মিলিল হেথা সুরম্য চট্টলপুরে ॥ (৮০)

(৮০) The original immigrants arriving for safety's sake in companies, the leader of each company came to

বসতি করিয়া সবে কাটায় জীবন সুখে।
সমাজ বাঁধিলা পরে এই চট্টলের বুকে॥
বিচারিয়া জনশ্রুতি প্রবাদ প্রসিদ্ধ কথা।
কায়স্থ-সমাজ-তত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিনু হেথা॥

—০—

অতঃপর চট্টলের কায়স্থের বিবরণ,
বিস্তারিয়া কহি শুন এবে।
ঘোষ বসু গুহ মিত্র, দেব দত্ত দাস সেন,
প্রসিদ্ধ কায়স্থ এই সবে॥
নন্দী হোড় চন্দ্র গুপ্ত, ইত্যাদি কায়স্থ বহু,
চট্টলসমাজে দেখা যায়।
ইহঁারা "দক্ষিণরাঢ়ী", "বঙ্গজ কায়স্থ" যাঁরা
"বঙ্গদেশী" কথিত এথায়॥

possess as many patches of land as he had fallowers, or more; and thus the patches that were cultivated by the followers of one leader were grouped together etc. etc—

* * * * * *

They are the descendants of the early settlers who had to perform frontier duties of a feudal nature and were rewarded for their services, by grants of land etc. etc.

H. J. S. Cotton's History of Chittagong p. 4.

সৌকালীন গোত্র ঘোষ, দেখহ গৈড়লা গ্রামে, (৮১)
জামাই জুরি পাটনী কোটায় ।
ফতেযাবাদ ধলঘাট, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে,
এই ঘোষবংশ দেখা যায় ॥
এ বংশের রামজীবন, ছিলেন গৈড়লা গ্রামে,
সেন বংশ-কন্যা বিয়া ক'রে ।
শ্যামরায় সেন যিনি, ছিলেন স্বনামখ্যাত,
জাগা জমি দিলা জামাতারে ॥
বাৎস্য গোত্র ঘোষগণ, ধলঘাট কানুপাড়া,
কাঞ্চনা ও শাকপুরা আছে ।
অন্য স্থানে সংখ্যা কম, নাম করা নাহি যায়,
মাঝে মাঝে বসতি ক'রেছে ॥
গুহবংশ দক্ষিণ ভূর্যী, আমুচিয়া শুচি যায়,
কুয়েপাড়া আর নয়াপাড়া। (৮২)

---

(৮১) গৈড়লা গ্রামের ৺ভবানী ঘোস অতিশয় প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন ঘোষ পেন্‌সন-প্রাপ্ত ডিপুটী কলেক্টর ।

বাবু হরদাস ঘোষ একজন তেজস্বী লোক ও পেন্‌সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ।

(৮২) এই গুহবংশের গোবিন্দরাম গুহ, রুদ্রবংশের মহেশ চন্দ্র রুদ্র এবং মাননীয় বাৎস্যগোত্রীয় যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ আদিত্যাবর ভট্টাচার্য্য একই সঙ্গে রাঢদেশ হইতে চট্টগ্রামে আসেন। আদিত্যা-

কথা কচুয়াই গ্রামে, এ বংশ প্রচার আছে,
ভাটীখাইন আর ছনহরা॥
আকিঞ্চন দাসবংশ, আনন্দি রাম দাস নাম,
এ বংশের কন্যা ক'রে বিয়া।
কেলিসহর হতে তিনি, আসিলেন নয়াপাড়া,
নিজ গ্রাম বর্জ্জন করিয়া॥
বসুগণ সংখ্যা কম, শ্রীপুর ও কোয়েপাড়া,
এহ দুই গ্রামে দেখা যায়।
মিত্রবংশ সেই মত, সুধু নয়াপাড়া গ্রামে,
অন্য স্থানে নাহিক কোথায়॥
অগ্নিবৈশ্য দত্তবংশ, বিদগ্রাম শ্রীপুরেতে,
অবস্থিতি আছে দেখা যায়।
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে সম ভাবে বিরাজিত,
প্রশংসা সকল লোকে গায়॥

ধর এবং মহেশচন্দ্র রুদ্র চক্রশালা (ভাটীখাইন বসতি করেন ও গোবিন্দরাম গুহ দক্ষিণ ভূর্ষী, বাসস্থান স্থাপন করেন। এই গুহবংশের অপর এক শাখা ঢাকা জিলার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে অবস্থিতি করেন। এ বংশে বাবু মহিমচন্দ্র গুহ বি, এল, বাবু ত্রিপুরাচরণ গুহ, বাবু বিপিনচন্দ্র গুহ, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রভৃতি উকিলগণ বর্ত্তমান আছেন।

আছে জাগা জমিদারী, চৌধুরী উপাধিধারী,
এ বংশেতে আছে বহুজন।
ডেপুটী উকিল আদি, দাতা ধীর সহৃদয়,
আর কত করিব বর্ণন॥
শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্ত, পীতাম্বর, রাজবল্লভ,
বাস করে শ্বশুর-আলয়।
'গোপাল চৌধুরী-কন্যা, বিবাহ করিয়া দোঁহে,
নানাবিধ যৌতুক লভয়॥
গোপীনাথ দস্তীদার, হইয়া গৃহজামাতা,
এ বংশের কন্যা বিয়া করে।
গন্ধর্ব্বসেনের বংশ, চণ্ডিকাপ্রসাদ সেন, (৮৩
ঘরজামাতা রহেন শ্রীপুরে॥

---

(৮৩) প্রবাদ আছে, চণ্ডিকাপ্রসাদ সেন ভ্রাতৃবধূদর্শনে ধলঘাট হইতে শ্রীপুর চলিয়া যান এবং এই দত্তবংশের কন্যা বিবাহকরতঃ তথায় বসবাস করেন। এ সম্বন্ধে আর একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, এই গন্ধর্ব্বসেন-বংশের আদিপুরুষ এবং দস্তীদার বংশের আদি পুরুষ অতি দীনভাবে চট্টগ্রামে আসিয়া ছিলেন; এবং চক্রশালা হইতে ধলঘাট-আগত কেদারবংশীয় কোন ব্যক্তির বাড়িতে ছিলেন। পরে উক্ত চৌধুরীরা ইহাঁদের আচার ব্যবহার দর্শনে ইহাঁদিগকে ভদ্রলোক বিবেচনায় কন্যা-দানে নিজ বাসস্থানের সন্নিকট বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেন। ছনহরা গ্রামেও দস্তীদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ উক্তরূপে তথাকার মৌদ্গল্য

কৃষ্ণাত্রেয় দত্তবংশ, কানুনগোয় নয়াপাড়া,
দক্ষিণ ভূর্ষী আর সুচিয়ায়।
আমিলাইস গোমদণ্ডী, ইত্যাদি অনেক গ্রামে
এই গোত্র দত্ত দেখা যায়॥
ধনী কালাচাঁদ দত্ত, নবাবেরে দিয়া অর্থ,
ক্রোড়পতি লভিলা আখ্যান। *
এই গোত্রীয় দত্তগণ, কানুনগোয় পাড়াতে দেখ,
লভিয়াছে প্রভূত সম্মান॥ †
ঘৃতকৌশিক দত্তবংশ, কেবল ছনহরা মাঝে,
বড়ই প্রাচীন ঘর হয়। (৮৪)
পূর্ব্বাপর সমভাবে, ইহাদের জামদারী,
চট্টলেতে খ্যাত অতিশয়॥

সেনবংশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হন। এই দত্তবংশের ৺ রামজীবন দত্ত ও ৺ প্রসন্নকুমার দত্ত ডেপুটী কলেক্টর এবং উকিল ৺ চৈতন্যচরণ দত্ত প্রভৃতি পরোপকারী খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। বর্ত্তমানেও বাবু অম্বিকাচরণ দত্ত ডেপুটী কলেক্টর এবং অনেকানেক উকিল বর্ত্তমান আছেন।

* কালাচাঁদ দত্ত আমিলাইস গ্রামের দত্তগণের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাঁর নবাব দত্ত উপাধি "ক্রোড়িয়ান" ছিল।

† কানুনগোয়-পাড়ানিবাসী দত্তগণের "কানুনগোয়" উপাধিও দৃষ্ট হয়।

(৮৪) "Among the old Kayastha families are the Dattas

বসায় গোলাম শূদ্র, নাপিত রজক হাড়ি
বেণে যুগী আদি জাতি যত।
এ বংশে মুকুন্দ দত্ত, নবদ্বীপে কবিরাজ
পরম বৈষ্ণব ভাগবত॥ (৮৫)

of Chhanhara in Patiya. They originally came to Chittagang from South West Bengal (Dakhin Rarh) early in the 16th century. A member of this family, Sitaram was naib in the service of Dewan Mohasingh (1754-1758), and obtained the title of "Bhâiya" This man went to Benares, and brought back an idol of the Goddess, "Dashabhuja" and subsequently obtained from the Nawab of Bengal considerable "lakhiraj grants as Debottar" in the name of the Goddess. These lands are still held revenue free."

Mr. C. G. H. Allen's Final Report of the Chittagong Survey & Settlement. p. 24.

(৮৫) বলা বাহুল্য, ইনি সংস্কৃত ও কবিরাজী পড়িবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং তথায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নামে দুটা অতি প্রাচীন পুকুর অদ্যাপি উক্ত গ্রামে তাঁহার নামের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এবং উক্ত মুকুন্দ ঠাকুরের আমলের ১৭টী শালগ্রাম চক্র এবং ১৫টী বড় আকারের অতি প্রাচীন ধরণের পিতলের লক্ষ্মী-গোবিন্দ প্রতিমা এই বংশধরগণের বাড়ীতে অদ্যাপি স্থাপিত আছে। দেখিলে আথেরা বলিয়া প্রতীতি হয়।

এই বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র দত্ত একজন সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক। ইনি বর্ত্তমানে জজ-আদালতের প্রধান

খ্যাত সীতারাম দত্ত, নবাব হইতে "ভায়া"
করিলেন উপাধি গ্রহণ।
রামসেবক রামদুলাল, শম্ভু-গঙ্গারাম গুহ,
জামাতা লইয়া এথা র'ন॥
ধলঘাট-গ্রামবাসী, ছিল ব্রজলাল সেন,
এ বংশের স্থাপিত যে হয়।
কাশ্যপগোত্রীয় দাস, নামেতে বিজয়রাম,
এই ভাবে ছনহরা রয়॥
মৌদ্গল্য-দত্তবংশ, ধলঘাট ডেঙ্গাপাড়া,
হাবিলাশ দ্বীপে আছে আর।
আমিলাইস কথা কচুয়াই, ইত্যাদি অনেক স্থানে
দেখা যায় এ গোত্র বিস্তার॥
এ বংশের জয়গোপাল, গণ্যমান্য জমিদার,
ধলঘাটে করিলা বসতি।
সেই জগবন্ধু দত্ত, কে না জানে তার তত্ত্ব
"চটুলনক্ষত্র" যাঁর খ্যাতি॥

নাজির ও ব্যবহারিক বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়। এথাকার প্রধান ও প্রাচীন উকিলেরাও ইহাঁর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এই গোত্রীয় দত্তকুলে, ছিলা ডেঙ্গাপাড়া গ্রামে
পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়।
সুলেখক বাগ্মিবর, শ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিদ্
যাঁর নাম চট্টলে অক্ষয়॥
এ বংশের ত্রাহিরাম, ছিলেন দেওয়ান হেথা
পার্সিতে বড়ই সুপণ্ডিত।
পুণ্যবন্ত ছিল অতি, অন্তে পেল কাশীধাম
ইতিহাসে নাম বড় খ্যাত॥ (৮৬)
পরাশর-দত্তবংশ, বড়ই সম্মানী তারা
বাঁশখালী দক্ষিণ ভূর্ষীতে।
আনোয়ারায় কুমিরায়, এই বংশ দেখা যায়
আর কোথা না পাই দেখিতে॥
ধরি বহু জমিদারী, নবসেনা সঙ্গে করি,
রাঢ় ছেড়ে আসে চট্টলেতে।
নিকটে যবন নাই, বড়ই মনোজ্ঞ ঠাঁই,
বাস করে সে কোকদণ্ডীতে॥ (৮৭)

(৮৬) "Trahiram Munshi of Dengapara is famed for his reputation as a Persion writer. He retired unable to cope with the additional work imposed on the office by the resistless force of Mr. Harvey. He also died at Benaras."

H. J. S. Cotton's History of Chittagong, p. 166

(৮৭) এহ বংশের রঘুনাথ চৌধুরী, মুন্সী রামদাস চৌধুরী

আলম্যান দেববংশ, সুচিয়ায় বাসস্থান
প্রাচীন প্রসিদ্ধ বংশ হয়।
সে বংশের কৃত্তিবাস, সুচিয়াতে সুপ্রকাশ,
যাঁর কীর্ত্তি র'য়েছে অক্ষয়। (৮৮)
মহেন্দ্রা সেনের আদি, সত্যরাম সেনে তিনি,
করিলেন নিজ কন্যা দান।
বরকে আমামা দিলা, এই হেতু সেই স্থান,
বর নামে "বরমা" আখ্যান॥
মেয়েকে দিলেন যাহা, "মাইগাতা" তার নাম,
মেয়ের নামে হ'ল পরিচয়।
কৃত্তিবাস দৌহিত্রীরে, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার,
তথা গিয়া করে পরিণয়॥

ও মুন্সী তারাকিঙ্কর বড়ই খ্যাতনামা লোক ছিলেন। আনোয়ারা গ্রামের বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত এম,ডি সিভিল মেডিকেল অফিসার। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম,এ, এ বংশের উচ্চ শিক্ষিত যুবক।

(৮৮) এই বংশে দক্ষিণ ভূর্ষী গ্রামের নিধিরাম চৌধুরী অতিশয় খ্যাতনামা ও সম্মানী লোক ছিলেন। বাবু দুর্গাচরণ চৌধুরী, বাবু রামকৃষ্ণ চৌধুরী, বাবু জগবন্ধু চৌধুরী, বাবু গোলোকচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতনামা উকিলগণ বর্ত্তমান আছেন।

ছিল জাগা জমিদারী চৌধুরি উপাধি তাই
সকলেই করে ব্যবহার।
ইহারা সম্মানী ঘর চট্টল কায়স্থ মাঝে
ছিল পূর্ব্বে ক্ষমতা অপার। (৮৯)
চৌধুরী অনন্তরাম, ছিলেন ক্ষমতাশালী.
নানা জাতি করিয়া সংহতি।
চক্রশালা পুরী মাঝে, পবিত্র শ্রীমতী তটে.
পাড়িগ্রামে করিলা বসতি॥
পুণ্য তীর্থ "রাজঘাটা" মণিকর্ণিকার সম.
যথা লোক করে স্নান দান।
ঘুচিল প্রাচীন নাম, চৌধুরীর ক্ষমতায়,
হইল চৌধুরিপাড়া নাম॥ (৯০)

(৮৯) এই বংশ, রাঘব-কানুনগোয়ের বংশ এবং মধুরাম কানুনগোয়ের বংশ, এই তিন ঘর দেওঘর হইতে আগত বলিয়া চট্টগ্রামে "দেওঘরিয়া" নামে প্রসিদ্ধ।

(৯০) অনন্তরাম—চৌধুরি-পাড়ায় বর্ত্তমানে যত বাসিন্দা আছে, সকলেই তাঁহার স্থাপিত। ইনি অগ্রদানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইতে ধোপার ব্রাহ্মণশ্রেণী বাহির করেন; পূর্ব্বে এ দেশে ধোপার ব্রাহ্মণ ছিল না।

এই বংশ বহু শাখা, বিস্তারিত নানা স্থানে,
দক্ষিণভূর্ষী (৯১) পাটনি কোটায়।
কথাগ্রামে ফতেয়াবাদ, রাঙ্গুনিয়া আদি স্থান,
সর্ব্বত্রই সম্মানী সবায়॥
কাশ্যপগোত্র দেববংশ, চট্টলেতে সমধিক,
নানা ভাগে রহিয়াছে এথা।
রাঘব কানুর বংশ, সুবিখ্যাত ধলঘাটে, (৯২)
নিধি বিশ্বে আনিল জামাতা॥

(৯১) দক্ষিণভূর্ষীর খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস কবিরাজ বহুদর্শী ও সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ। সঙ্গীত ও কবিতা-রচনায় ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা আছে। রাজকার্য্য কার্য্যেও এ বংশে অনেকেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বাবু নবচন্দ্র চৌধুরী পেনসন প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী বিচক্ষণ লোক বটেন, ৺অক্রূরচন্দ্র চৌধুরী খ্যাতনামা লোক ছিলেন।

Among the Kanungoes who are employed, the best work was done by Babu Mohim Chander Chowdhury and Mohendra Lal Chowdhury,

Mr. Allen's Settlement Final Report, p. 150.

(৯২) See for Anandaram Kanungoe and other, p. 165 and 186 of Cotton's History of Chittagong.

এই রাঘব কানুনগোয়ের বংশ ধলঘাটের ভদ্রলোকের মধ্যে আদি বাসিন্দা এবং বড়ই প্রসিদ্ধ ও সম্মানী।

শাণ্ডিল্য শঙ্কর দত্ত, ব্রজলাল ওয়াদ্দাদার,
ঘরজামাতা এই বংশে আসে।
মধুরাম দেববংশ, ভাটীখাইন ধলঘাট,
আছে আর শাকপুরা দেশে॥
মধুরাম দেব বংশে, কানুনগোয়ে মজুমদার,
প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়।
বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থবলে, চিরকাল এই বংশ,
চট্টল সমাজে শোভা পায়॥ (৯৩)
দেববংশ বিস্বাংগ্রীরা, আছিল বিশেষ খ্যাত
কথা কচুয়াইতে বসতি।
তাঁহাদের ক্ষমতায়, সে নামের পরিবর্ত্তে,
বিস্বাংগ্রার পাড়া নামে খ্যাতি॥

(৯৩) See for land-holders Chhatra Narayan Chowdhury & others, Cotton's History of Chittagong, p, 165 & 186.

এই বংশে বর্ত্তমানেও পেন্সনপ্রাপ্ত ডিপুটী কলেক্টর পূর্ণবাবু ও তৎপুত্র নরেন্দ্রবাবু বি,এল, ডাক্তার দীনরঞ্জন এম,ডি এবং ভাটীখাইন গ্রামবাসী ডাক্তার বেণীবাবু এম, ডি এবং মহিম বাবু বি, এল প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত লোক আছেন। উক্ত বেণী ও মহিম বাবুর পিতা যাত্রামোহন বাবু পেন্সনপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী।

অদ্যাপি বিশ্বিংগ্রি-পাড়া, ঘোষে বিশ্বিংগ্রীর খ্যাতি
দৈন্য দশা ঘটিয়াছে কালে।
এখন নির্ব্বংশ প্রায়, দুই এক ঘর দেখা যায়,
মেল ঘর সরকারের খিলে॥
শাকপুরা লালাবংশ, বিখ্যাত চট্টল দেশে,
শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।
আছিল ক্ষমতাপন্ন, নিতান্ত প্রতিভাশালী
লালা রামরায় মহাশয়॥ (৯৪)
চট্টলের বড় ঘর, প্রায় অধিকাংশ দেখি,
কুটুম্ব হইল তাঁর সনে।
লালা সনে সম্বন্ধেতে, আপনাকে ধন্য মানে,
আপনারে আপনে বাখানে॥
দিঘী পুকুর হাট ঘাট কতই মহৎ কাজ
চট্টলেতে করিয়া গিয়াছে।
সময়ের স্রোতে আহা! দুর্ব্বল হইয়া এবে
এই বংশীয় তথায় র'য়েছে॥ *

---

(৯৪) "Lala Ram ray of Shakpura in remembered by a haut (হাট) in the neighbourhood of his village and by a bridge over the Boalkhali which still bears his name. He died at Benaras."

Cotton's History, p. 166

এই বংশের এক শাখা নয়াপাড়া গ্রামেও আছে।

* সাকপুরা গ্রামের মৌদাগলা সেনগণ এ বংশের ঘরজামাই ...

কাশ্যপ-দেব মজুমদার, স্নচক্রদণ্ডী রাঙ্গণীয়া
এই বংশ করিছে নিবাস।
জম্মুরাজচিকিৎসক, ষষ্ঠী বৈদ্য নামে খ্যাত,
দান-ধর্ম্মে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
মধু চৌধুরীর বংশ, র'য়েছে শিকারপুরে,
কাশ্যপ গোত্র দেব ধর্ম্মপুরে।
*এ দেবেরা সুচিয়াতে, রাঙ্গণীয়াতেও আছে
চৌধুরী উপাধি খ্যাতি ধ'রে॥
কথা কচুয়াই গ্রামে, গোঁসাই ও কীর্ত্তন নামে,
দুই বংশ কাশ্যপেতে আছে।
শেষোক্তের এক শাখা, সুলতানপুর গ্রামে
এথা হ'তে চলিয়া গিয়াছে॥
চেমশায় কাশ্যপ দেব, কৃপারাম চৌধুরী বংশ,
তাহাদের বড়ই প্রচার।
মৌদ্গল্য-গোত্রীয় দেব, আমিলাইস নয়াপাড়া
স্নচক্রদণ্ডীতে আছে আর।
গৈড়লার আদি বাসী, কাশ্যপ বিশ্বাস-বংশ,
দেব নামে রহিয়াছে খ্যাতি।
সেই সঙ্গে হরি নাউ, দুবল ঠাকুর আর,
চন্দ্র বিশ্বাস স্থাপিলা বসতি॥

* ৺রামজয় মুন্সী ও ৺রামচন্দ্র দারোগা ক্ষমতাপন্ন জমিদার ছিলেন।

বাসুকি সেনের বংশ, কানুপাড়া নয়াপাড়া,
সারোয়াতলী আর হাতিয়ায়।
তাহারা প্রবল অতি, সারোয়াতলী কুয়েপাড়া (৯৫)
এই বংশ আছে জোয়ারায় ॥ (৯৬)
ইহারা প্রাচীন বংশ, বড়ই প্রতিজ্ঞাশালী
মুন্সেফাদি ছিল বহুজন।
এ গোত্রীয় দুইজন, অতিশয় সসম্মানে,
রায়-কন্যা করেন গ্রহণ ॥
শ্রীযুত রায়ের বংশ, জগদীশ স্বীয় কন্যা,
কনকমঞ্জুরা শিবপ্রিয়া।
বহু টাকা অর্থ সহ, উপসত্ত্ব জমিদারী,
যৌতুক সহিত দিলা বিয়া ॥ (৯৭)

---

(৯৫) শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত সেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অর্থশালী উকিল। ইনি চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে বি.এল পরীক্ষোত্তীর্ণদের সর্ব্বপ্রথম ও পথপ্রদর্শক। এই বংশে আরও উকিল দৃষ্ট হয়।

সারোয়াতলী গ্রামে ৺অভয়াচরণ সেন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। এই বংশ ঐ গ্রামের প্রথম ভদ্রলোক বাসিন্দা।

(৯৬) জোয়ারা গ্রামেও ইহারা প্রথম ভদ্র বাসিন্দা।

(৯৭) এই শ্রীযুত রায়ের বংশের একটু পরিচয় না দিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ইহারা নয়াপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ মৌদ্গল্য-গোত্রীয় সেন, ইহাঁদের জমিদারী আছে। ইহাঁরা জাতিতে বৈদ্য

এ গোত্রীয় বনমালী, জোয়ারা গ্রামেতে বাস,
সেনবংশে খ্যাত অতিশয় ।
শক্তিশালী জমিদার, ছিল চাউলের জমা,
এ বংশীয় আছে ছনহরায় ।

ক কায়স্থ তাহার বিচার আমরা করিব না। ত্রিপুরা জিলা হইতে এ বংশের পূর্ব্বপুরুষ এখানে আসিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তথাকার এই গোত্রীয় সেনগণ পুরুষানুক্রমে আপনা দিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, ইহাই প্রকাশ। চট্টগ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত

"আদ্যবৈশ্বানরৌ শক্তি * ধন্বন্তরী তথৈব চ,
দত্তশাণ্ডিল্যপাস্তাশ্চ ষড়েতে বৈদ্যনায়কাঃ ॥"

বচনে এই গোত্রের উল্লেখ নাই। মৌদ্গল্যগোত্রীয় সেন প্রকৃত বৈদ্য নয় বলিয়া একটা পরম্পরাগত প্রবাদ বাক্যও এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে (৪৭২ পৃঃ)—"আর কতকগুলি ভদ্রলোক সুবিধা ও প্রয়োজনানুসারে কখন বা কায়স্থ এবং কখন বা বৈদ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।" ইত্যাদি। আবার এই শ্রীযুত রায়ের বংশ উন্নতির সময়েও ইহাঁদের বাসুকিগোত্রীয় সেন ও কাশ্যপগোত্রীয় গুহগণের সহিত সাগ্রহ বৈবাহিক সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এই রায়বংশের কৃতি-লেখক প্রণীত "সংস্কারভ্রষ্ট বৈদ্যজাতি" পুস্তকে প্রকৃত বৈদ্য হওয়ার জন্য রায়-পরিবর্ত্তনে সেন হওয়ার বিষয়

* এ গোত্রীয় সেন নানাস্থানে ছিন্নভাবে ঘরজামাতা দৃষ্ট হয়। এমন কি চাদগাঁও, বিনাজুরি প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়

আত্রেয়গোত্রীয় দাস, ছনহরা পরৈকোরা,
কোয়েপাড়া কেলি সহরেতে। (৯৮)

উল্লেখ দেখা যায় (৭৪ সংখ্যক ফুট নোট দেখুন)। বস্তুতঃ এই বংশীয়েরা বড়ই পরিবর্ত্তনপ্রিয় বলিয়া একটী কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। সুচতুর ভরতমল্লিক দুই শতাব্দমাত্র পূর্ব্বে স্বপ্রণীত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে দেব, চন্দ্র, ধর, কর, নন্দী, কুণ্ড, রক্ষিত, সোম প্রভৃতির ন্যায় মৌদ্গল্য গোত্র সেনকেও বৈদ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া না লইয়াছেন এমন নহে। কিন্তু এ দেশে প্রাগুক্ত উপাধিধারিগণ বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র মৌদ্গল্য সেন সম্বন্ধে কিছু দৃষ্ট হয় না। এ গোত্রীয় সেনগণের নয়াপাড়া, হাওলা, ছনহরা, ছনদণ্ডী, ফতেয়াবাদ, আনোয়ারা, ভাটাখাইন প্রভৃতি স্থানে বসতি দেখা যায়। তাহার মধ্যে নয়াপাড়ার শ্রীযুক্ত রায়ের বংশধরগণের বিশেষ সম্মান আছে। ইহাঁদের সম্বন্ধে মিঃ এলেন সাহেবের বিবৃতি উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"The Srijukta family of Noapara in Raozan thana (the name of the place means 'the hamlet of cows' in the Arrakanese language) are the descendants of Srijukta Chowdhury, whose brother Syam Ray Chowdhury was converted to Mohammadanism and founded the family of Asadali Khan of Barauthan in Anowara. This family appears to have emigrated from Rarh to Tippera early in the 16th century. Rajaram Chowdhury a muktiyar in the court of Marsbed Kuli Khan, Governor of Bengal, from 1700 to 1725 A. D. was the 1st. member of this family to settle in Chittagong, Babu Nabin Chandra Sen, the poet, is a member of this family." p. 24.

(৯৮) এই বংশীয় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের

ধর্ম্মপুর আমিলাইস, ইত্যাদি অনেক স্থানে
মাঝে মাঝে পাইবে দেখিতে ॥

পূর্ব্বপুরুষ সহ কেলিসহর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাই কেলিসহর গ্রামের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাসিন্দা। এ বংশের আর এক শাখা ছনহরা গিয়াছে; তৎসম্বন্ধে এ বংশীয় কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭০১ শকাব্দে তৎপ্রণীত চণ্ডীকাব্যজাগরণে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল বলা বাহুল্য, এ বংশের মধু বিশ্বাস, ছনহরাগ্রামের অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা মৌদ্গল্যগোত্রীয় কুঞ্জবেহারী সেনের বংশের পূর্ব্ববর্ত্তীর কন্যা বিবাহ করতঃ তথায় বাড়ী ভিটা প্রাপ্ত স্থাপিত হয়েন।

* * * * *

"মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ় গ্রাম।
আত্রেয়গোত্রে কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহাভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস।
রাঢ় ভোমে বর্দিখি প্রদেশে নিবাস॥

* * * * *

তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ।
পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিরান্নের নিয়ম যে না যায় খণ্ডান।
চট্টগ্রামে আসিলেক আগি সেই স্থান॥
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলানন্দ মনে॥

ভবানীশঙ্কর দাস, ছনহরা গ্রামে বাস,
লিখে চণ্ডী কাব্য জাগরণ।
সুকবি গোবিন্দ দাস, দেব গ্রামে ছিল বাস.
কালিকামঙ্গল বিরচন ॥
কাশ্যপগোত্র দাসবংশ, ধলঘাট কচুয়াই
কেলিসহর সুলতান-পুরে।
দক্ষিণ-ভূর্ষী ছনহরা, সরকারখীল জোয়ারা
জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে বাস করে ॥

* * * * *

তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃ-পিতামহ সেহ মহাজন।

* * * * *

গাত করিলেন সেহ স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালাপুরী*
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নামে শ্রীরামন্ত।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত ॥
শ্রীযুত নয়ন রাম তাহার তনয়।
আমার জনক জান সেই মহাশয় ॥”

* বর্ত্তমানে চক্রশালার অন্তর্গত ছনহরা।

ধলঘাটের দাসগণ, বড়ই সম্মানী তারা
গণ্যমান্য ছিল অতিশয়। *
উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী, দাতা ধীর সুবিদ্বান্
এ বংশেতে বহু দৃষ্ট হয়॥
ছিল রাজ সরকারে, ইহাদের প্রতিপত্তি
এখনও আছে নিদর্শন।
রাজ-অনুগ্রহ-বলে, স্বল্পহারে জমিদারী
লভে তারা এই সে কারণ॥ (৯৯)
এ গোত্রীয় দাসগণ, কচুয়াই গ্রামবাসী,
কবিরাজী ব্যবসা প্রধান।
পুরুষানুক্রমে দেখ, এই বংশে একজন,
খ্যাতনামা কবিরাজ হন॥

* বাবু প্রসন্নকুমার দাস চট্টগ্রামে বর্ত্তমানে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল।

(৯৯) "Some of them also possess lands under the denomination of 'ghyripanchigy', the grants of which could not have been made to them in consideration of their office, as it extends to many other inhabitants of this province, and the original sanad was prior to their being in the office, Cotton's History, p. 186.

"বৈদ্য-বিশারদ" বংশ, বলিয়া ঘোষয় তারা
দেশ মাঝে সর্ব্বলোকে জানে। (৯৯ক)
শ্রীনীলকমল দাস, চট্টলেতে সুপ্রকাশ,
ধন্বন্তরি সমান বাখানে॥
বশিষ্ঠগোত্রীয় দাস, বেতাগীতে করে বাস
অন্যত্র না পাবে দরশন।
গৌতম গোত্রীয় দাস, বরমাতে সুপ্রকাশ
কুলের মর্য্যাদা বিলক্ষণ॥
গার্গ্যগোত্রীয় দাস, সাধনপুরেতে বাস
অন্য স্থানে নাহিক কোথায়।
নিজামপুর আদি স্থানে, কাশ্যপগোত্রীয় দাস
স্থানে স্থানে দেখ দেখা যায়॥
মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাস, শিকারপুরেতে বাস
লালাবংশ নামে খ্যাত হয়।
শ্রীপুর হ'তে ভৈরব সেনে, রসিকলালা কন্যাদানে
এ গ্রামে বসতি করয়॥
কাশ্যপ গোত্রীয় নন্দী, সুলতানপুর ফতেবাদ, (১০০)
ধলঘাট জঙ্গল-খাইনেতে।

(৯৯ক) এই বংশের উকিল বাবু কামিনীকুমার দাস বি,এল এবং তদ্‌ভ্রাতা প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত লোক আছেন।

(১০০) ফতেয়াবাদের শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী স্বনামধন্য ব্যক্তি। ইনি রেভিনিউ বোর্ডে দক্ষতার সহিত অনেক দিন

সাধনপুর কাঞ্চনায় এ গোত্রীয় দেখা যায়
কাম্নুপাড়া দক্ষিণভূর্ষীতে ॥
আনায়ারা* সারোয়াতলী এই দুই গ্রামেতেও
নন্দীদের আছয়ে বিস্তার।
সুলতানপুর ফতেবাদ এই দুই নন্দি-বংশ
বড়ই প্রাচীন জমিদার ॥
সুকবি শ্রীকর নন্দী রচে অশ্বমেধ পর্ব্ব
পরাগল খানের সময়—
কবিত্বের অতুলন তাঁর বংশধরগণ
কাঞ্চনেতে বসতি করয় ॥
সুলতানপুর নন্দি-বংশে স্থাপিলা বহু জামাতা—
গৈড়লায় সেনবংশধর।

কাজ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি ডিপুটী কালেক্টর-পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পটিয়া মুন্সেফীর স্বনামখ্যাত সুযোগ্য উকিল বাবু বিপিনবিহারী নন্দী কাব্যামোদী ও সাহিত্যপ্রিয় লোক। ইনি বড় সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারেন। বাবু দুর্গাদাস নন্দী বি,এ উচ্চ-শিক্ষিত যুবক।

* ৺গোলোকচন্দ্র নন্দী পেস্কার বড়ই ধার্ম্মিক ও দাতা লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। দেবগ্রামে পেস্কারের হাট প্রভৃতিতে এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ফতেয়াবাদ গ্রামের চাঁদ নন্দীর বংশধরগণ বহু পুরুষ হইতে জমিদার।

গন্ধর্ব্ব সেনের বংশ কচুয়াইর দাসবংশ
ঘরজামাতা আছিল বিস্তর ॥
আনোয়ারা আইচবংশ, বড়ই প্রাচীন ঘর
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হয়। (১০১)
বরমা-সেনের বংশ ব্রাহিরাম সেন নাম
এ বংশে ঘরজামাতা রয় ॥
আকিঞ্চন দাসের বংশ ঘরজামাতা এই কুলে
চণ্ডীচরণ কাঙ্গিরি আসে। (১০১ক)
বুরুম-চরার ভরদ্বাজ রাজীবরামবংশীয়
ঘর জামাতা আসিলেন শেষে ॥
শালঙ্কান গোত্র দাস নামেতে বিজয়রাম
উক্ত রূপে করে অবস্থান।
ধোরলা হইতে তিনি আসিলেন সেই দেশে
পরিত্যাগ ক'রে নিজ স্থান ॥

(১০১) সমস্ত দেবগ্রামে (বর্ত্তমান আনোয়ারা) একঘর মুসলমান বাসিন্দা নাই এবং এই আইচবংশের স্থাপিত অনেক গোলাম বেহারা হাড়ী প্রভৃতি শূদ্র আছে। ইহাই তাহাদের বিশেষ কীর্ত্তি।

(১০১ক) আকিঞ্চন দাসের বংশে আলামপুরের স্বনামখ্যাত ৺ মাগন দাস আমিনের শাখাই বর্ত্তমানে বড়ই ক্ষমতাপন্ন ও শিক্ষিত।

আনোয়ারার প্রায় ভদ্র আইচের ঘর জামাতা
জায়গা জমি পেয়ে হয় স্থিতি।
শাকপুরা ফতেবাদ, মাঝে মাঝে অন্য স্থানে
দেখা যায় আইচ-বিস্তৃতি॥
নাহাবংশ শাকপুরা পরিচিত দেখা যায়
অন্যস্থানে নাহি দেখি আর।
*রাহুত-বংশীয়গণ সুচক্রদণ্ডী কাশীয়াইস
গুজরা জলদিতে সুবিস্তার॥
রুদ্রবংশ পুরাকালে আছিল প্রবল অতি
ভরত রুদ্র ছিল দেশের রাজা।
সহ মগরাজগণ করিলা ভীষণ রণ
বলশালী ছিল মহাতেজা॥
অদ্যাবধি চক্রশালা সাতপাড়া মাঝে দেখ
সপ্তদীঘী আছয়ে খোদিত।
কেদার-বংশ পূর্ব্ববর্ত্তী এ বংশের ঘরজামাতা
রাঘব নামেতে পরিচিত॥
মেনকা নামেতে কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্যা
কৃষ্ণচন্দ্ররুদ্রের তনয়া।
আসিয়া মেখল হ'তে রহিল শ্বশুরালয়ে
সেই কন্যা বিবাহ করিয়া॥ (১০২)

---

* এই রাহুতগণ শাক্রুগোত্রীয়।

(১০২) এই রাঘব দাসের বংশের উত্তরপুরুষ কন্দর্পরায়

কান্থ-গিরি-বংশধর বিখ্যাত দুর্ল্লভ রাম
জামাতা হইয়া হেথা রয়।
কুয়েপাড়া রাঙ্গণীয়া, রুদ্রেরা সম্মানী তথা
পাটনিকোটায় কতিপয়॥
ধোরলা পাটনিকোটা বাৎস্যগোত্র সিংহগণ
শাণ্ডিল্য সিংহেরা নয়াপাড়া
গৌতমগোত্রীয় বল নাহি আর কোন স্থানে
কেবল ধোরলা কানুপাড়া॥
ধোরলার বলবংশে ছিল অতি দানী মানা
রামকান্ত বল মহাশয়।
কবিবাক্ত মহেশবল সংস্কৃতজ্ঞ অতুলন
চট্টলে সুখ্যাতি অতিশয়॥

মজুমদার চক্রশালাতে বড়ই প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি শূদ্রদিগের মধ্যে শ্রেণীভাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কৌশলে জাতিত্যাগ করাইয়া অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও হাড়ী জাতির ব্রাহ্মণ বিভাগ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত বেহারাগণ এখন মজুমদারী বেহারা বলিয়া খ্যাত। পরে এই বংশীয় এক শাখা কেলিসহর এবং আর এক শাখা ধলঘাট গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেলিসহর-শাখাই বিশেষ পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত। তথায় কেদার চৌধুরী নামক ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামেই এখন ঐ বংশের সকলেই পরিচয় দিয়া থাকেন।

করবংশ বেতাগীতে খাণ্ডাহা নগরে আছে
নেজামপুরে শাকপুরায়।
পালিতবংশীয়গণ রাঙ্গণীয়া কাঞ্চনপুর
অন্য স্থানে না দেখি কোথায় ॥
মাদার্শায় আছে পাল স্বচক্রদণ্ডী কতিপয়
মাঝে মাঝে আছয়ে বিস্তার।
চন্দ্রবংশ হাইদ গাঁও কধুর খিল কাঞ্চনায়
ফতেয়াবাদেতে আছে আর ॥
রাহাবংশ ফটীকছড়ি, রাঙ্গণীয়া গ্রামে বহু
ফতেয়াবাদ আর ধলঘাটে।
ধরগণ শাকপুরা ডাবুয়া ফতেয়াবাদ (১০৩)
কুণ্ডগণ খৈয়াছড়া বটে ॥ (১০৪)
ভরদ্বাজ যক্ষিতেরা, নয়াপাড়া সাধনপুরে
কালিয়াইস আর জোয়ারাতে ; (১০৫)
ফতেবাদ কানুপাড়া, মাঝে মাঝে অন্য দেশে
সম্মান আছয়ে সমাজেতে ॥

---

(১০৩) ফতেয়াবাদ গ্রামের দাতারাম চৌধুরী স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশে ৺ গোলোকচন্দ্র কাস্থগিরি গৃহ-জামাতৃ-রূপে ছিলেন।

(১০৪) বাবু গৌরচন্দ্র কুণ্ড চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ উকিল বটেন। তাহার ভ্রাতা ঈশান বাবু ও গিরিশ বাবু বিচক্ষণ লোক ছিলেন।

(১০৫) নয়াপাড়া গ্রামের দেওয়াঞ্জীরা জমিদার। জোয়ারা

কাশ্যপগোত্রীয় হোড় কচুয়াই এক ঘর
বরমাও আছে বাঁশখালী।
প্রতাপী প্রতাপরায় রাঢ় হ'তে ন'পাড়ায়
রাজকার্য্যে বহু অর্থশালী॥
কালীভক্ত কালীপ্রসাদ উকিল শ্রীমন্তরাম
বরমাতে ছিল এই দুই।
গুপ্ত-বংশধরগণ নয়াপাড়া হাইদ গাঁও
স্থানে স্থানে দেখিবারে পাই॥
সুলতানপুর গ্রামে কুলবংশ লালাগণ
হাওলা গ্রামেতে সুপ্রচার।
আছে বহু জমিদারী খ্যাত লালা প্রাণহরি
ছিলা তিনি উকিল-সরকার॥
ভরদ্বাজগোত্রধারী ব্রহ্মদাস একমাত্র
নয়াপাড়া গ্রামে আছে স্থিতি।
ইহারা প্রাচীন ঘর রহিয়াছে কুটুম্বিতা
বহু ভদ্রলোকের সংহতি॥

গ্রামে রক্ষিতগণও প্রাচীন ঘর। সেই বংশের মুন্সেফাদি বড়বড় চাকরীও ছিল। মুন্সেফের হাট প্রভৃতিতে এ বংশের পূর্ব্ব-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই বংশের বাবু ক্ষেমশচন্দ্র রক্ষিত একজন কৃতী লোক। এবং নয়াপাড়ার বাবু জগচ্চন্দ্র রক্ষিত এই জিলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল।

নাগবংশ সারওয়াতলী বর্দ্ধনগণ কাশীআইস
কয়েক ঘর আছে শুচিয়ায়।
আত্রেয়গোত্রীয় দীপ কুয়োপাড়া সুচক্রদণ্ডী
অন্য স্থানে নাহিক কোথায়॥
নেজামপুর হাট হাজারি, ফটীকছড়ি সাতকানিয়া
নানা স্থানে কায়স্থ দেখা যায়।
কুঁমিরা ও সীতাকুণ্ড রাউজান বাঁশথালী
সর্ব্বত্রই বিস্তার এথায়॥
নবম লহরী ছুটে ফেনিল উচ্ছ্বাসে বক্ষি
মিশে ঢেউ তরঙ্গে তরঙ্গে।
ঝঞ্ঝাবাত বিলোড়িত কি মহা বিপ্লবে যেন।
রাঢ় ছেড়ে ছুটে পূর্ব্ববঙ্গে॥ (১০৬)

---

(১০৬) গ্রাম, গোত্র ও ব্যক্তিগণের নামাদি সন্নিবেশিত করিতে হইল বলিয়া এ প্রকরণে ছন্দ ও ভাষার প্রতি তত লক্ষ্য রাখিতে পারা যায় নাই।

এই পুস্তকে যে সব গণ্যমান্য লোকগণের নাম লিখা হইল, ইহা ছাড়া আরও অনেক বংশে অনেক কৃতিলোকের নাম না জানা বিধায় অনুল্লেখ রহিয়া গেল। উত্তরখণ্ড প্রকাশের সময় অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল।

দশম লহরী।

ঃ✻ঃ

অতঃপর শুন শালঙ্কান ইতিহাস।
যেইরূপে এই বংশ চট্টলে প্রকাশ॥
পাতসা ঔরঙ্গজেব সুবিখ্যাত অতি।
নালকণ্ঠ নামে তার ছিল সেনাপতি॥
হিন্দুস্থান-অধিবাসী লালা-খ্যাতিধারী।
ক্ষাত্রতেজ অতুলন শক্রনাশকারী॥
সম্রাটের যুদ্ধ কার্য্যে ছিল নিরবধি।
"রাজা সংগ্রামসাহা" লভিলা উপাধি॥
পূর্ব্ববঙ্গে পর্ত্তুগীজ মগ দস্যুগণ।
লুটিয়া প্রজার বৃত্ত করে উৎপীড়ন॥
এই হেতু দেখি তিনি প্রজার দুর্গতি।
পাতসাহ পাঠাইলা নিজ সেনাপতি॥
বাখরগঞ্জেতে তিনি হ'য়ে উপনীত।
স্বীয় নামে গড় এক করিল স্থাপিত॥ (১০৭)

(১০৭) See Calcutta Review on Chittagong Feringies. Vol. 53. p. 73.

যুঝিল দস্যুর সহ ভীষণ আহবে।
ক্রমে ক্রমে পরাজয় করিলেন সবে॥
নিজ বীর্য্যে কার্য্যে তিনি করিলা প্রচার।
ক্ষত্রিয়ের জাতি ধর্ম্ম মহিমা অপার॥ (১০৮)

(১০৮) রাজা সংগ্রাম সাহা যে রাজপুতজাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে যোধপুরের রাঠোর-রাজ-সেনাপতি ভট্টকবি, ১৭৪১ সংবতের যুদ্ধে মোগল-সেনাপতি সংগ্রামের নিকট পরাস্ত হইয়া কি বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল :—

"তিনি বাদসাহের সেনাপতি সংগ্রামের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—আপনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃদলে মিলিত হউন।"

Todd's Rajasthan, Vol. II. Page 61.

ইহা রাজা সংগ্রামসাহের শেষ বয়সের ঘটনা।

আবার কবিকণ্ঠহার বৈদ্যগ্রন্থের—

"দুর্দ্দৈবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণপীড়িতঃ॥" ইত্যাদি।

এবং বৈদ্য-ঘটক আনন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত-কৃত ডাকের গ্রন্থে ফরিদপুরের মাধবসেন শালঙ্কায়নগোত্রীয় সংগ্রামের সহিত সম্বন্ধ করাতে কুল গিয়াছিল বলিয়া—

"আত্মীয় বান্ধব ছাড়ি, হৈয়া নানাদেশান্তরি,
মনেতে দুঃখিত ভাব রয়।"

ইত্যাদি লিখিয়াছেন এবং শালঙ্কায়নগোত্রীয়কে "হাম বৈদ্য" অর্থাৎ নিজ কথিত বৈদ্য বলিয়াই বলিয়াছেন। যথা :—

সংগ্রামের পরাক্রম কি কহিব কথা।
গড় তাঁর অদ্যাপি দেখিতে পাবে তথা॥

"সংগ্রাম সাহা রাজা বলে, হাম বৈশ্য দ্বিজকুলে,
বিপ্রপদে কহিনু বচন।"

এরূপ বহুতর বৈদ্যগ্রন্থপাঠে জানা যায়, বৈদ্যগণ স্বয়ংই পূর্ব্বে শালঙ্কায়নগোত্রীয় সংগ্রামকে তাহাদের স্বীয় জাতি বলিতে আপত্তি করিয়াছেন। চট্টগ্রামের কোন কোন বৈদ্যও এরূপ আপত্তি করেন। রাজস্থান পাঠে ইহা জানা যায় যে, তিনি উচ্চবংশীয় এবং রাঠোর প্রভৃতির এক জাতীয় ছিলেন, রাঠোরেরা রাজপুত, ইহা সকলেই অবগত আছেন, তবে এখানে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি তিনি উক্ত কুলোদ্ভবই হইলেন, তবে বৈদ্যেরা আপত্তি করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, বাঙ্গালীরা চিরদিনই ভিন্ন দেশীয়কে অপ্রীতির চক্ষে দেখে, বিশেষতঃ সংগ্রাম যখন বঙ্গদেশে আসেন (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে) তাহার পৃষ্ঠপোষক ও স্বদেশীয় লোকও এতদ্দেশে ছিলেন না এবং এখনও ফরিদপুরে বাখরগঞ্জে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পরামর্শ করিয়া নবাগত সংগ্রাম সাহাকে বৈদ্যদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে। সংগ্রাম উচ্চবংশীয় হইলেও ভিন্ন দেশবাসী বলিয়াই তাঁহারা স্বীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কনোজিয়া, উৎকল-বাসী বা মিথিলাবাসীদের সহিত এখনও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নহেন।

পূর্ব্ববঙ্গে এ বংশীয় বসবাস করে।
বহু কীর্ত্তি নোয়াখালী চট্টল ভিতরে।
অনেক বিস্তৃত হ'ল এ বংশীয়গণ।
চট্টলে করিলা কেহ রাজত্বস্থাপন॥
রাজ-কুল বলি মান্য ছিল সবাকার।
স্থাপিলা দ্বাদশ বাড়ী তেরটী খামার

ইতিহাস ইত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, মোগল বাদসাহগণ মুসলমান হইলেও হিন্দুগণের মধ্যে রাজপুতদিগের প্রতি তাহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যাদিগুণে অনুরক্ত হইয়া উচ্চরাজসম্মানে ভূষিত করিতেন এবং উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ইত্যাদি নানা কারণে দেখা যায়, ইনি অম্বষ্ঠ বৈদ্য বা অন্য কোন মিশ্র বা সঙ্কর জাতীয় ছিলেন না। কাজে কাজেই উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ভট্টকবি সেনাপতির কথা মতে এবং শৌর্য্য-বীর্য্যে ব্যবসায়ে ও উপাধি ইত্যাদিতে দেখা যায় যে ইনি রাজপুতই ছিলেন। এই শালঙ্কায়ন গোত্রীয়গণ হিন্দুস্থানী বলিয়া এখনও পূর্ব্ববঙ্গে একটি অতি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু রাজা সংগ্রাম সাহার অভ্যুদয়ের কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ অদ্য হইতে কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দ পূর্ব্বে সুচতুর বৈদ্যকুল-গ্রন্থকার ভরত মল্লিক এই শালঙ্কায়ন গোত্রটীও বৈদ্য গোত্রের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, এই গোত্রটী বৈদ্যগোত্রের অন্তর্গত করাতে বৈদ্য-জাতির মুখোজ্জ্বল ব্যতীত যে কোন ক্ষতি হইয়াছে এমন বোধ হয় না।

মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ আদিনাথ-ধামে
মঠাদি স্থাপিলা কত দেবতার নামে॥
দীঘী সেতু তড়াগাদি দিলা অগণন।
ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল দান-ধ্যান-পরায়ণ॥
লালা নগর কৃষ্ণখালি হাট বহুতর।
বাঁধিলা জাঙ্গাল কত দেখিতে সুন্দর॥
বিখ্যাত মুরারি ঘাট জগদম্বা আর।
বাগ মণিরাম কীর্ত্তি সহর মাঝার॥
এ বংশের খ্যাতনামা "ভায়া" মণিরাম।
ধর্ম্ম কর্ম্ম চট্টলেতে রাখিলা সুনাম॥
স্থাপিলা পার্ব্বতী নাম্নী তাঁর বনিতায়।
কেলি সহরেতে মঠ পিতার চিতায়॥ (১০৯)

---

(১০৯) ধর্ম্মপরায়ণা ৺ পার্ব্বতী, প্রসিদ্ধ কেদারবংশের কন্যা ছিলেন। এই ঐশ্বর্য্যশালিনী মহিলা আপন পিতৃ-শ্মশানে বিষ্ণু-মন্দির প্রদানে পতিকুল ও পিতৃকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপিতে এই শ্লোকটী খোদিত রহিয়াছে :—

"শৈলেন্দুকালামৃতরশ্মিসংখ্যে
শাকে চ বিষ্ণোঃ পরিতোষহেতোঃ।
শ্রীপার্ব্বতী সর্ব্বগুণাভিরামা
দত্বান্মঠং শ্রীমণিরামরামা।"

জম্মু লালা যোগীরাম লালা মহাশয়।
চট্টল মাঝারে কীর্ত্তি রাখিলা অক্ষয়॥
রাণী দুর্গাবতী ঠাকুরাণী প্রভাবতী।
দান-ধর্ম্মে চট্টলেতে রাখিছে সুখ্যাতি॥
আবাদ করিয়া দেশ বিপ্রে প্রদানিলা।
প্রমাণ রাণীর খিল দেখ চক্রশালা॥
তাঁদের ভাণ্ডারীগণ যেখানেতে রয়।
অদ্যাপি ভাণ্ডারগাঁও তারে সবে কয়॥
ছিল যথা খামারের পশু অগণিত।
ভুবন গোয়ারা সেই স্থানে পরিচিত॥
এই বংশের খ্যাতনামা দুর্গাদাস খান।
চট্টলেতে এই বংশে ইনিই প্রধান॥
যোগীরাম লালা পুত্র নন্দরাম ধীর।
বাড়ব নিকটে রচে শিবের মন্দির॥ ১১০)

ইনি এতদ্ভিন্ন দীঘী পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি বিবিধ সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

(১১০) "রাজ-বংশোদ্ভব হয় শালেঙ্কান গোত্র,
নন্দরাম নামে এক যোগীরাম পুত্র।
মহাদানী আছিলেক সেই মহাজন,
পুত্র তুল্য করিয়া পালিত প্রজাগণ।
দিব্য মঠ দিয়া আছে পাষাণে রচিত
বাড়ব-অনল-কুণ্ড-মঠ-সন্নিহিত।

কুলগাঁও হতে আসি ভরদ্বাজগণ।
বুরুম চড়া বাসস্থান করিলা স্থাপন॥
মধু বিশ্বাস ভরদ্বাজ বুরুমচড়া হ'তে।
পরিণয়ে বদ্ধ হয় পরইকোরাতে॥
জায়গা জমিদারী দিয়া করায় বসতি।
তাহাতে হইল তাদের বিশেষ উন্নতি॥ (১১১)

মঠ মধ্যে শিব লিঙ্গ করিছে স্থাপন।
কি কহিব সেই মন্দির অপূর্ব্ব-লক্ষণ।"

কবি শঙ্কর দাসের জাগরণ।

সীতাকুণ্ডের বিরূপাক্ষ শিব ও মন্দিরও এ বংশীয়গণের স্থাপিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে এই ভরদ্বাজ বংশের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(১১১) "Gouri Sanker is a name still remembered in all parts of the District; his grand-son Umesh Chandra is now an Inspector of Police in Nadia, Baidya Nath was Gouri Sankar's first Cousin, Har chandra Ray is a son of Baidya nath was presented to Lord Dalhousi as the principal zaminder of Chittagong at the time of that Viceroy's visit," Cotton's History, p. 166.

ইঁহাদেরও অনেক সৎকীর্ত্তি আছে। বিশেষতঃ হরচন্দ্র বাবুর সমদর্শিতা এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণে চট্টগ্রামের কায়স্থগণ বৈদ্যগণের মধ্যে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানেও বাবু যোগেশচন্দ্র রায় জমিদার, পেন্‌সন্ প্রাপ্ত সবজজ বাবু চন্দ্রকুমার রায়, ডিপুটী কালেক্টর বাবু শরচ্চন্দ্র দাস

পরৈকোরা গ্রাম ধন্য চট্টলের মাঝ।
তাহে সুপ্রসিদ্ধ সালঙ্কান ভরদ্বাজ॥
জনার্দ্দনসুত দয়ারাম নন্দরাম।
ভরদ্বাজ বংশে জন্ম দুই ভাগ্যবান্॥
নন্দরাম কীর্ত্তি কত করিব বাখান।
শম্ভুনাথে অম্বু দিতে করেন বিধান॥
পর্ব্বত হইতে রচি পাষাণের সিঁড়ি।
শম্ভু পূজিবার আসে মন্দাকিনী-বারি॥ (১১২)
বৈদ্যনাথ আর গৌরীশঙ্কর দেওয়ান।
ইংরাজ আমলে দেখ বড় ভাগ্যবান্॥
দানধর্ম্মে উভয়েই ছিলা অকাতর।
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি চট্টল ভিতর॥

(ফতেয়াবাদ নিবাসী), উকিল বাবু নগেন্দ্রকুমার রায় বি, এল প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।

(১১২) "ভরদ্বাজ গোত্র বৈদ্য বংশেতে উৎপত্তি।
নন্দরাম নাম জনার্দ্দনের সন্ততি॥
কি কহিমু সেই ভাগ্যবন্তের কথন।
শম্ভুনাথে অর্চ্চিবারে আনি দিছে বণ॥"*

কবি ভবানীশঙ্কর দাসের জাগরণ।

* বণ—জল।

বাবু হরচন্দ্র রায় খ্যাত জমিদার।
এক নামে পরিচিত চট্টল-মাঝার॥
শালঙ্কান সংস্রবে অনেক বড় হয়।
দস্তীদার আদি কত ঘরজামাতা রয়॥
মদন দেওয়ান কন্যা অম্বিকা সুন্দরী।
কালিদাস দস্তীদার রয় বিয়া করি॥ (১১৩)
ছনহরা ছাড়ি রহে শ্বশুরের বাড়ী।
লভিলা তথায় তিনি জায়গা জমিদারী॥
'ভায়া' মণিরাম কন্যা সর্ব্বমঙ্গলারে।
রামকৃষ্ণ ওয়াদ্দার রহে বিয়া ক'রে॥ (১১৪)

---

(১১৩) এই দস্তীদার বংশের নীলমাণ দস্তীদার বড়ই স্বনাম খ্যাত লোক ও অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। দস্তীদার বংশের মধ্যে ধলঘাটের শাখা বড়ই প্রবল। এই শাখাতে অনেক খ্যাতনামা লোক ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও বাবু দুর্গাদাস দস্তীদার উকিল সরকার এবং সেরেস্তাদার বাবু প্রাণকৃষ্ণ দস্তীদার প্রভৃতি বিশেষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ লোক আছেন। এই বংশের ছনহরা শাখাও সম্মানী।

(১১৪) ওয়াদ্দাদার বংশের যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাবু মুরলীধর চৌধুরী মহাশয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের বর্ত্তমান ইংরাজীশিক্ষিত কৃত-বিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেকেই ইহাঁর ছাত্র। ইনি স্থানীয় কলেজের একজন বিচক্ষণ শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি পেন্‌সন্ ভোগ

গৌরাম লালা কন্যা করুণা সুন্দরী।
নন্দরাম সেন রহে তাঁকে বিয়া করি॥ (১১৫)
আত্রেয় গোত্রীয় দাস খ্যাত ছনহরায়।
বিশ্বাস দুর্ল্লভরাম জনমিলা তায়॥
ভায়া মণিরাম কন্যা বিবাহ করিয়া।
তথা হ'তে পরৈকোরা গেলেন চলিয়া॥
শালঙ্কানে খ্যাতনামা ছিল বহু জন।
গৌরীচরণ কালীচরণ দেওয়ান বৃন্দাবন॥
কানুনগোয় রামদুলাল ও রামকিশোর।
লালা রামহরি আদি কিঞ্জল কিশোর॥
ইত্যাদি প্রসিদ্ধ লোক ইংরাজ আমলে।
আছিল অনেক তাঁর সংখ্যা কেবা বলে॥
মহাত্মা শরত বাবু ধার্ম্মিক সুজন।
মহা জ্ঞানবন্ত ছিলা সেই মহাজন॥
সমগ্র মহিষখালী দ্বীপ-অধিপতি।
পালিলা প্রজারে যেন আপন সন্ততি॥

করিতেছেন। এই বংশ ধলঘাট, ডেঙ্গাপাড়া, ভাটীখাইন প্রভৃতি স্থানে আছে।

(১১৫) কথিত আছে,—কাঞ্চনা গ্রাম হইতে নন্দরাম সেন শালঙ্কান বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্তে পরৈকোড়া গ্রামে অবস্থিতি করেন।

সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিত সদায়।
মহন্ত গোমতিবন ছিলেন সহায়॥
সন্ন্যাসীর বেশে তিনি কাটাইল কাল।
তৎপুত্র কৈলাস বাবু বিক্রমে বিশাল॥ (১১৬)
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার তাঁহার তনয়।
কীর্ত্তির সৌরভ যার চারিদিকে রয়॥
রূপে গুণে অনুপম উদার অন্তর।
দানশীল পরদুঃখমোচনে তৎপর॥
বাণী কমলার দ্বেষ আছে অবিরত।
প্রসন্নকুমারে কিন্তু প্রসন্ন সতত॥

(১১৬) On the 5th January 1786 Mr. Crottes, who at that time was collector of Chittagong, sold his right, title, and interest for Rs 40,000 to Kali Charan Kanunoe. * * *

Kali Charan was Dewan of the District at the time of this transaction, and died in 1790. He was succeeded in his property by his widow Probhabaty who did not die till 1826. She had no children of her own, but adopted one Chandi Charan who died in 1820, leaving a son Sarat Chandra. Sarat Chandra being a minor, the Estate came on Prabhabaty's death, under the Court of Wards. Sarat Chandra died recently and the present *Zeminder* is his son Kailas Chandra.

Cotton's History of Chittagong, Page 233.

শ্রীমান্ বিনোদলাল তাঁর জ্যেষ্ঠ সুত।
জমিদারী শাসনেতে আছে নিয়োজিত ॥
ছনদণ্ডী রাঙ্গনীয়া ধোরলা গ্রামেতে।
দেখা যায় এই বংশ পাটনি কোটাতে ॥
রায়, লালা, দাস, আর চৌধুরী প্রভৃতি।
বর্ত্তমান স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতি ॥
শালঙ্কান-সংগ্রাম বংশ খ্যাত বাঙ্গালাতে।
পূর্ণচন্দ্র পূর্ণভাবে নারিনু বর্ণিতে ॥ (১১৭)
দশম লহরী ছুটে মৃদু মনোহরা।
বিতরি স্ফটিক স্বচ্ছ সুশীতল ধারা ॥

---

(১১৭) পটীয়া থানার সুচক্রদণ্ডী, কচুয়াই, ছনহরা প্রভৃতি গ্রামে কাস্থগিরি (বর্ত্তমানে খাস্তগির্) বিশ্বাস প্রভৃতি ঔপাধিক শালঙ্কায়ন গোত্রধারী লোকের বাস আছে। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই সংগ্রাম সাহার বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু নিতান্ত আধুনিক সঙ্কলন—"অম্বষ্ঠ-সম্পাদিকা" গ্রন্থে এই বংশকে অম্বষ্ঠ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সংগ্রাম সাহা অম্বষ্ঠ কি বৈদ্যজাতি এতৎ সম্বন্ধে এ স্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন, পরন্তু শালঙ্কায়ন গোত্রধারী রাজ সংগ্রাম সাহের বংশধরগণ যে অদ্যাপি চট্টগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের কথাতেও বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে।

পরিশিষ্ট।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের উপাধি ও গোত্র।

উপাধি	গোত্র
ঘোষ	সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য।
বসু	গৌতম।
গুহ	কাশ্যপ, কঙ্কীশ, কল্বিষ।
মিত্র	বিশ্বামিত্র।
দত্ত	অগ্নিবেশ্য, আলম্যান, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, ঘৃতকৌশিক, ঘৃতকুশিক, পরাশর, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, সৌপায়ন।
সেন	আলম্যান, কাশ্যপ, বাসুকি, ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য।
দেব	আলম্যান, কাশ্যপ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য।
দাস	আত্রেয়, আলম্যান, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, ঘৃতকৌশিক, বশিষ্ঠ, মৌদ্গল্য, শালঙ্কায়ন।
সিংহ	গৌতম, ঘৃতকৌশিক, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ।
পালিত	ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য।
নাগ	সৌকালীন।
নাথ	কাশ্যপ।
কর	আলম্যান, কাশ্যপ, জামদগ্ন্য, মৌদ্গল্য, গৌতম।
দা[illegible]	ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য।
চন্দ্র	কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য, গৌতম।
পাল	কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য।

উপাধি	গোত্র
নন্দী	আলম্যান, কাশ্যপ।
কুণ্ড	কাশ্যপ, গৌতম।
রাহা	শাণ্ডিল্য।
সোম	লৌহিত, কাশ্যপ।
বল	গৌতম, আলম্যান।
রুদ্র	কাশ্যপ।
গুপ্ত	আলম্যান, কাশ্যপ।
ভদ্র	আলম্যান, চন্দ্রঋষি, ভরদ্বাজ।
রক্ষিত	বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য।
অঙ্কুর	কাশ্যপ, ভরদ্বাজ।
হোড়	কাশ্যপ, মৌদ্গল্য।
রাহুত	আলম্যান, শক্তি।
বর্দ্ধন	কাশ্যপ, ঘৃতকৌশিক।
আদিত্য	আলম্যান।
ভঞ্জ	আলম্যান।
চাকী	গৌতম।
ধর	কাশ্যপ।
ব্রহ্ম	ভরদ্বাজ।
বিষ্ণু	ব্যাঘ্রপদ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, গৌতম।
কুল	কাশ্যপ।
রাণা	কাশ্যপ, দাল্ভ্য, হংসল।
নন্দন	কাশ্যপ, গৌতম।
আঢ্য	মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য।
দীপ	আত্রেয়।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

বঙ্গদেশীয়-রাঢ়ীয়-বঙ্গজ-বারেন্দ্রকায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বদ্যোতকং

ব্যবস্থাপত্রম্।

বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-কাব্যেতিহাসাদিবচনপ্রমাণৈরেতদ্দেশীয়ানাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়-শাখান্তর্নিবিষ্টত্বং প্রতিপাদিতমিদং বিদাং মতম্।

স্বাক্ষরম্।

শ্রীহরির্জ্জয়তি। হাবিলাসদ্বীপ-গ্রামবাসি তর্কপঞ্চাননোপাধিক-শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্॥ ছনহরাবাসি ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীঅখিলচন্দ্র শর্ম্মণাম্॥ চক্রশালানিবাসি শ্রীদুর্গাচরণ তর্করত্নানাম্॥ ভাটিখাইনগ্রামবাসি শ্রীরামদয়াল তর্কসিদ্ধান্তানাম্॥ শ্রীশিবো বিজয়তে। কানুনগোয়পাড়ানিবাসি শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিদ্যারত্নানাম্॥ শ্রীহরিঃ শরণম্। গুবাকতলীনিবাসি শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিরত্নানাম্॥ কেলিসহরগ্রামনিবাসি সরস্বত্যুপাধিক শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মণাম্॥ ভাটিখাইনগ্রামনিবাসি শ্রীগুরুদাস শিরোমণীনাম্॥ চক্রশালাবাসি শ্রীকালীকান্ত শিরোমণীনাম্॥ শুচিয়াগ্রামনিবাসি শ্রীনন্দকুমার শিরোমণীনাম্। শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি। দেবগ্রামনিবাসি শ্রীনীলাম্বর তর্কবাগীশানাম্॥ চক্রশালা-কথাকচুয়াই গ্রামস্থ শ্রীনবচন্দ্র সার্ব্বভৌমস্য॥ নয়াপাড়াগ্রামনিবাসি শ্রীকৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্নানাম্॥ কানুনগোয়পাড়ানিবাসি শ্রীগৌরীশঙ্কর স্মৃতিরত্নানাম॥ চক্রশালাগ্রামবাসি শ্রীরাশিচন্দ্র স্মৃতিরত্নানাম্॥ ভাটিখাইনগ্রামনিবাসি শ্রীকালীকান্ত স্মৃতিভূষণানাম্॥ চক্রশালানিবাসি শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কারাণাম্॥ ধলঘাটনিবাসিনাং শ্রীপীতাম্বর তর্কভূষণানাম্॥ মঠপাড়ানিবাসি শ্রীদুর্গাচরণ ন্যায়বাগীশানাম্॥ পালগ্রামবাসি শ্রীদুর্গাচরণ তর্করত্নানাম্॥ ওঁ তৎ সৎ। চেচুরিয়াগ্রামনিবাসিনাং শ্রীকালীকুমার শিরোরত্নানাম্॥

জলদিনিবাসিনাং শ্রীনিশিকান্ত বিদ্যাবাগীশানাম্॥ চেচুরিয়াগ্রাম-বাসিনাং শ্রীসুরেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদানাম্॥ ভাটিখাইননিবাসি শ্রীউমাচরণ তর্করত্নানাম্॥ কোয়েপাড়ানিবাসি শ্রীঅখিলচন্দ্র ন্যায়রত্নানাম্॥ শ্রীদুর্গা শরণম্। গুবাকতলীগ্রামবাসি শ্রীহরশঙ্কর স্মৃতিপঞ্চাননানাম্॥ ছনহরানিবাসি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র স্মৃতিরত্না-নাম্॥ মঠপাড়াবাসি শ্রীকালীকুমার তর্কভূষণানাম্॥ ভাটিখাইন-নিবাসি শ্রীঅখিলচন্দ্র বিদ্যারত্নানাম্॥ মঠপাড়ানিবাসি শ্রীচন্দ্রকান্ত সার্ব্বভৌমানাম্॥ মঠপাড়াবাসি শ্রীউমাচরণ তর্করত্নানাম্॥

কায়স্থ-সম্বন্ধে শাব্দিকগণের মত।

১। "কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থো যৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে॥"

২। "ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্থাদিয়েতি স্থিতিবাচকম্।
ততঃ ক্ষত্রিয়শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥"

৩। "ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকম্।
আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোঽতঃ সমাখ্যাতো মসীশঃ প্রাজ্ঞবাক্ চ যৎ॥"

ইহা দ্বারাও দেখা যায় যে, "কায়স্থ" ও "ক্ষত্রিয়" একার্থবাচক

কায়স্থের লক্ষণ।

"ব্রহ্মবিৎস্ু পরাভক্তিঃ শণসূত্রস্য ধারণম্।
দানমধ্যয়নং ধ্যানং পরোপকারিতা তথা॥
যজনং শাস্ত্রতত্ত্বেন প্রজানাং পরিপালনম্।
রাজকর্ম্মক্ষমাশৌচং কায়স্থলক্ষণং স্মৃতম্॥"

তথাচ ভবিষ্যপুরাণে ভীষ্ম বাক্যম্।

"বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।"

সমাপ্ত।